মহানবী স্মরণিকা

১৪২৪-২৫ হিঃ/২০০৩-৪ খ্রিঃ

প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচারের ধূম্রজালভেদী

উদ্ভাসিত মোস্তফা-চরিত

(প্রাচ্যবিদ পরিচিতিসহ বাংলা ভাষার এ জাতীয় প্রথম পুস্তক)

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী
আল-আযহারী

মহানবী স্মরণিকা পরিষদ
ইউ/১১, নূরজাহান রোড, ব্লক-ডি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

www.nagorikpathagar.org

মহানবী স্মরণিকা-১৪২২৪-২৫হিজরী

(প্রাচ্যবিদের অপপ্রচারের জবাব সংখ্যা)

পৃষ্ঠপোষকতায়:

জনাব ই, এ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পূবালী ব্যাংক

জনাব মোমতাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও শিল্প সংস্থা

জনাব মীর মুনীরুজ্জামান ,অতিরিক্ত সচিব,সংস্থাপনমন্ত্রণালয়

জনাব জাফরুল্লাহ খান
চেয়ারম্যান,বাংলা দেশ পেট্রোলিয়াম কর্পো.

জনাব আবুল হায়াত সর্দার
মহাপরিচালক,ত্রাণ অধিদপ্তর

ব্রিগেডিয়ার জেনারেলএ এম এ রব
চেয়ারম্যান,ডেসা

জনাব তাহমীলুর রহমান
ডিএমডি,সোনালী ব্যাংক

জনাব এম, তাহিরুদ্দীন
এম- ডি,মার্কেন্টাইল ব্যাংক

জনাব মোস্তফাআওীনুর রশীদ
পরিচালক,নিটল মটরস

জনাব সৈয়দ মারুফ হাসান
উপমহাব্যবস্থাপক,রূপালী ব্যাংক

জনাব এহসানুল ফাত্তাহ,
অতিরিক্ত সচিব,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদমন্ত্রণালয়

জনাব কাদির মাহমুদ
এমডি, হাউস বিল্ডিংস ফাইন্যান্স কর্পো জনাব

জনাব এ এস এম এমদাদুল হক
এম-ডি , অগ্রণী ব্যাংক

মেজর(অবঃ)মুক্তাদীর আলী
মেম্বার,বিপনন,পেট্রোবাংলা)

জনাব আনোয়ার ফারুক

জনাব মনীরুজ্জামান
সাবেক যুগ্ম সচিব, সচিব এফবিবিসিআই

জনাবএম ,আমীর ফয়সল
বিক্রয় ব্যবস্থাপক, পদ্মা অয়েল কো.লি

ইঞ্জিনিয়ার আসাদুজ্জামান চৌধুরী

জেনারেল ম্যানেজার, টোকা ইংক বাংলাদেশ

ডা.আমীরদ্দীন খান,অধ্যাপক,চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

হাফিয মওঃ মুর্তাহিন বিল্লাহ জাসীর ,কর্মকর্তা,ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক জেদ্দা

ডা.এস,এম,হক (দন্ত বিশেষজ্ঞ),সাবেক অধ্যক্ষ,ঢাকা ডেন্টাল হাসপাতাল

কবি মাহমূদ লশকর

সম্পাদনায়:

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

প্রকাশনায়:

মহানবী স্মরণিকা পরিষদ

ইউ/১১ নূরজাহান রোড,মোহাম্মদপুর,ব্লক-ডি,ঢাকা ১২০৭

ডাক যোগাযোগ:

বি-১৪ ডি/১০,সরকারী অফিসার্স কলোনী , শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

টেলিফোনে:৮৩৫১১৯৫

প্রকাশকাল:রবিউল আউয়াল,১৪২৫হি .

শুভেচ্ছামূল্য:৫০.০০ টাকা মাত্র

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় (ক) প্রাচ্য বিদদের জবাবে মহানবী স্ম রণিকার এ সংখ্যা প্রকাশ প্রসংগে..৩

(খ)কয়েকজন ইসলামসেবীর ইন্তেকাল

মহানবীর (স)-প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য :

(ক)প্রাচ্যের মহাকবি শেখ সা'দী (ইরান)অনুবাদ: ইবনে সাঈদ ৮

(খ)পাশ্চাত্যের মহাকবি গ্যাটে (জার্মানী) অনুবাদ: ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৯

প্রাচ্য বিদদের ইসলাম দর্শনের মুখোশ উন্মোচনে মওলানা মুহাম্মদ আলী-......... ১১

মহানবী (স)সম্পর্কে প্রাচ্য বিদদের অজ্ঞতা

এবং তাদের বিদ্বিষ্ট সীরতচর্চা ১৭

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায় মুহাম্মদ(স)প্রসংগ ৬৫

বনূ কুরায়যার য়াহূদীদের ব্যাপারে হযরত সা'দের

ঐতিহাসিক ফয়সালা ও মারগোলিয়াথের অন্যায় সমালোচনা....................... ৮১

প্রাচ্য বিদ পরিচিতি........................... ৯৭

পাশ্চাত্যের যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি স্বীকারোক্তি ১২৮

মহানবী (স)-এর উপর ইয়াহূদী-নাসারা প্রভাবের অলীক কাহিনী :

ডক্টর মুহাম্মদ মোহর আলীর দৃষ্টিতে... ১৪৫

পানি শোষণ ক্ষমতা ১% এর নিম্নে এবং লেড এর পরিমাণ সহনীয় মাত্রায় থাকায়

আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন

দীর্ঘস্থায়ী, স্বাস্থ্যসম্মত, আকর্ষণীয় ও সাশ্রয়ী মূল্যে

বিআইএসএফ সামগ্রী ব্যবহার করুন

BISF

বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ

(বিসিআইসি-র একটি প্রতিষ্ঠান)

মিরপুর, ঢাকা-বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৮০১১২৩১, ৮০১৬৩৭৮

৮০১২৩২৭, ৮০১২৪৪২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮০১১৩২৬

ডিএফ পি ৩৬৯ (২২-১২-০৩)

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদকীয় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রাচ্যবিদদের জবাবে মহানবী স্মরণিকার বিশেষ সংখ্যাপ্রকাশ প্রসংগে

প্রাচ্যবিদ্যাও প্রাচ্যবিদদের নিয়ে আমাদের দেশে কারো তেমন আগ্রহ বা মাথা ব্যথা না থাকলেও মিশরের আল-আযহার বিশ্বদ্যিালয়,লিবিয়াস্থ ত্রিপোলী ইসলামিক কল বিশ্বদ্যিালয়,সুদানের উম্মে দুরমান বিশ্বদ্যিালয়,ইরাকের বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এ বিষয়টি পড়ানো হয়ে থাকে।

প্রাচ্যের অধিবাসী বা প্রাচ্যের ধর্ম,কৃষ্টি ও রীতিনীতিতে বিশ্বাসী না হয়েও যে সমস্ত পাশ্চাত্যবাসী জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি প্রাচ্যের ধর্ম,কৃষ্টি,ভাষা,ইতিহাস-ঐতিহ্যও রীতি-নীতি নিয়ে লেখাপড়া ও গবেষণায় জীবনপাত করেছেন এবং করে যাচ্ছেন তাঁদেরকে প্রাচ্যবিদ এবং তাঁদের গবেষণাকর্মকে প্রাচ্যবিদ্যা বলা হয়ে থাকে। আরবী ভাষায় এঁদেরকে মুস্তাশ্‌রিকূন এবং ইংরেজী ভাষায় ওরিয়েন্ট্যালিস্ট বলা হয়ে থাকে। প্রাচ্য সংক্রান্ত এঁদের রচনাবলীর সঙখ্যা ও পরিমাণ যে কত বেশী তা' কেবল ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যকার পরিসংখ্যান থেকেই অনুমেয়। মাত্র এ অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে তা,ষাট হাজারে পৌঁছেছে।দ্র.ড.মুহম্মদ ফৎহুল্লাহ যিয়াদী,আল-মুস্তাশরিকূন,পৃ.৫২

এ বিশাল পৃথিবীর অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের যে কোন দিক নিয়েই যে বা যাঁরাই গবেষণা করুন না কেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ ইসলামী ও প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানচর্চা ও এগুলোর বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করলেও অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে আমাদের এ কথাও বলতে হচ্ছে যে ,এদের অধিকাংশের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য হচেছ নেতিবাচক। তাঁরা নিজেরা অনেক ক্ষেত্রেই সংসার -ত্যাগী পাদ্রী ও যাজকশ্রেণীর লোক হলেও ইসলাম ও প্রাচ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা, তথ্যবিকৃতি ও তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রাচ্যবাসীদেরকে হীনমন্যতাগ্রস্থ করে, তাদেরকে পাশ্চাত্যের ধর্ম ও সামাজিক আচার আচরণে অভ্যস্ত করে বা অন্যান্য বৈধ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে তাঁরা প্রাচ্যজগতে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করে সাম্রাজ্যবাদের অগ্রবাহিনী বা এডভ্যান্স টিমের ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষত ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে পরাজিত হওয়ার পর খ্রিষ্টীয় জগতে যে প্রচণ্ড ক্ষোভ, হতাশা ও জিঘাংসার সৃষ্টি হয়, তারপর যেন সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত স্বজাতীয়দের হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারই তাদের প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় ! তাই ইসলাম ও প্রাচ্যের মনোরম কুসুমউদ্যানে সারাজীবন বিচরণ করেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ফুল থেকে মধুসঞ্চয়ের পরিবর্তে তার মধ্যে তন্ন তন্ন করে বিষ খুঁজে বেড়ানোকেই তাঁদের কর্তব্যজ্ঞান করেছেন! এ ক্ষেত্রে দু'চারটা সুখদায়ক ব্যতিক্রমও যে না ঘটেছে,তা' নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম ও মহানবী (স)

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে জানার তেমন সুযোগ নেই। এ ছাড়া এ শিক্ষাব্যবস্থার যারা নিয়ন্ত্রক তাদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের শিক্ষায়ই উচ্চশিক্ষিত আল্লামা ইকবালের অনুযোগ হচ্ছে:

শেকায়ৎ হ্যায় ইয়া রব মুঝে খোদাওন্দানে মকতব ছে
কে সবক শাহীঁ বাচ্চোঁ কো দেতে হ্যেঁ ওহ্ খাকবাযী কা ।

অর্থাৎ- শিক্ষাকর্তৃপক্ষের খেলাফ অভিযোগ মোর শোন খোদা!
. ঈগল ছানারে শিখায় তাহারা মর্তে চলার সবক পাঠ!

ফলে আমাদের কোমলমতি সন্তানরা তো বটেই ইসলামী শিক্ষাসংস্কৃতি সম্পর্কে অনবহিত অনেক বয়স্ক লোকও প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত। তাদের অনেকেই প্রাচ্যবিদদের কপচানো বুলিতে বিশ্বাস করে মহানবীর পবিত্র সুন্নাহর প্রামাণ্যতা সম্পর্কেও দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার! তাই ওদের উদ্দেশ্যপূর্ণ অপপ্রচারকেই বরং তাঁরা অধিকতর প্রামাণ্য মনে করেন! এজন্যে প্রধানত এ শ্রেণীর দুর্বল ঈমানদার পাঠকদের বিভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে মহানবী স্মরণিকার ১ম সংখ্যা (১৩৯৮হি. /১৯৭৮খ্রি.) থেকেই আমরা এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়ই মহানবী (স)সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অমুসলিম মনীষীদের রচনাদি ও প্রশংসামূলক মন্তব্যসমূহ প্রকাশ করে আসছি।

মহানবী (স)সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের আলোচনা-সমালোচনা যেহেতু প্রচুর এবং এর প্রভাব আমাদের শিক্ষিত সমাজের উপর এর প্রভাবও অনস্বীকার্য, তাই এ সম্পর্কে নবীচরিতের পাঠকদের সম্মুখে যথেষ্ট তথ্য ও তত্ত্ব থাকা আবশ্যক। এ জন্যে মহানবী স্মরণিকার এ বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশের মাধ্যমে প্রাচ্যবিদদের ইসলাম ও ইসলামের নবী সংক্রান্ত অপপ্রচারের বাংলাভাষার প্রথম জবাবী পুস্তকটি পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম। সৌভাগ্যবশত লিবিয়ার বিখ্যাত ইসলামী কল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে পড়াশোনা করে আসা তরুণ আলেম স্নেহাস্পদ বদরুল ইসলাম বিন হারূণকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্যে কাছে পেয়েছি। এ সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রাচ্যবিদ-পরিচিতি" সংগ্রহে তার সহযোগিতার জন্যে তাকে ধন্যবাদ।

সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দ্বারা সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো। এ ব্যাপারে কোন নতুন তথ্য বা পরামর্শ নিয়ে কেউ এগিয়ে এলে পরবর্তীতে আমরা সমৃদ্ধতর কলেবরে এর পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ। পরবর্তীতে আমরা *On Account Orientalist's Propaganda Against Islam & The Holy Prophet(SM)* শিরোনামে এর অন্তত: একটি ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশে আগ্রহী। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিবেশন করার মত স্বচ্ছও সাহিত্যিক মানের ইংরেজী অনুবাদে সক্ষম কোন সহৃদয় মুমিন বান্দা এ কাজে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে আমরা তাঁকে স্বাগত জানাবো।

খাকসার-

-আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

www.nagorikpathagar.org

সেন্টার নামক একটি ধর্মীয় প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলে ইমামে আযম সহ মুসলিম মনীষীদের জীবনী এবং বিদায় হজের বাণী , আল-কুরআনের বাণী , হাদীছের বাণী, ঈমানের শাখা-প্রশাখা, কবীরা গুনাহ ও সাগীরা গুনাহ প্রভৃতি ক্যালেণ্ডার সাইজের প্রচারপত্রাদি প্রকাশ করেন।

এক দিনের কথা। মণিপুরী পাড়া মসজিদ কমিটির দায়িত্বশীল অন্যতম পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই জুমা আমার পেছনে আদায়ের উদ্দেশ্যে চলে যেতেন গণভবন মসজিদে। সেদিন একটু আগে এসেই অত্যন্ত ক্লান্তশ্রান্ত বিমর্ষভাবে আমার হুজরায় এসে ঢুকলেন। অত্যন্ত হতাশার সাথে বললেন, এদেশে ইসলাম করবেন কাদের দিয়ে? ইসলামের বড় বড় রথীমহারথীরা কেউই এক পয়সার স্বার্থত্যাগে রাজী নন। বললেন, এতদিন এক ইসলামী অর্থসংস্থার পশুখাদ্য প্রকল্পের পরিচালকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আজ ইস্তেফা দিয়ে এলাম। বিবেকের বিরুদ্ধে আর কাহাঁতক পারা যায়? তিনি বললেন: চাকুরীতে ঢুকেছিলাম ইসলামের খেদমতের উদ্দেশ্যে;কিন্তু তা তো হবার নয়। মাসে মাসে প্রকল্পের মিটিং হয়। আমি সহ পাঁচজন বসি। আমি ছাড়া বাকী সবাই বেশ সচ্ছল। সচিব পর্যায়ের লোকও রয়েছেন তাতে। আমি প্রস্তাব দিলাম , ইসলামের স্বার্থে আমরা জনপ্রতি পাঁচ শ' টাকা সম্মানী তো না নিলেই পারি! কিন্তু একজনেরও সায় পাওয়া গেল না! আরেক দিন সভায় আমি জানালাম, কৃষিখাদ্যের জন্যে অতিরিক্ত মাসিক ভাড়ায় যে জমিটা নেয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রয়োজনে লাগে তার অর্ধেকটা। তাই প্রকল্পের লাভের স্বার্থে আমাদের বাকী অর্ধেক মালিককে ফিরিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু জমিটা যেহেতু একজন দলীয় লোকের ছিল, তাই তাঁর ব্যক্তিগত মুনাফার পরিপন্থী হবে বিবেচনায় এ প্রস্তাবও আর কার্যকরী করা গেল না! এখন আমি সাক্ষীগোপালরূপে এখানে থেকে খামোখা গুনাহ বাড়িয়ে লাভ কী? এ-ই ছিল যাঁর জীবনদর্শন, সেই মর্দে মুমিনের জন্যে অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে ফার্সী কবির ভাষায় দু'আ করি: খোদা রহমত কুনদ তুরবতে ঈঁ পাক তীনত রা

যে মহান পরোয়ারদিগারের জন্যে তাঁর এত ত্যাগ, এত সাধনা, জীবনের সকল জানা-অজানা, ইচ্ছাকৃত- অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে আল্লাহ তাঁর এ নিবেদিতপ্রাণ বান্দাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুশীতল ছায়াতলে মর্যাদার সু উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করুন! আমীন!!

মহানবীর স্মরণিকা পরিষদের শিখ বেদাত বিরুধী এবং মহানবীর পূত জীবনী প্রচারের উদ্যোগকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিন্দন

থারমেক্স টেক্সটাইলস্ মিলস্ লিঃ

৭০, লিংক ইনার সার্কেল রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

www.nagorikpathagar.org

কয়েকজন নবী প্রেমিকের ইন্তেকাল

২০০৩ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন দেশবিখ্যাত নবী-প্রেমিকের ইন্তেকাল হয় । এঁরা হচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক মৌলভীবাজারের সৈয়দ শামসুল ইসলাম, আজিমপুর গোরস্তান সংলগ্ন আজিমপুর জামে মসজিদের দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছরের ইমাম ও খতীব এবং ফয়যুল উলূম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মওলানা আবদুল্লাহ্ সাহেব, মোহাম্মদপুরস্থ লালমাটিয়া শাহী মসজিদের ঐরূপ দীর্ঘকালের ইমাম ও খতীব এবং লালমাটিয়াস্থ কওমী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হাফিয মওলানা আবদুর রঊফ সাহেব, উক্ত মাদ্রাসার তাঁর পরবর্তী মুহ্‌তামীম মুখলিস আলেম হযরত মওলানা ফযলুর রহমান সাহেব, সংসদচত্বর সংলগ্ন মণিপুরী পাড়া মসজিদ কমিটির অন্যতম কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ আযীযুল হক সাহেব এবং চট্টগ্রাম পটিয়া জামেয়া ইসলামিয়ার মুহ্‌তামিম এবং বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা বোর্ড-বেফাকুল মাদারিস এর সভাপতি বন্ধুবর মওলানা হারুন ইসলামাবাদী। এঁদের প্রত্যেকের সাথে মহানবী স্মরণিকার এই অধম সম্পাদকের ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক ছিল। স্থানাভাবে তাঁদের সকলের শিক্ষণীয় জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা সম্ভবপর হলোনা বলে আমরা দু:খিত। আল্লাহ তাঁদের সকলকে বেহেশতের উচ্চমর্যাদা নসীব করুন!

ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ আযীযুল হক

আমাদের মহানবী স্মরণিকা পরিষদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট ইসলামসেবী আলহাজ আযীযুল হক গত বছর ৭ই মে তারিখে ঠাকুরগাঁয়ে কাজী ফার্মের পক্ষ থেকে একটি কারখানার কী একটা মেরামত-কার্য উপলক্ষে গেলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সেখানেই ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ...রাজিঊন। মৃত্যুকালে তিনি উক্ত ফার্মের উপদেষ্টা ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর ২ মাস। ৪ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, ৬ ভাই বোন ও ৬টি পুত্রসন্তান রেখে যান। পরদিন ৮ই মে বাদ যুহর সংসদ ভবন চত্বরের পূর্বে অবস্থিত মণিপুরীপাড়া মসজিদপ্রাঙ্গণে উক্ত মসজিদের বিজ্ঞ ইমাম সাহেবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাকেই তাঁর জানাযার ইমামতি করতে হয়। তারপর ঐ দিনই জামালপুর জেলাধীন সরিষাবাড়ী এলাকার ফুলদহেরপাড়াস্থ তাঁর পৈত্রিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁদের পরিবারের সকলেই তাঁর যোগ্য অভিভাবকত্বে উচ্চশিক্ষিত হয়ে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর বড় ছেলে ইলেক্ট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল হক আমেরিকার হিউষ্টনে নাগরিকত্ব নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৬২ সালে আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমান বুয়েট) থেকে ম্যাকানিক্যাল

www.nagorikpathagar.org

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেষ ডিগ্রী নিয়ে বের হয়েই প্রথমে কিছুদিন পাবনা পলিটেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন। তারপর তিনি ওয়াপদার সহকারী ইঞ্জিনিয়াররূপে সরকারী চাকুরীতে ঢুকে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি স্থানে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে যান। চাকুরীক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তারপর কিছুকাল ঠিকাদারী ব্যবসা করে তা ছেড়ে দেন। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঈমানদারীর সাথে এ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব; তাই ঠিক করেছি, নিজের জমিজমা চাষ করে কোন মতে খেয়ে বেঁচে চলে যাব, তবুও ঈমানটা হারাতে চাই না।

কেবল একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান অফিসার বা একজন ধর্মপ্রাণ হাজী বা সফল অভিভাবক বা ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন, কেবল এটাই যদি তাঁর পরিচয় হতো, তা'হলে তাঁর আলোচনা মহানবী স্মরণিকায় স্থান পেতো না। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, মরহুম আযীযুল হকের মত এত সচেতন, ত্যাগী ও ইসলামের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান আমাদের নামীদামী আলেম সমাজের মধ্যেও খুবই কম দেখেছি। আগাগোড়া একজন ইংজী শিক্ষিত লোক, কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় দল বা কোন নামীদামী পীরের মুরীদ না হয়েও কেবল পারিবরিক ঐতিহ্য ও নিজের ব্যক্তিগত পড়াশোনার মাধ্যমে একজন লোক যে এই ফিৎনার যামানায়ও এত সাচ্চা ঈমানদার এবং পাক্কা মুসলমানরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন, তাঁকে যাঁরা নিকট থেকে দেখার সুযোগ পাননি তাঁদের পক্ষে তা কল্পনা করাও সুকঠিন।

বার্মা থেকে বিতাড়িত আরাকানী রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাহায্যার্থ তিনি ঢাকা থেকে তাঁর সাধ্যমত ত্রাণসামগ্রী নিয়ে টেকনাফ-রামুর পাহাড়ী এলাকায় স্থাপিত ত্রাণশিবিরসমূহে মাসের পর মাস ত্রাণকার্য চালিয়ে যান। ঢাকা থেকে নূরানী ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়ে গিয়ে নিজ খরচে নিজের গ্রাম ফুলদহের পাড়ায় নূরানী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এলাকাবাসীদের বৃহত্তর স্বার্থে তা অপেক্ষাকৃত কেন্দ্রীয়মর্যাদাপূর্ণ বারি পটলে তা' স্থানান্তরিত করেন। নূরানী প্রশিক্ষণের প্রধান হযরত মওলানা বেলায়েত হোসেন সাহেব ও আমাকে বেশ কয়েকবার তিনি তাঁর সে মাদ্রাসার জলসায় ঢাকা থেকে নিয়ে গেছেন। তাঁর মণিপুরীপাড়ার বাড়ীটির দ্বিতল নির্মাণের কাজ শেষ হতে না হতেই তিনি আমাকে বলেন, ভাল সচ্ছল পরিবারের ছেলেরা পড়ার মত ভাল পরিবেশের একটি দীনী মাদ্রাসা আপনার মত কোন বিজ্ঞ আলেমের দ্বারা পরিচালিত হলে সমাজের খুবই উপকার হবে । আমি খাদেম হিসাবে আপনার সাথে থাকবো। ভাড়া হওয়ার আগেই আপনি তা নিয়ে নেন , নতুবা পরে হয় তো আর তা' ছাড়া আমার পরিবারের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমি আমার ব্যক্তিগত অপ্রস্তুতির কন্যে সেদিন তাঁর সে ডাকে সাড়া দিতে পারিনি; তবে দীনের জন্যে তাঁর হৃদয়াবেগ ও ত্যাগী মনটার যে পরিচয় পেলাম .তা' তো কোন দিনই ভুলবার নয়! তিনি নিজ বাসভবনের একাংশে বহুমূল্য ইসলামী পুস্তকাদিসমৃদ্ধ একটি পাঠাগার ও ইমাম আবূহানীফা ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

মহানবীর (স.)-প্রতি শেখ সা'দী-র শ্রদ্ধার্ঘ্য

বালাগাল উলা বিকামালিহী / কাশাফাদ দুজা বি-জামালিহী,
হাসুনাৎ জামী'উ খেসালিহী / সাল্লূ আলাইহি ও আ-লিহী,

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ
كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ
حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

পূর্ণতার শীর্ষে তিনি পৌঁছিলেন তাঁর কামালতে,
তাঁর অপরূপ রূপের প্রভা নাশলো আঁধার ধরা হতে।
কী যে মধুর স্বভাব তাঁহার কী অপরূপ চাল ও চলন!
তাঁর প্রতি তাঁর পরিজনে পড়ো দরূদ প্রেমিক সুজন!
অনুবাদ: ইবনে সাঈদ

www.nagorikpathagar.org

মহাকবি গ্যাটের শ্রদ্ধার্ঘ্য

।১।।
দেখ ঐ গিরি প্রস্রবণ
আনন্দে উজ্জ্বল
যেন তারার এক চমক;
মেঘের উপরে
পালে তারে তরুণ বয়সে
সদয় আত্মিকগণ
চূড়াগণ মধ্যবর্তী ঝোপের মাঝারে।
।২।।
তরুণ তাজা সে
মেঘ হতে নেচে পড়ে
নীচে মর্মর প্রস্তর 'পরে'
আবার লাফিয়ে উঠে স্ফূর্তিতে।
।।৩।।
গিরিবর্ত্ম মাঝে
তাড়িয়ে নিয়ে সে চলে রঙিন উপলরাজি
আবার নেতৃসম অগ্র পদক্ষেপ,
ছিঁড়ে নিয়ে যায় তার ভাইপ্রিয় প্রস্রবণগুলিকে
তার সাথে আগে আগে।

।৪।।
নীচের উপত্যকা মাঝে ফোটে
তার পদক্ষেপতলে ফুলরাশী।।
আর প্রান্তর
জীবন পায় তার প্রশ্বাস হতে।
তবুও নামাতে পারেনা তারে
ছায়াময় কোনো উপত্যকা
অথবা কোন ফুল-দল
জানু ঘিরে জড়ায়ে ধীরে
তাদের প্রেমময় চোখে পারে না
আটকাতে তারে
সমতলে ছুটে তার গতি
সর্পসম গতিতে।
।৬।।
মিশুক ঝরণাগুলি মিশে
তার সাথে। তখন সে চলে
সমতল পরে রূপালী গৌরবে।
আর সমতল গৌরব করে তারে নিয়ে।
উপত্যকায় নদীগুলি
আর পাহাড়ের ঝরণাগুলি
স্ফূর্তিতে চেঁচায় আর বলে, ভাই,
ওরে ভাই, নে তোর ভাইগুলিকে সাথে
সাথী করে তোর প্রাচীন বাপের কাছে-
-সে শাশ্বত সাগরের কাছে-
সুপ্রসারিত বাহু নিয়ে
আছেন যিনি তোদের প্রতীক্ষায়।
আহা। বৃথা তারই বাহু-প্রসারণ
আলিঙ্গিতে তার প্রার্থীদেরে।
কেননা নিঃশেষ করে মোদের মরু-প্রান্তরে
পিয়াসী বালুকা, উর্ধ্বে সূর্য
চুষে নেয় মোদের রক্ত; একটি পাহাড়
হ্রদ মাঝে মোদের ঘিরে রাখে। ভাই
নে তোর সমতলের ভাইগুলিকে,
নে তোর পাহাড়ের ভাইগুলিকে,
সাথে ক'রে তোর পিতার কাছে।
।।৭।।
তবে এসো তোমরা সকলে
এখন ফুলিছে সে

www.nagorikpathagar.org

প্রভুরূপে ঃ একটি গোটা জাতিকে
আর রাজকীয় স্রোতে উঠায় উর্ধ্বে
এবং সঞ্চলমান জয়যাত্রায়
দেয় সে নাম দেশকে, নগর
জন্মে তার পদতলে।

॥৮॥
সতত অবাধগতি ধায় সে দূরতর
ছেড়ে সে চলে টুঙ্গি আলোক চূড়াময়
মরু প্রাসাদগুলি সৃষ্টি
তার পূর্ণতায় দূর পশ্চাদভাগে

॥৯॥
দেবদারু গৃহগুলি বয় 'আতলাসে'
তার রাক্ষস-স্কন্ধে পত্ পত্ শব্দে উড়ে
মস্ত উপরে তার;
সহজ পতাকা মলয়-পানে,
দেখায় তার প্রভুত্ব।

॥১০॥
এরূপে ধরে নিয়ে যায় সে তার ভাইগুলিকে,
তার ধনভাণ্ডারগুলিকে, তার শিশুগুলিকে
প্রতীক্ষমান জনকের কাছে,
আনন্দ চীৎকারে তাঁর বক্ষ-মাঝে।

অনুবাদঃ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

সু-খবর সু-খবর সু-খবর
যে কোন বৈধপণ্য পরিবহনের জন্য সুলভে ইনসুলেটেড ভ্যান ভাড়া দেয়া হয়-
ফোন ঃ ৯৫৫১৩৮২

মাছ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সম্মানীত ক্রেতা সাধারণের সুবিধার্থে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাওরান বাজারস্থ মৎস্য বিক্রয় উপ-কেন্দ্র (ঢাকা ওয়াসা ভবনের নীচ তলায়), কৃষি ভবন বিতান (দিলকুশাস্থ বি,এ,ডি,সি ভবনের নীচ তলায়) এবং রিক্সা ভ্যানের মাধ্যমে কাপ্তাই লেক, যশোরস্থ বাওর, গুলশান লেক, ডি,এন,ডি লেক এবং কক্সবাজার ও ট্রলার বহর, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত মিঠা পানির এবং সামুদ্রিক মাছ/চিংড়ি উন্নত পরিবেশে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করে গোটা ও ছোট প্যাকেটে বিক্রি করা হচ্ছে।

গুণে মানে উন্নত, মাপে সঠিক এবং দামে আপনার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমিত। এই মাছ/চিংড়ি ক্রয় করে কর্পোরেশনকে আপনার সেবা করার সুযোগ দিন।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
২৩-২৪, কাওরান বাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৮১৩০৮২৪, ৯৫৫১৩৮২
বাঃ মঃ উঃ কঃ

www.nagorikpathagar.org

প্রাচ্যবিদদের ইসলাম দর্শনের মুখোশ উন্মোচনে
মওলানা মুহাম্মদ আলী

[১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত মুহাম্মদ আলী এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রফেসর মার্গোলিয়থের স্বগুনে প্রদত্ত এক বক্তৃতার জওয়াবেই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। চিন্তানায়ক মুহাম্মদ আলী প্যান ইসলাম আন্দোলনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ আশাই প্রকাশ করেছেন যে, সহজ-সরল আধ্যাত্মিক শক্তিরূপেই ইসলাম একদিন সুসংস্কারের আবর্জনা ও বস্তুতান্ত্রিক নিরীশ্বরবাদ থেকে জগতকে মুক্ত করতে সমর্থ হবে। এতে তিনি মার্গোলিয়ুথ, মুইর প্রমুখ প্রাচ্যবিদদের ইসলাম সংক্রান্ত ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াস পেয়েছেন—সম্পাদক।]

ব্যক্তিগত প্রকৃতির মতোই জাতীয় প্রকৃতি বলেও এমন একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার প্রভাবে জীবন ও তার ধারা সম্পর্কে গবেষণার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এরূপ অস্পষ্ট ধারণার মধ্যে এমন একটা মোহ রয়েছে যে, আশাবাদীর কল্পনাপ্রবণ মন যেখানে রঙধনুর রঙে রঞ্জিত সোনালী স্বপন সৃষ্টি করে, নৈরাশ্যবাদী সেখানে দুঃস্বপ্নের মধ্যেই যেন নানরূপ হতাশার ছবি দেখে আঁতকে উঠে। ইসলাম কখনো এরূপ অবাস্তব কল্পনার প্রশ্রয় দেয়নি- যা মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ করে দেয়। কিন্তু তবুও, ব্যক্তিগত সাময়িক কল্পনা-বিলাস রোধ করা কিছুতেই সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

সাম্প্রতিককালে ইসলাম জগতে যে-সব অবানীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, সম্ভবতঃ তাই দেখে নৈরাশ্যবাদীরা এ বিশ্বজয়ী ধর্মের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কল্পনায় মেতে উঠে কী হতে পারে, তার এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র অংকন করতেই এগিয়ে এসেছে। কী হওয়া উচিত বা কী হবে-সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার বোধশক্তি পর্যন্ত মুসলমানেরা হারিয়ে ফেলেছে বলেও তারা মনে করেছে। কিন্তু ভারতে দেখতে পাই-মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ছাড়া বোধশক্তিহীনতার অপর কোন প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না; আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মত-প্রকাশের সময় এখনো আসেনি বলেই মনে করা যায়। বিলাতে কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামানো লোকের অভাব হয়নি। ইসলামের দু'জন তীব্র বিরুদ্ধবাদী এসম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করে ইসলামের প্রকৃতি ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত বিশ্বের সামনে পেশ করার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় Comrade পত্রিকার আমরা স্যার হ্যারি জনস্টন-এর মতামত সম্পর্কে সাধারণভাবে ও সংক্ষিপ্ত

www.nagorikpathagar.org

আকারে আলোচনা করেছি। স্যার জনস্টন সম্ভবতঃ খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ এবং বিশেষভাবে বৃটেনের অধিবাসীদের আশাআশংকার কথাই প্রকাশ করেছিলেন। 'প্যান্-ইসলাম' মতবাদ সম্পর্কে প্রফেসার মার্গোলিয়ূথ্ সম্প্রতি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, আজ আমরা সে বিষয়েই আলোচনা করব।

প্রফেসার মার্গোলিয়ূথ্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক। লণ্ডনস্থ সেন্ট্রাল্ এশিয়ান সোসাইটির এক সভায় তিনি 'প্যান্-ইসলাম আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। 'পাইওনিয়া'র পত্রিকার বর্তমান মাসের ৩রা তারিখের সংখ্যায় 'ইসলামের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এক সম্পদকীয় প্রবন্ধে অধ্যাপক মার্গোলিয়ূথের এই বক্তৃতা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসংগত স্যার হ্যারি জনস্টন সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'সাধারণভাবে বলতে গেলে তাঁকে কোন প্রকারেই ইসলামের বন্ধু বলে বিবেচনা করা চলে না।' অধ্যাপক মার্গোলিয়ুথ্-এর বক্তৃতা সম্পর্কে এ পত্রিকার লেখক এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, যদিও সৈয়দ আমীর আলীর মতামত ভিন্নরূপ, তথাপি অধ্যাপকের এই বক্তৃতাকে ইসলামের উপর আক্রমণ বলে কিছুতেই মনে করা চলে না। উক্ত লেখক আরো বলেন: স্যার মার্টিমার ডোরান্ড উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। ইসলামের সমর্থনে সৈয়দ আমীর আলীর মতামতের সংগে সহানুভূতি প্রকাশ করলেও স্যার ডোরান্ড অধ্যাপক মার্গোলিয়ূথকে ইসলামের বিরুদ্ধ-সমালোচক বলে মনে না করে বরং এ ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল্ একজন ব্যাখ্যাতা হিসাবেই তাঁর সমর্থন করেছেন।'

যেখানে ব্যাখ্যাটাই আমাদের সামনে মজুদ রয়েছে, সেখানে ব্যাখ্যাতার কথা বিবেচনা করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারীদের সংগে একমত না হয়েও যাঁরা এদের পক্ষ থেকে কথা বলতে এগিয়ে আসেন, সাক্ষ্যদান-আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ীই এমন সব লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার অযোগ্য এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা অতি সহজেই এঁদের বন্ধুত্বসূচক উক্তিরও খণ্ডন করা যেতে পারে। স্যার হ্যারি জনস্টন সম্পর্কে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন করে না। 'সাধারণভাবে বলতে গেলে তাঁকে কোন প্রকারেই যে ইসলামের বন্ধু বলে বিবেচনা করা চলে না'- এই উক্তির চেয়েও কঠোরতর কোন বিশেষণ যে তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হওয়া উচিত, 'Nineteenth Century and After' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধ থেকে সম্প্রতি তার-ই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ইসলামের মহানবীকে the bandit mystic of Arabia (আরবের দস্যু-মরমী) এই বেয়াদবীপূর্ণ বিশেষণে

www.nagorikpathagar.org

বিশেষিত করার ধৃষ্টতাই প্রদর্শন করেছেন। ইসলাম ও এই ধর্মের প্রবর্তক সম্পর্কে অধ্যাপক মার্গোলিয়ূথের অভিমত কি, সে বিষয়ে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই এখন পর্যন্ত কিছু অবগত নন। তাঁদের অবগতির জন্যে আমরা বলতে চাই যে, ইংল্যান্ডের বহু বিশিষ্ট খ্রীষ্টান -বিশেষতঃ সে দেশের পণ্ডিতসমাজ যে 'সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা ও না -ভাল না মন্দ-নীতি'র সমর্থন করে থাকেন, ইনিও সেই দলেরই একজন অনুসারী।

পাদ্রী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রীস্টীয় প্রার্থনা পরিচালনায় কোনরূপে অংশগ্রহণ না করলেও আমরা যতদূর জানি–তিনি পূরাদস্তুর একজন ধর্মযাজক। তাঁর নাম থেকেই বুঝা যায় যে, তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ প্রাচ্য দেশোদ্ভব ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই জন্যেই আরবী ও অন্যান্য সেমেটিক ভাষায় সহজেই তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পেরেছেন। অন্যান্য রচনা ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে একখানা আলোচনা-পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটি মুসলমান পাঠকদের মনঃপূত হওয়ার কারণ নেই। হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনীও ইনি রচনা করেছেন এবং বিখ্যাত প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান জি.পি. পুটম্যান সন্স এর Heroes of the Nations (বিভিন্ন জাতির জাতীয় বীর) সিরিজের অন্যতম গ্রন্থ হিসেবেই তা' প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের নবীর প্রতি এ পর্যন্ত বিধর্মীদের দ্বারা যত আক্রমণ হয়েছে সম্ভবতঃ অধ্যাপক মার্গোলিয়ূথের এই গ্রন্থখানা সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌশলপূর্ণ আক্রমণেরই পরিচায়ক। অন্যান্য খ্রীস্টান লেখক যেরূপ প্রকাশ্যভাবে গোঁড়ামিপূর্ণ তীব্রতার সংগে হযরত (স) এর নিন্দাবাদ প্রচার করেছেন, অধ্যাপক মহোদয় বিশেষ সতর্কতার সংগে সেরূপ সমালোচনা পরিহার করেই নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

স্যার উলিয়াম মুইর লিখিত হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনীকে মার্গোলিয়ূথ্ 'স্বীকৃতভাবে খ্রীস্টীয় ভাবসমৃদ্ধ' রচনা বলে অভিহিত করেছেন। মইরের এই বইখানা অতি কৌশলপূর্ণভাবে লিখিত হয়েছে এবং তা' পাঠ করে মুসলিম তরুণদের ধর্ম-বিশ্বাস যাতে শিথিল হয়ে না পড়ে সে কথা বিবেচনা করেই স্যার সৈয়দ আহমেদ হযতের জীবনী সম্পর্কে (খোৎবাতে আহমদী – Essays on the Life Muhammad) নাম দিয়ে এর একখানা পান্ডিত্যপূর্ণ প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক মার্গোলিয়ূথ্ লিখিত 'জীবনী' প্রকৃতপক্ষে মুইরের বইয়ের চেয়েও অধিকতর আপত্তিকর রচনা। এ গন্থটিতে হযরত মুহাম্মদকে ' একটি কঠিন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকারী ও আরব গোত্রসমূহের সমাবায়ে একটি রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য গঠনকারী বিরাট পুরুষ' রূপে

www.nagorikpathagar.org

চিত্রিত করে এবং 'আপন প্রজ্ঞার যথোচিৎ সদ্ব্যবহার তাঁর দ্বারা সম্ভবপর হয়েছিল' ও বিরাটত্বের যোগ্য সম্মান তাঁর প্রাপ্য' এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করে প্রশংসার এ-হেন ছদ্ম আবরণে অধ্যাপক মহোদয় তাঁর গ্রন্থে স্যার উইলিয়াম মুইরের চেয়েও বেশী 'খ্রীস্টীয় ভাবধারা সমৃদ্ধ' মতামতই যে ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন, তা' গোপন করা তাঁর পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সম্ভপর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি 'বীরের' (Hero) প্রশংসা কীর্তন করতে গিয়ে ভাববাদী নবীকে হত্যা করারই চেষ্টা করেছেন। তাঁর বইয়ের সর্বত্র একটা কপট ভাবধারা গোপনভাবে প্রবহমান রাখা হয়েছে এবং প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই সুকৌশলে এই বিষ লুকানো রয়েছে।

প্যান্-ইসলাম মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রফেসর মার্গোলিয়ূথ্ এই 'কঠিন শব্দটির সংজ্ঞা নির্দেশের' জন্যে 'আল্-মানা'র পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ রশীদের বরাত দিয়েছেন। অথচ সংগতভাবেই বলা চলে যে, যাঁরা এই 'কঠিন শব্দটি'র সৃষ্টি করেছেন, এর সঠিক সংজ্ঞার জন্যে তাঁদের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু নিজেদের সৃষ্ট ভূতের ভয়ে যারা সতত সন্ত্রস্ত, বর্তমান কালের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে শেষ পর্যন্ত তারা কায়রোর এক সম্পর্কহীন সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদকেরই আশ্রয় নিয়েছেন। এভাবে যে 'সংজ্ঞা' আবিষ্কার করা হয়েছে, তা-ও অত্যদ্ভুত। সৈয়দ রশীদের মতে, প্যান্-ইসলাম মতবাদ হচ্ছে 'এমন একটা অপচ্ছায়া যা' মুসলমানদের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা থেকে নিষ্কাষিত হয়েছে। ইউরোপীয়দের কল্পনার বলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুসলমানরা এই মতবাদকে নিজেদের কল্পিত প্রয়োজনের খাতিরেই গ্রহণ করছে।' মার্গোলিয়ূথ্ আরো বলেছেন যে, সৈয়দ রশীদের মতে– ইউরোপীয়দের ভীতি ও মুসলমানদের আশা এ দু'য়ের কোনটাই বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই; কারণ অপচ্ছায়া কোনদিনই রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না।'

এরূপ একটা অস্পষ্ট উক্তিকেই যদি সংজ্ঞা বলতে হয়, তা' হলে এই সংজ্ঞার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে মূল সংজ্ঞাটিরই নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। কিন্তু তবু খ্রীস্টীয় ইউরোপের প্যান্-ইসলাম জুজুর ভয় সম্পর্কে একজন শিক্ষিত মুসলমানের অভিমত হিসেবে সৈয়দ রশীদের কথাগুলি শ্রদ্ধার সংগেই আমাদের বিবেচনা করতে হবে। তা ছাড়া, মার্গোলিয়ূথ্ যে তথাকথিত 'সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন' তা একান্ত অদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও প্যান-ইসলাম আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে যাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে সেই জামালুদ্দীন

www.nagorikpathagar.org

আফগানীর গুরুত্ব এতে আদৌ হ্রাস পায়নি। সৈয়দ রশীদ নিজেও সেই শ্রেণীরই একজন লোক-যাঁরা জামালুদ্দীনের মতবাদকে কার্যকরী করার জন্যে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 'আল্-মানা'র-সম্পাদক উচ্চকণ্ঠে মুসলিমঐক্যের ঘোষণাই প্রচার করেছেন। কিন্তু 'পাইওনিয়ার'র পত্রিকার মতে এক শ্রেণীর প্যান্-ইসলামী মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে এই ' প্রসিদ্ধ সংস্কারক' যদি 'অপেক্ষাকৃত শান্ত-প্রকৃতির কিন্তু অকার্যকরী একটি আন্দোলনের দ্বারা মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতানৈক্য হ্রাস করে সমগ্র বিশ্ব-মুসলিমের মধ্যে অধিকতর ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা-চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন', তা'হলে বুঝতে হবে যে, তিনি মুসলমানদের আশা-আকাঙ্খার অসম্ভাব্যতা ও 'অপচ্ছায়া' বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে যে হতাশা প্রকাশ করেছেন, তার প্রকৃত স্বরূপ এই যে, তিনি নিজে ঐ 'অপচ্ছায়া'য় বিশ্বাসী ছিলেন এবং অবাস্তব ধারণার শোচনীয় ব্যর্থতার ফলেই অবশেষে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েছেন।

ভারতে এবং আমাদের বিশ্বাস মুসলিমবিশ্বের অন্য অনেক দেশেও সৈয়দ রশীদের মতোই ইসলামের আধ্যাত্মিক ঐক্যের নীতিতে বিশ্বাসী স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক রয়েছেন। তাঁরা সম্ভবতঃ আরো আশা নিয়ে সেই সুদিনের জন্যে অপেক্ষায় রয়েছেন-যেদিন শিয়া-সুন্নীর বিরোধের মতোই (শিয়ারা আধ্যাত্মিক নেতা বা ইমামের ভ্রান্তিহীনতায় বিশ্বাসী, আর সুন্নীরা মনে করেন যে, একমাত্র নবী ব্যতীত অপর সকল মানুষই ভুলভ্রান্তির অধীনে) সকল মাযহাবী মতানৈক্য হ্রাস পাবে এবং ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বা কেয়াস্-এর স্বীকৃতির মাধ্যমে সকলের সম্মিলিত অভিমত (ইজ্‌মায়ে-উম্মৎ) অনুযায়ী কাজ করে মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলমানদের ঐহিক মুক্তি সাধন সম্ভবপর হবে।

মুসলমানদের এই আকাঙ্খা মার্গোলিয়ূথ্-অনুসৃত 'সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা' কিংবা 'না-ভাল না-মন্দ' নীতির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। অথচ তিনি মনে করেন যে, তার অনুসৃত নীতিতেই নাকি 'ইসলামের বিশেষ বিশেষ মতানৈক্যকে হাল্‌কা করে আনা সম্ভবপর হবে'। অধ্যাপক মহোদয় বেশ নিপুণ যুক্তির সাহায্যে ইসলামের ভেতরের অবস্থা ও এর মাযহাবী বিভাজন সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে 'যে সূত্রগুলির সাহায্যে ধর্মীয় বন্ধন গড়ে উঠেছে, সে সব সূত্র পাতলা করে দিলেই যে বন্ধন দৃঢ়তর হবে, এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। ----- মানুষের ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সেই শ্রেণীর ব্যবস্থাপনাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী-যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিমানসের আধ্যাত্মিক ঔষধির যথাযোগ্য ব্যবস্থা। কোন জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে

www.nagorikpathagar.org

তাঁর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তি-মানসের নিজস্ব ব্যাপার।' স্যার হ্যারি জনস্টন কিন্তু মনে করেন: 'যে সব জাতি বর্তমানে মুসমান রয়েছে, তাদের জ্ঞান-গরিমায় ও সামাজিক নেতৃস্থানীয় খ্রীস্টান জাতিগুলির সমপর্যায়ে উন্নত করে তুলতে হলে ইসলামকে নির্মল-স্বচ্ছ করে নিতে হবে'। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দু'জন চিকিৎসকের মধ্যে একজন চাইছেন রোগ বজায় রেখে ধীরে ধীরে মুসলিম জগত্‌কে হত্যা করতে এবং অপর জন চাইছেন ঔষধ প্রয়োগ করে এই হত্যাসাধন-কার্যটি অতি দ্রুত সমাধা করতে।

চিকিৎসক দু'জনের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ এক জনের রোগীর প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই বলেই মনে হচ্ছে। ইসলাম শুধু একটা ধর্মমত নয়, বরং একটা সমাজব্যবস্থাও বটে। আচার-অনুষ্ঠান নানা জাতি, বর্ণ ও দেশের ত্রিশ কোটি মুসলমানকে[১] আজো ঐক্য-বন্ধনে রেখেছে এবং বিশ্বের ইতিহাসে এরূপ অপর কোন বন্ধনের নজীর কখনো পাওয়া যায়নি। মার্গোলিয়ূথ্ 'ধর্ম' ও 'জাতি' এই দু'টি শব্দের মধ্যে যে তীব্র পার্থক্যের কথা প্রকাশ করেছেন, খ্রীষ্টান ধর্মের ক্ষেত্রে তা' সত্যি হলেও ইসলামের বেলায় তা' আদৌ প্রযোজ্য নয়। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, অক্সফোর্ডের এই পণ্ডিতের তরুণ-বয়স্ক সহকারী ভারত-সচিব মহোদয় বরং অনেক ভালোভাবেই ইসলামের দেশাতীত প্রভাবের কথা প্রকাশ করেছেন। কাজেই, ইসলাম-জগতের এই স্বয়ংসিদ্ধ অধ্যাত্মিক উপদেষ্টার কথা বিনাদ্বিধায় ভুলে গিয়ে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সময়ে আধ্যাত্মিক ঐক্যের চমৎকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল এবং যা' সে সময়ে জগতে বিস্ময়েরই সৃষ্টি করেছিল, অনুরূপ ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতেই আমরা মুসলমানদের পরামর্শ দিতে চাই।

মাত্র মাস দু'য়েক আগে ডক্টর মুহাম্মদ ইক্‌বাল সুদৃঢ় কণ্ঠে ও গভীর আন্তরিকতার সাথে একথা ঘোষণা করেছেন যে, একটি আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে ইসলাম একদিন সমগ্র জগতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে এবং এর অন্ত র্নিহিত সরল জাতীয়তাবোধের কল্যাণে কুসংস্কারের ক্লেদ ও আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী বস্তুবাদ থেকে এই বিশ্বকে মুক্ত করতে পারবে। উর্দু দৈনিক 'জমিন্দার' পত্রিকায় এর কিছুদিন পরই ইক্‌বালেরয 'প্রার্থনা' প্রকাশিত হয়েছে, সকল মুসলমানের অন্তর থেকেই নিশ্চয়ই তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠবে।

(পরবর্তী অংশ ১২৯- এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

---

[১] বিশ্বে মুসলিম জন-সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৫০ কোটি হলেও ১৯১২ সালে যে সময়ে মওলানা মুহাম্মদ আলী এই প্রবন্ধ রচনা করেন তৎকালে এই সংখ্যা ত্রিশ কোটি বলেই বিবেচিত হতো – সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের অজ্ঞতা এবং বিদ্বিষ্ট সীরাতচর্চা

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী*

পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ এবং কিতাবধারী রাসূল বা শরীয়াতের প্রচারক নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে ইসলামে বাধ্যবাধকতা থাকায় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ অবশ্য কর্তব্য। বিশেষত হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর মহীয়সী জননী হযরত মরিয়ম (আ) সম্পর্কে কুরআন শরীফের যে বর্ণনা তা এতই হৃদয়স্পর্শী যে, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবীগণের মুখপাত্র বাগ্মী সাহাবী হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা)-এর নিকট যখন সে দেশের বাদশাহ্ জানতে চাইলেন, খ্রিস্টীয় ধর্মের পরম সম্মানিতা মা-মরিয়ম ও ঈসা (আ) সম্পর্কে নতুন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কী, তখন তিনি আল-কুরআনের সূরা মরিয়মের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনালেন। তা শুনে ইথিওপীয় সম্রাট এতই অভিভূত হলেন যে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর ঐ সময়কার প্রতিক্রিয়া ঐতিহাসিকদের ভাষায়—

فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكى اساقفه حتى اختضلوا مصاحفهم.

—তিলাওয়াত শুনে নাজাশী কেঁদে ফেললেন। এমন কি তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যায়। রাজদরবারের পাদ্রীরা পর্যন্ত কাঁদতে থাকেন। এমন কি তাঁদের ধর্মীয় পুস্তকাদি তাঁদের চোখের পানিতে ভিজে যায়।[১]

খ্রিস্টধর্মের প্রতি ইসলামের যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি এটাই ছিল তার যুক্তিযুক্ত প্রতিক্রিয়া।

৬১৭ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী রোমকরা ইরানীদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয়। তাদের বিখ্যাত কিয়ামাতা দূর্গ ইরানীরা ভস্মীভূত করে ফেলে এবং পবিত্র ক্রুশচিহ্নটি ইরানীরা তাদের দেশে নিয়ে যায়। খ্রিস্টানদের এ শোচনীয় পরিণতি দর্শনে মুসলমানদের মধ্যে মর্মপীড়া দেখা দেয়। এ সময় মুসলমানদের মানসিক অবস্থা কীরূপ ছিল, তা নিম্নের বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

"ইরান ও রোমের মধ্যেকার বার বছরব্যাপী যুদ্ধে কাফির কুরাইশরা ইরানীদের সমর্থন করতো। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের কাম্য ছিল আহ্‌লে-কিতাব ও একজন নবীর উম্মাত রোমকরাই যেন যুদ্ধে জয়ী হয়। যুদ্ধে যখন রোমকরা পরাজিত হলো তখন কুরাইশ-সর্দাররা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলো ; 'দেখেছো হে ! তোমাদের রোমক ভায়েরা কেমন করে পরাস্ত হয়ে গেল! আমাদের হাতে তোমাদেরও এমনি দশা ঘটবে !" জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন রোমকদের বিজয় সংক্রান্ত সূরা রূম-এর নিচের আয়াতগুলো (আয়াত ১-৪)

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ.

---

* বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ।

১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *আস সীরাতুন নববীয়া* (আরবী), পৃ. ১১৮ দারুশ শারুক, জিদ্দা, পঞ্চম সংস্করণ ১৪০৩ হি., *নবীয়ে রহমত*, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত, ১ম সং. ১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ১৪৬।

www.nagorikpathagar.org

ভাব-ভাষা ও কুরআনের ভাব-ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার কারণের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওয়াট বলেন–"দুটোই মুহাম্মদের রচিত, যা তিনি অবচেতন মনে রচনা করেছেন তা' কুরআন, আর যা স্বাভাবিকভাবে রচনা করেছেন তা-ই হাদীস।"[৬]

এমন কি 'দি হান্ড্রেড' নামক পুস্তক লিখে এবং বিশ্বের একশত মহামনীষীর মধ্যে ইসলামের নবী (সা)-কে সর্বশীর্ষে স্থান দিয়ে বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী মার্কিন লেখক মাইকেল এইচ. হার্ট-এর মত উদার লেখকও লিখেছেন ঃ

"মক্কার অধিকাংশ অধিবাসীই তখন ছিল অসভ্য। তারা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস রাখতো। অবশ্য অল্প সংখ্যক ইয়াহূদী এবং খ্রিস্টানও সেখানে বাস করতেন। নিঃসন্দেহে তাদের কাছ থেকেই মুহম্মাদ (সা) প্রথম শিখলেন যে, একজন সর্ববিরাজমান প্রভুই সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করছেন।"[৭]

অথচ–এই মহানবী (সা)ই তাঁর উম্মতকে শুনিয়েছেন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের বাণী—

"ইয়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহর পুত্র' এবং খ্রিস্টানরা বলে–'মাসীহ আল্লাহর পুত্র।'এটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল ওরা তাদের মতই কথা বলে। আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করুন! কোন্‌দিকে ওদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে ! তারা আল্লাহ্‌র স্থলে তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে। অথচ ওরা কিন্তু এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। ওরা যাদেরকে তার সাথে শরীক করে তিনি তা থেকে কত পবিত্র !"[৮]

যে নবী ইয়াহূদী খ্রিস্টানদেরকে খোদার হেদায়াত-বঞ্চিত, বিভ্রান্ত ও অভিশপ্ত এবং তাওহীদের শিক্ষা বর্জনকারী মুশরিক বা বহু ঈশ্বরবাদী বলে সুস্পষ্ট নিন্দা করলেন আর নিজের উম্মাতদেরকে তাদের অনুকরণ অনুসরণ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকার জন্যে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সতর্ক করে গেলেন, তাঁকেই কিনা ঐ সব বিভ্রান্ত জাতির শিষ্য-সাগরিদ ঠাওরানো হচ্ছে !

অতি সাম্প্রতিককালে হাদ্দাদ নামক জনৈক অখ্যাত প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ লেখকের Mohammed and the Qur`an ও Jesus and the Qur`an শীর্ষক দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বই দু'টিতে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে ওয়ারাকা ইবনে নাওফলের সুদীর্ঘ পনের বছরের সম্পর্ক প্রমাণের অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। লেখকের ভাষায় ঃ ওয়ারাকা মুহাম্মদের সাথে খাদীজার বিবাহ দেন। এটি এ সম্পর্কের বাস্তব প্রমাণ। দীর্ঘকালের এ সম্পর্কের সুবাদে মুহাম্মদ (সা) খ্রিস্টান ধর্মগুরু ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফলের নিকট থেকেই ওহী প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং ইসলামে যে ওহীর কথা বলা হয়ে থাকে তার উৎস হচ্ছেন ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফলই।[৯]

এখানে সর্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত বক্তব্য প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস উক্ত লেখকের পক্ষপাতিত্বের এক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। কেননা, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত হচ্ছে এই যে, হযরত খাদীজা (রা)-এর চাচা আমর ইব্‌ন আসাদই রাসূলুল্লাহর সাথে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং এখানে অযথাই ওয়ারাকে টেনে এনে ইতিহাসের সত্যকে আড়াল করে ইসলামের ওহীর উৎস খ্রিস্টানরাই—তা প্রমাণের ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হয়েছে।[১০]

---

৬. ড. আকরাম দিয়া আল-ওমরী, *মাওকাফুল ইস্‌তিশরাক মিনাস্‌সুন্নাহ ওয়াস সীরাতিন নবুবিয়্যাহ্* (প্রবন্ধ) মারকাযুল বুহূস আস্ সুন্নাহ্ ওয়াসসীরাহ্ (ম্যাগাজিন), অষ্টম সংখ্যা, ১৪১৫ হি., পৃ. ৫৫-৫৬ ; *সীরাত স্মরণিকা* (ই.ফা.) ১৪১৯ হি. ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম লিখিত প্রবন্ধ, পৃ. ৬১।

৭ মাইকেল এইচ. হার্ট, *সবার শীর্ষে যে নাম*-(অনুবাদ); খন্দকার ইব্রাহীম খালেদ, মহানবী স্মরণিকা ১৪০৩ হি./১৯৮৩-৮৪ খ্রি., পৃ. ৩৯।

৮. সূরা তাওবা ঃ ৩০-৩১।

৯. ড. আকরাম দিয়া, পৃ. ৬৩

১০. ইবন হিশাম, *আসসীরাহ আন্ নাববিয়্যাহ*, মাকতাবাতুল আযহার, কায়রো।

www.nagorikpathagar.org

"নিকটবর্তী ভূ-ভাগে রোমকরা পরাস্ত হয়েছে। তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই তারা জয়যুক্ত হবে মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যেই। আল্লাহ্‌র হাতেই সব ইখতিয়ার আগে এবং পরেও। আর আল্লাহ্‌র দেওয়া এ বিজয়ে সেদিন মুসলমানরা উল্লসিত হবে।"[২]

কুরআন শরীফের সূরা মরিয়াম ও সূরা আলে ইমরান এবং অন্যান্য সূরায়ও তাঁদের প্রসঙ্গ এসেছে। ফলশ্রুতিতে মুসলমান মাত্রই হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ও রাসূল বলে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর মহীয়সী জননীর প্রতিও তাঁরা স্বভাবতই শ্রদ্ধাপ্লুত। কুরআন শরীফে খ্রিস্টান জাতি মুসলমানদের প্রতি সর্বাধিক বন্ধুভাবাপন্ন থাকবে বলে প্রশংসামূলক মন্তব্যও রয়েছে।[৩]

খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টান জাতির প্রতি ইসলামের এ উদার দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও তারা কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়নি। বিশেষত ক্রুসেড যুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয়ের পর তারা মুসলিম জাতির প্রতি চরমভাবে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠে।

১৮৪০ সালের ৮ মে তারিখে মনীষী টমাস কার্লাইল তাই ইংল্যাণ্ডে তাঁরই দেশবাসী চার্চ অব ইংল্যান্ডের অনুসারী এ্যাংলিক্যান খ্রিস্টান শ্রোতাদের সম্মুখে ইসলামের নবী সম্পর্কে ভাষণ দিতে গিয়ে ভাষণের শুরুতেই কৈফিয়ত দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেছিলেন। আহমদ দীদাত মরহুমের ভাষায় ঃ "সে সময়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ভাল কিছু বলা ছিল ভয়াবহ এক অপরাধ। মানুষ হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এবং তাঁর ধর্ম ইসলামকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার শিক্ষা দিয়েই যেন তখনকার খ্রিস্টান সমাজকে গড়ে তোলা হচ্ছিল-ঠিক যেমন এই কিছুকাল আগেও আমার দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকায়) এক শ্রেণীর কুকুরকে কালো মানুষকে কামড়াবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।"[৪]

বক্তৃতার শুরুতেই মনীষী কার্লাইল তাঁর সমাজের লোকজনদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও ইসলামের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষের বিষয়টা খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেন। প্রসঙ্গত তিনি ডাচ সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনীতিবিদ হুগো গ্রোটিয়াসের বক্তব্যের উদাহরণ দেন। উক্ত ডাচ পণ্ডিত কিন্তু অত্যন্ত তিক্ত ও অশালীন ভাষায় ইসলামের নবীকে আক্রমণ করে পুস্তক রচনা করেছিলেন। এই দিনেমার সাহিত্যিক এমন কি এই মর্মে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) কবুতরদের এমনভাবে ট্রেনিং দিতেন-যাতে তারা তাদের ঠোঁট দিয়ে তাঁর কানের ভেতর ঢোকানো মটরদানা খুঁটিয়ে তুলে নিতে পারে। আর এই ধরনের চালাকির দ্বারাই নাকি হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর লোকদের এই বলে ধোঁকা দিতেন যে, পবিত্র আত্মা পায়রা বা পাখীর রূপ ধরে এসে আল্লাহ্‌.. বাণী তাঁর কানে ঢেলে দিচ্ছে। এরপর তিনি সেইসব বাণীই তাঁর বাইবেল তথা ধর্মগ্রন্থ কুরআনে লিপিবদ্ধ করাতেন।[৫]

`Mohammed at Makka' ও `Mohammed at Medina' গ্রন্থদ্বয়খ্যাত লেখক মন্টগোমারি ওয়াটকে অতটা ইসলাম-বিদ্বেষী মনে করা না হলেও তিনিও রিসালাত ও কুরআন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন-"মুহাম্মদের রাসূল হওয়া ও তাঁর নিকটে কুরআন অবতীর্ণ হওয়াটা স্বকল্পিত ধ্যান-ধারণা মাত্র। বাস্তবে ওহী বলতে বাইরের কোন কিছু তাঁর নিকটে আসে নি। বরং তিনি রিসালাত ও ওহী সম্পর্কে যা কল্পনা করতেন সেটাকে রিসালাত ও ওহী বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি রাসূল ছিলেন না। তাঁর কাছে কুরআন অবতীর্ণ হয় নি।" তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাদীসের

---

২. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, *রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ*, পৃ. ৪০ ; মহানবী স্মরণিকা পরিষদ, ইউ/১১, নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা প্রকাশিত (জুন, ২০০০ খ্রি.)

৩. সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৮২।

৪. আহমদ দীদাত, *মনীষী কার্লাইলের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)*, মহানবী স্মরণিকা, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ ইং, পৃ. ২০ (অনুবাদ, আখতার-উল-আলম)

৫. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

তাদের মধ্যকার কারো কারো বিশেষত মারগোলিয়থের মত ইয়াহূদী প্রাচ্যবিদদের ধারণা, মুহাম্মদ (সা)-এর ওহীজ্ঞান ইয়াহূদী ধর্মযাজক বাহীরার নিকট থেকে প্রাপ্ত। এমন অবাস্তব ও অসত্য কথা প্রচার করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি।[১১] মাত্র নয় মতান্তরে বার বছর বয়সী এক নিরক্ষর বালকের পক্ষে মাত্র একবারের অল্পক্ষণের সাক্ষাতে কী করে গোটা কুরআনের জ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভব হলো আর বাহীরাই বা কোত্থেকে সে বিশ্ব বিজয়ী জ্ঞানসম্ভার অর্জন করলেন, আবার তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট থেকেই বা কেন তা তিনি গোপন রাখলেন, তারই বা কী সদুত্তর তাঁদের কাছে রয়েছে?

তাদের সে বিদ্বেষের একটি ব্যাপক চিত্র অঙ্কন করেছেন বিশিষ্ট মিসরীয় লেখক ড. মুহাম্মদ হোসায়ন হায়কল তাঁর বিখ্যাত 'হায়াতে মুহাম্মাদ' নামক আরবী সীরাত গ্রন্থে। তাঁর সে বর্ণনার ইংরেজী ভাষ্যটি এরূপ :

In presenting the view Christian scholars had of Muhammad during the first half of the nineteenth century, the French Encyclopaedia Larousse stated :

Muhammad remained in his moral corruption and debauchery a camel thief, a cardinal who failed to reach the throne of the papacy and win it for himself. He therefore invented a new relegion with which to avenge himself against his colleagues. Many fanciful and immoral tales dominated his mind and conduct.

"উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের খ্রিস্টান পণ্ডিতরা মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ফরাসী বিশ্বকোষ 'লারুস' লিখেছে—

"এ সব সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ ছিলেন চরম ভ্রষ্টচরিত্র, জাদুকর, উটচোর। (নাউযুবিল্লাহ) তিনি পোপের স্থান দখল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে তিনি তাঁর সহকর্মীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। তাতে তিনি অনেক জঘন্য ও মনগড়া কাহিনী সৃষ্টি করেন।[১২]

ড. মুহাম্মদ হোসায়ন এ প্রসঙ্গে আরও লিখেন—

"উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপে মহানবীর জীবনচরিত সম্পর্কিত যে ক'টি গ্রন্থ লিখিত হয়েছে তার সব ক'টিতেই এ ধরনের চরম আপত্তিকর ও মিথ্যে কাহিনী লেখা হয়েছে। ১৮৩১ সালে রীণা ও ফ্রান্সিস্ক ম্যাশেল তাঁদের লিখিত গ্রন্থে ঐ যুগে প্রচলিত মহানবী সংক্রান্ত ধারণাসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন, তাতেও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সম্পর্কে মধ্যযুগের খ্রিস্টান লেখকরা অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন।[১৩]

ইসমাঈল রাজী আল-ফারূকী অনূদিত 'হায়াতে মুহম্মদ'-এর ইংরেজি ভাষ্যটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী বিধায় মূল আরবী ভাষ্যের পরিবর্তে পাঠকদের কাছে অনেকটা সহজবোধ্য সে ইংরেজি ভাষ্যটিই নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

"In the seventeenth century, Peel looked at the Quran from a historian's point of view. But he refused to divulge his conclusion to his readers though he acknowledged that the ethical and social system of Muhammad does not differ from the Christian system except in theory of punishment and polygamy".

---

১১. ড. আকরাম দিয়া ১/৬৩।

১২. *হায়াতে মুহাম্মদ* (আরবী), পৃ. ২৯, মাকতাবাতুন নাহদিয়া আল-মিসরিয়া, কায়রো, ১৫তম সংস্করণ, ১৯৬৮

১৩. প্রাগুক্ত

www.nagorikpathagar.org

"সপ্তদশ শতকে পীল ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের উপর আলোকপাত করেন। কিন্তু তিনিও তাঁর পাঠকদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হন, যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদের নৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি কেবল দণ্ডবিধি এবং বহুবিবাহ ছাড়া আর সকল ব্যাপারেই খ্রিস্টানদের অনুরূপ ছিল।"[১৪]

এই ব্যর্থতার কারণ ড. হায়কল ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে—

"কারণ তাঁর অন্তরে মহানবী সম্পর্কে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পূর্বধারণা বিরাজমান ছিল, তা তাঁর অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।"[১৫]

প্রথম দিকে খ্রিস্ট জগত যে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার শিকার ছিল তা বসোয়ার্থ স্মীথের বর্ণনায়ও এসেছে। তাঁর ভাষায়—

"খ্রিস্টবাদ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের কোন পর্যালোচনাই করতে পারেনি বা এ সম্পর্কে কিছু বুঝতেও পারেনি। তারা শুধু ভীত সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত হয়ে গীর্জার আদেশ পালন করে চলতো। কিন্তু সর্বপ্রথম ফ্রান্সের অভ্যন্তরভাগে যখন আরবদেরকে প্রতিহত করা হল, তখন তাদের কাছ থেকে পলায়নরত জাতিগুলো তাদের দিকে ফিরে তাকাবার সুযোগ পেলো-যেমন পলায়নরত পশু দল ধাবমান কুকুরটি দূরে চলে যাওয়ার পর তার দিকে ফিরে তাকায়।"[১৬]

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল, ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত হেনরী ডি কাষ্ট্রীর ভাষায় তা ছিল এরূপ—

"মধ্যযুগে ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপে যত কাহিনী ও গীত প্রচলিত ছিল সে সব দেখে শুনে মুসলমানরা আমাদের সম্পর্কে যে কি মন্তব্য করবে, তা বুঝে উঠতে পারছি না। মুসলমানদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত এ সব কাহিনী এবং গীতসমূহ হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। ইসলাম সম্পর্কে যত ভুল বোঝাবুঝি এবং বিরূপ মনোভাব আজ পর্যন্ত বিরাজমান আছে তার মূলেও এসব ভুল তথ্য কার্যকরী রয়েছে। প্রত্যেক খ্রিস্টান কবিই মুসলমানদেরকে পৌত্তলিক ও প্রতিমাপূজারী মনে করতেন এবং ক্রম পর্যায় অনুসারে তাদের তিন খোদা আছে বলে মনে করতেন। তিন খোদার মধ্যে একটি হল, মাহুম, মাকুমেত বা মহামেত, দুই. উপলিন, তিন. টুরগাম্যান। তাঁদের ধারণা ছিল যে, মুহাম্মদ (সা) নিজের খোদায়ী দাবীর উপরই তাঁর প্রচারিত ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সবচাইতে আশ্চর্যজনক কথা হচ্ছে এই যে, যে-মুহাম্মদ (সা) মূর্তিপূজার চরম বিরোধী ও শত্রু ছিলেন এবং যিনি পৌত্তলিকতা তথা মূর্তিপূজাকে 'আকবারুল-কাবাইর বা কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যেও সর্বাধিক গুরুতর গুনাহ বলে ঘোষণা করলেন, তাঁর সম্পর্কেই এরূপ ধারণা পোষণ করা হতো যে তিনি তাঁর নিজের মূর্তিকে পূজা করার জন্যে আহ্বান জানাতেন সকলকে! এর চাইতে চরম মিথ্যাচার আর কী হতে পারে?

স্পেনে খ্রিস্টানরা যখন মুসলমানদের পরাজিত করছিল এবং তাদেরকে সারাগোতার প্রাচীর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন মুসলমানরা ফিরে এসে নিজেদের প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিল বলে সেখানকার খ্রিস্টানদের মধ্যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল। সে সময়ের জনৈক কবি লিখেছেন—

"মুসলমানদের উপলিন দেবতা সেখানে একটি গর্তের মধ্যে ছিল। তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং বিশ্রী ভাষায় তাকে গালাগাল দিল। তার দুই হাত বেঁধে একটি স্তম্ভের উপর তাকে শূলে চড়ালো। অতঃপর তাকে পদদলিত করল এবং লাঠির আঘাতে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললো। আর মাহুম

---

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. বসোয়ার্থ স্মীথ- *মুহাম্মদ এণ্ড মোহাম্মাদানিজম*, পৃ. ৬৩ ; শিবলী নোমানী,- *সীরাতুন্নবী* (উর্দু) খণ্ড. ১, পৃ. ৮৮; মহানবী স্মরণিকা, ১৪১২ হি.।

www.nagorikpathagar.org

নামক তাদের দ্বিতীয় দেবতাটিকে একই গর্তে ফেলে রাখল। সেখানে শূকর ও কুকুররা তার শরীরের মাংস দাঁতে কামড়িয়ে খেয়েছিল। পূর্বে কোন দেবতারই এত অধিক অবমাননা হয়নি। এর অব্যবহিত পরেই মুসলমানরা নিজেদের কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে তাওবা করে এবং নিজেদের দেবতাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং তারপর ধ্বংসকৃত দেবতাসমূহ পুনঃর্নির্মাণ করে। এ জন্যই যখন সম্রাট চার্লস সারাগোতায় প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি তাঁর সাথীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন সারা শহর ঘুরে ঘুরে দেখে। তারা শহরের মসজিদসমূহে প্রবেশ করে লোহার হাতুড়িপেটা করে মাহুমেতের মূর্তি (?) এবং অন্য সমস্ত মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে।"

রিচার্ড নামক জনৈক কবি খোদার কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করেছিল যে, তিনি যেন মাহুম দেবতার পূজারীদের পরাজিত করে দেন। তারপর এ কবি ইউরোপের রাজ-রাজড়া ও লর্ডগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্যে এ ভাষায় উত্তেজিত করেছিল—

"ওঠো, মহামেত এবং ট্রমদের প্রতিমাগুলোকে উল্টিয়ে ফেল ! তাদের অগ্নিতে নিক্ষেপ কর এবং নিজেদের প্রভুর নামে তাদেরকে উৎসর্গ করে দাও !"[১৭]

ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল ইউরোপীয়দের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন বিখ্যাত ফরাসী লেখক এমেল ডারমিংহামের বরাতে।

তাঁর মতে, "প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী কিছুমাত্র ইনসাফের সাথে উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন বিখ্যাত ফরাসী লেখক এমেল ডারমিংহাম।"[১৮]

তিনি তাঁর স্বধর্মীয় ভাইদের ইসলাম সংক্রান্ত অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের বর্ণনায় যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাঁর "হায়াতে মুহাম্মদ" পুস্তকে তার উদ্ধৃতি দিয়ে হায়কল লিখেন—

"খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে উভয় সম্প্রদায়ের মতবিরোধ ও বিদ্বেষের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। দিন দিন তা বেড়েই চলে। পশ্চিমা জগত তাদের জামার আঁচল দ্বারা বায়ু সঞ্চার করে তা আরো বাড়িয়ে তোলে।" পশ্চিমা লেখকরা কোন প্রকার তথ্যানুসন্ধান ছাড়াই ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। খ্রিস্টান কবিরাও এসব লেখকদেরকে অনুসরণ করে। তারা অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় কাব্য রচনা করে স্পেনীয় মুসলমানদের সমালোচনা করে। এসব কবি হযরত মুহাম্মদকে লুণ্ঠনকারী, দস্যুদলের সর্দার, কপট, ইন্দ্রীয়পূজারী, লোভী ও জাদুকর বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক হযরত মুহাম্মদকে একশ্রেণীর রোমান ধর্মযাজকের সাথে তুলনা করেছে। এসব ধর্মযাজক নিজেরা পোপের মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়ে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে বেড়িয়েছে। জনৈক লেখক হযরত মুহাম্মদ সম্পর্কে মিথ্যে অভিযোগ করেছে, তিনি নাকি খোদা হয়ে বসেছিলেন। তাঁর রোষ স্তিমিত করার জন্য অনুসারীরা নাকি তাঁর নামে মানুষ কুরবানী দিত! মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনাকারী কবিরা বলেছে, মহানবীর ব্রোঞ্জের প্রতিকৃতি তৈরী করা হয়েছে। অনুসারীরা মসজিদে তাঁর প্রতিকৃতি কেবলার দিকে করে রাখে। তৎকালীন ইস্তাম্বুলের কবি সাখনূর তথাকথিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ উল্লেখ করে মুহাম্মদ সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে। তাতে বলা হয়, কয়েকজন লোক দেখেছে, সোনা ও রূপা দ্বারা মহানবীর প্রতিকৃতি তৈরী করে হাতীর পিঠে রাখা হয়েছে।

---

১৭. হেনরী ডি কাস্ত্রীর পুস্তকের আরবী ভাষ্য, পৃ. ৮-১০ ; শিবলী নোমানী, *সীরাতুন্নবী* (উর্দু), খণ্ড ১, পৃ. ৮৮ ; মহানবী স্মরণিকা, ১৪১২ হি. পৃ. ৬৪।

১৮. ফরাসী উচ্চারণ, এমিল দরমেঁগেম, ১৯২৯ সালে প্রকাশিত তাঁর নবীচরিত গ্রন্থ *La Vie de Mahamet* এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত তাঁর *"মুহাম্মদ ও ইসলামী ঐতিহ্য"* গ্রন্থ (*Mahamet-et-La Tradition*)-এর লেখক। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ২৫, পৃ. ৭৭৩ ; *মাসিক অগ্রপথিক*, জুন', ১৯৯৮, পৃ. ২০৫।

www.nagorikpathagar.org

কবি রোলা তাঁর কাব্যে এক অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, স্পেনীয় খ্রিস্টান বাহিনী নাকি মুসলমানদের প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলে আর এসব প্রতিমার মধ্যে 'তিন খোদা'ও ছিল। তাদের নাম হলো–তরখাযান, মুহাম্মদ ও এপোলান। 'মুহাম্মদের কাহিনী' শীর্ষক গ্রন্থের লেখক তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "ইসলাম ধর্মে একজন স্ত্রী লোকের জন্যে একাধিক স্বামী বৈধ।"[১৯]

১৮৩৫ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তকের লেখক জি, বি তো তার পুস্তকের শিরোনামই দিয়েছিল 'ধোঁকাবাজ মুহাম্মদের জীবনী'।[২০] জার্মানীর মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আরব অধ্যাপক আদেল থিওডর খৌরী তার একটি পুস্তকে ইসলামের নবীকে একজন ভণ্ড প্রচারক, শয়তানের দোসর, মিথ্যার জনক, যীশুখ্রিস্ট বিরোধী প্রভৃতি অত্যন্ত আপত্তিকর শব্দে উল্লেখ করেছে। এ অসভ্য লেখকের বইয়ের শিরোনাম হচ্ছে : 'Polemique Byzantone Centre Islam মহানবী (সা)-এর প্রতি এরূপ চরম আপত্তিকর কুৎসা সম্বলিত পুস্তক রচনাকারীদের মধ্যে আরা দু'টো কুখ্যাত নাম হচ্ছে বার্থেলমী দ্য হারবেলট (Barthelmy d' Herbelot) ও হ্যামফ্রী প্রিদো (Humphry Prideaux)। প্রথমোক্ত বার্থেলমী তার লিখিত 'বিবলিওথেক অরিয়েন্টেল (Bibliotheque Orientale) শীর্ষক পুস্তকের শুরুতেই ইসলামের নবী (সা)-কে ধাপ্পাবাজ ও ভণ্ড বলে আখ্যায়িত করে! (নাউযুবিল্লাহ্) অপরজন অর্থাৎ হ্যামফ্রী প্রিদো-এর কুখ্যাত বইটির শিরোনাম হচ্ছে : 'Mahomet : The True Nature of Imposture' (মুহাম্মদ : সত্যিকারের ধাপ্পাবাজ)। এ ঘৃণিত পুস্তকটি রিককলদো দ্যা মনটে ক্রোস (Riccoldoda Monte Croce) নামক জনৈক ইসলাম-বিদ্বেষীর মনগড়া তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়। গোটা ইউরোপব্যাপী সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা ও বিদ্বেষ প্রচারের জন্যে কুখ্যাত আরো দু'জন লেখক হচ্ছে পিটার দি ভেনারেবল ও টমাস অ্যাকিনাস।[২০]

ইতালীর মহাকবি দান্তে মহানবী (সা)-এর পবিত্র মিরাজ সফরের বর্ণনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ডিভাইন কমেডি' রচনা করে শুধু ইতালীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিরূপেই নয় বিশ্বসাহিত্যেও একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে আসন লাভ করেছেন ; অথচ এর জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থলে তিনি নরকের নিম্নতম স্থানে তার স্থান নির্দেশ করেছেন!

মুনীস নিউর কুরলী নামক লেখক তার 'সত্য ধর্মের সন্ধানে' শীর্ষক পুস্তকে লিখেছেন : "প্রাচ্যে নতুন শত্রুর অর্থাৎ ইসলামের উদ্ভব হলো। তার ভিত্তি রাখা হলো শক্তি ও গোঁড়ামীর উপর। মুহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের হাতে তলোয়ার তুলে দিলেন। তিনি নৈতিকতার ব্যাপারে ঢিল দেন এবং আপন অনুসারীদেরকে ব্যভিচার ও লুটপাটের অনুমতি দিয়ে দেন। যুদ্ধে নিহতদের জন্যে স্থায়ী সুখভোগের প্রতিশ্রুতি দেন। স্বল্পকালের মধ্যে এশিয়া মাইনর, আফ্রিকা ও স্পেন তাদের করতলগত হয়। ইতালীর জন্যেও সঙ্কট দেখা দেয়। সেই ঝড়ো হাওয়া অর্ধেক ফ্রান্সকেও তার আয়ত্তে নিয়ে নেয়। শহরের উপর বিপদ নেমে এসেছিল।...তারপর খ্রিস্টবাদ শার্ল মার্টিনের তলোয়ারের সাহায্যে বাওয়াতিয়ার নিকট ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের বিজয়ের পথ রোধ করে। প্রায় দু'শতাব্দী ধরে (১০৯৯-১২৫৪ খ্রি.) ধর্মরক্ষার জন্যে এ ক্রুসেড যুদ্ধের ধারা অব্যাহত থাকে। ইউরোপ সশস্ত্র হয়ে উঠে। খ্রিস্টবাদ রক্ষা পায়। ক্রুশ পতাকার সম্মুখে অর্ধচন্দ্র খচিত ইসলামী পতাকা নত হয়ে যায়। ইঞ্জীল কিতাব কুরআন ও তার নৈতিক নীতিমালার উপর বিজয় অর্জন করে।"[২১]

---

১৯. হায়কল। *হায়াতে মুহম্মদ* পৃ. ২৯ ; পাঠক লক্ষ্য করুন, যে 'ধর্মের নবী দেখতে কুলবধূদের সাক্ষাৎবেদ' বলে অভিহিত করে তার থেকেও পূর্ণ পর্দা অবলম্বনের তাগিদ দিলেন, তার সম্পর্কেই কী গুরুতর প্রচারণা!

২০. আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন-নবী* (উর্দু) খণ্ড ১, পৃ. ৯৩ ; মহানবী স্মরণিকা ১৪২২ হি. পৃ. ৬৭।

২১. ড. ইমাদুদ্দীন খলীল, '*আল-মুস্তাশরিকুন ওয়াল ইসলাম* (প্রবন্ধে) আল-বাত্ত আল ইসলামী, লক্ষ্ণৌ, জুলাই-আগস্ট,

www.nagorikpathagar.org

মসিঁয়ো কেমূন 'মিথোলোজ অব ইসলাম' গ্রন্থে তাঁর বিদ্বিষ্ট ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"মুহাম্মদের ধর্ম কুষ্ঠরোগ বিশেষ—যা লোক সমাজে বিস্তার লাভ করে তাদের ধ্বংস সাধন করতে থাকে। এই মারাত্মক ব্যাধি এক ব্যাপক পক্ষাঘাত এবং মস্তিষ্কের উম্মাদনা—যা মানুষকে আত্মবিলীন ও মন্থরগতি হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং কেবল রক্তারক্তির জন্যে তাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস গড়ে তুলে এবং পাপাচারে তাদেরকে পাকাপোক্ত করে। মক্কায় (?) মুহাম্মদের কবর যেন একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ-যা মুসলমানদের মস্তিষ্কে উম্মাদনা ছড়ায় এবং তাদেরকে মৃগীরোগের অভিব্যক্তিতে মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা, 'আল্লাহ' 'আল্লাহ্' শব্দের জপমালা এবং আরো অসংখ্য ব্যাপারে বাধ্য করে। ইসলাম কয়েকটি অভ্যাসকে মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত করে দেয়, যেমন শূকর-মাংস, মদ এবং সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণাবোধ, মেজাজের উগ্রতা, এবং বিলাসিতাপূর্ণ জীবনে ব্যভিচারকে পাকাপোক্ত করে দেয়।"[২২]

জুইলিয়ান তাঁর "ফ্রান্সের ইতিহাস" পুস্তকে লিখেন—

"মুহাম্মদ মুসলমানদের ধর্মের প্রবর্তক। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে বিশ্ব জয়ের আদেশ দেন এবং সমস্ত ধর্মের স্থলে দ্বীন ইসলামকে নিয়ে আসতে বলে দেন। তাদের পৌত্তলিকদের এবং খ্রীস্টানদের মধ্যে কী বিস্তর ব্যবধান? ঐ আরবরা বাহুবলে তাদের ধর্মের বিস্তার ঘটায় এবং লোকদেরকে বলে ইসলাম গ্রহণ কর নতুবা মৃত্যুবরণ কর! পক্ষান্তরে, যীশু খ্রিস্টের অনুসারীরা সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা মানব জাতিকে শান্তি দিয়েছে।" সেদিন আরবরা যদি আমাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যেতো তা হলে পৃথিবীর অবস্থাটা কী দাঁড়াতো? তখন তো আমরাও আলজিরিয়া ও মরক্কোবাসীদের মত মুসলমান হতাম।"[২৩]

মন্টগোমারী ওয়াট বলেন—

"for Christendom in direct contact with no other organised states comparable For centuries Islam was the great enemy of Chistendom in power to the Muslims..........At one point Muhammad was transformed into Mahaund, the prince of darkness."

"শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামই ছিল খ্রিস্ট জগতের প্রধান শত্রু। কেননা, ইসলামের সাথে তুল্য অধিকতর সংগঠিত কোন রাষ্ট্রশক্তি খ্রিস্ট জগতের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে ছিল না।........এক পর্যায়ে মুহাম্মদ তাদের কাছে হয়ে গেলেন মাহাউণ্ড তথা অন্ধকারের রাজকুমার।"

এরূপ বিদ্বেষ পোষণের কথা অকুণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে খ্রিস্টজগতের পাণ্ডিত্যের প্রতীক 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা'য়। বলা হয়েছে—

Few great man have been so maligned as Muhammad.....Christian scholars of mediavel Europe painted him as an imposture, a lecher, and man of blood. A coruption of his name, Mahaund, ever came to signify the devil. This picture of Muhammad and his religion still retains.

"পৃথিবীতে খুব কম সংখ্যক মহামানবকেই মুহাম্মদের মত নিন্দার শিকার হতে হয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ তাঁকে এক প্রতারক, লম্পট এবং রক্তপিপাসুরূপে চিত্রিত করেছেন। এমন কি তাঁর নামের অপভ্রংশ 'মাহাউণ্ড' শব্দটি ইবলীসের প্রতিশব্দরূপে নির্ধারিত হয়ে যায়। মুহাম্মদ এবং তাঁর ধর্মের এ চিত্র অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে।"

১৯৮২ পৃ. ৫৪।

২২. ড. মুহাম্মদ-আ-বাহী, *আল-ফিকর-আল-ইসলামী-আল-হাদীছ* ও *সিলাতুহ্ বিল ইসতিমার আল গারবী* (আধুনিক ইসলামী চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ) পৃ. ৫০৭-৫২১ ; মুহাম্মদ আসাদ, *সংঘাতের মুখে ইসলাম*, (আরবী ভাষা) পৃ. ৩০ ; *মাসিক আল-বালাগ* (আরবী) কুয়েত, ৫৮ তম সংখ্যা, পৃ. ১২।

২৩. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

ড. ইমাদুদ্দীন খলীল কর্তৃক লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত আরবী মাসিক 'আল-বা'স আল-ইসলামী' তে লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ড. গ্লোদির-এর ১৯৬০ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের শিরোনাম ছিল 'বিশ্ব খ্রীস্টান মিশনারীদের অগ্রগতি'। তাতেও ইসলাম ও ইসলামের নবীর কুৎসা রটনা জরুরী বিবেচিত হয়। উক্ত বিদ্বিষ্ট পণ্ডিত তাঁর পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনেছেন এ ভাবে—

"মুহাম্মদের তলোয়ার ও কুরআন সভ্যতার স্বাধীনতা ও সত্যের কঠোরতম শত্রু। এ দু'টিই এত মারাত্মক মাধ্যম যেগুলো সম্পর্কে বিশ্ব অবহিত। কুরআন অসত্য, অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথাবার্তা, ধর্মশিক্ষা ও ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর এক বিচিত্র সমাহার। এতে ভ্রমাত্মক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং বাজে ধারণা-বিশ্বাস পাওয়া যায়। এতে এত বেশী গোলকধাঁধা ও হেয়ালীপূর্ণ কথাবার্তা রয়েছে যে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্য ব্যতিরেকে কেউ তা বুঝে উঠতে পারে না।....

মুসলমানদের বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, অ-মুখাপেক্ষী। তিনি কারো পিতাও নন, পুত্রও নন। আবার তাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ রাজাধিরাজ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সৃষ্ট জীবদের সাথে তাঁর কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। এতদসত্ত্বেও ইসলাম স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে।"

নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তিত্বের সমালোচনায় উক্ত পণ্ডিত প্রবর লিখেন—

"মুহম্মদ ছিলেন একজন স্বৈরশাসক বা একনায়ক। তিনি মনে করতেন যে, বাদশাহের হক হচ্ছে, প্রজাসাধারণ তার প্রবৃত্তির দাসত্ব করবে। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তাঁর যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার রয়েছে। তাঁর সঙ্কল্প ছিল যেই তার বিরোধিতা করবে তারই গর্দান উড়িয়ে দেবেন। তাঁর আরব বাহিনী হুমকি ও অত্যাচারের জন্যে সর্বদা অধীর থাকতো। রাসূল তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন যে, যারাই তাঁর কথা অমান্য করে অথবা তাঁর থেকে দূরে সরে থাকে তাদেরকে হত্যা করবে।"

আল-কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা। 'লা-ইকরাহা ফী দ্দীন' অর্থাৎ ধর্মে কোন বাড়াবাড়ি নেই এবং 'মদীনা সনদ'-এর মত সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক দলীল থাকা সত্ত্বেও ওরা যে এমন পবর্তপ্রমাণ মিথ্যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কী করে প্রচার করে যাচ্ছে তা একটা আশ্চর্য ব্যাপার বৈ কি।

সেফারী ১৭৫২ সালে কুরআন শরীফের তর্জমা করেন। কিন্তু তাঁর ধারণা তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

"মুহাম্মদ ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেন যাতে করে তিনি মানুষকে তাঁর ভক্ত বানাতে পারেন। তাই তিনি দাবী করে বসলেন যেন তাঁকে আল্লাহর রাসূলরূপে মান্য করা হয়। অথচ এ আকীদা-বিশ্বাসটি তাঁর বুদ্ধিগত প্রয়োজনেই গড়ে নেয়া হয়েছিল।"[২৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রুসেড যুদ্ধের পর খ্রিস্টজগতে এ বিদ্বেষের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়। অষ্ট্রিয়ার নওমুসলিম আসাদ লিউপোল্ড উইস তাঁর Islam at the Cross Road পুস্তকে এ কথাটি ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

"ইসলামের ব্যাপারে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা অবজ্ঞাভাব শেষ পর্যন্ত উগ্রতার রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রমে ক্রমে এ গোঁড়ামী ও উগ্রতা পাশ্চাত্যবাসীদের একাডেমিক গবেষণাসমূহেও সংক্রমিত হতে থাকে। ক্রুসেড যুদ্ধসমুহের সময় থেকে ইউরোপ ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয় তার উপর আর কোন যোগসূত্র বা সেতুবন্ধন নির্মাণ করা যায় নি ইসলাম-বিদ্বেষ ইউরোপীয় চিন্তাধারার এক মৌলিক উপাদানে পর্যবসিত হয়। একটি বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, প্রাথমিক পর্যায়ের প্রাচ্যবিদরা ছিলেন ঈসায়ী মুবাল্লিগীন বা ধর্মপ্রচারক পাদ্রী–যাঁরা মুসলিম বিশ্বের খ্রিস্টীয় প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের শিক্ষাবলীর যে বিকৃত

২৪. *মাসিক মা'আরিফ* (উর্দু) আযমগড়, ভারত, আগস্ট, ১৯৮৭ খ্রি. সংখ্যা, পৃ. ৯৭-৯৬।

www.nagorikpathagar.org

হাদীস যদি কুরআনসম্মত হয়, তবে তা কুরআন থেকেই গৃহীত বলে ধরে নিতে হবে, অথচ কুরআন ও হাদীসকে পরস্পরের পরিপূরকরূপেও তো ধরে নেয়া যেতে পারতো। অথচ তিনি এ দু'টোর পারস্পরিক সমর্থনকে দুটোরই অপ্রামাণ্য হওয়ার প্রমাণবহ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এরূপ মানসিকতার গবেষণার দ্বারা ইতিহাস গ্রন্থ কী ভাবে রচিত হতে পারে ?"[২৬]

এ প্রসঙ্গে স্প্রিঙ্গারের সমালোচনা করতে গিয়ে উইলিয়াম মূয়র যে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর বিখ্যাত Essays on the life of Mohamet গ্রন্থে লিখেন ঃ

"With regard to the Life written by Dr. Sprenger, Sir W. Muir writes that, "The work of Dr. Sprenger which came out as I was pursuing my studies, appeared to me as I have shown in some passages of this treaties to proceed upon erroneous assumptions both as to the state of Arabia prior to Mohamet and the character of the prophet himself." (See, vol.1, Preface XVI. Printed in 1870 & 1981)

যার সারকথা হচ্ছে, ড. স্প্রিঙ্গারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তিনি না বলে পারছেন না যে, মুহাম্মদ-পূর্ব আরব ও স্বয়ং মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র সংক্রান্ত তাঁর মন্তব্যসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর বলে তাঁর চোখে ঠেকেছে।

যে মূয়র নিজেও ইসলাম ও তার নবী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সর্বক্ষেত্রে সুবিচার করতে পারেননি বলে অভিযুক্ত, ড. স্প্রিঙ্গারের বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের নিন্দা তিনিও না করে পারেন নি, এটা মোটেই কম তাৎপর্যপূর্ণ কথা নয়।

কোন কোন প্রাচ্যবিদ কুরআন শরীফকে সীরাত'এর একটি বিশেষ উপাদান বা উৎসরূপে গণ্য করেছেন। এভাবে তাঁরা কুরআনকে একটি দু'ধারী তলোয়ারের মত ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন। তার নেতিবাচক দিক হলো এই যে, কুরআন শরীফে অনুল্লিখিত নবী জীবনের সকল ঘটনাকেই তাঁরা ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তাদের হাবভাব দর্শনে মনে হয়, যেন কুরআন শরীফ এমন একখানা ইতিহাস গ্রন্থ-যা নবী করীম (সা)-এর জীবনী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক ব্যাপারসমূহকে তাঁরা শুধু এ যুক্তিতে অস্বীকার করে গেছেন যে এগুলোর উল্লেখ কুরআনে নেই। যেমন স্প্রিঙ্গার তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

"নবী করীম (সা)-এর উল্লেখ কুরআন শরীফের চারটিমাত্র সূরায় রয়েছে। (আলে-ইমরান, আহযাব, মুহাম্মদ ও সূরা ফাতহ্) ঐ চারটি সূরাই মদীনা শরীফে অবতীর্ণ। অতএব হিজরতের পূর্বে 'মুহাম্মদ' শব্দটির ব্যবহার নামবাচক হিসাবে ছিল না। খ্রিস্টানদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং ইনজীল গ্রন্থ পাঠের পর তিনি এ নামটি গ্রহণ করে থাকবেন।"[২৭]

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ধরেই নিলাম, আপনার এ অনুমান সত্য, তা হলে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে যে মুহাম্মদের সু-সমাচার দেয়া হলো, সেই মহাপুরুষ তাহলে কে ছিলেন, তাহলে ঐ বিদ্বিষ্ট অনুমানপ্রবণ পণ্ডিতদের জবাবটা কী হবে ? উপরের ঐ একই যুক্তিতে ইয়াহূদী পণ্ডিত ইস্রাইল উইলফানসূন বশীর বলেন ঃ ঐতিহাসিকরা যে বলেন, বনূ নযীরের ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্র উপর নৈশ হামলা চালিয়েছিল, তারপরই তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়, প্রাচ্যবিদরা তা সঠিক মনে করেন না। কেননা সূরা হাশরের আয়াতসমূহে-যা উক্ত ঘটনার পরে নাযিল হয়েছিল-এর উল্লেখ নেই।"[২৮]

---

২৬. ড. হায়কল, *হায়াতে মুহম্মদ* (ভূমিকা), পৃ. ৮-১১।
২৭. ড. জওয়াদ [illegible]লী, *তারীখ-আল-আরব*, খণ্ড ১, পৃ. ৭৮।
২৮. ইস্রাঈল উইলফানসূন, *তারীখ-আল-ইয়াহূদ ফী বিলাদ আল-আরব ফিল জাহিলিয়াত ও সাদর-আল-ইসলাম*, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

www.nagorikpathagar.org

রূপ তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, তা ছিল পৌত্তলিক ইউরোপের অবস্থানকে জোরালো ও সংহত করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পরবর্তীকালে প্রাচ্যবিদরা ঈসায়ী মিশনারীদের কবল থেকে মুক্ত হলেও তাঁদের সেই বুদ্ধিগত বিকৃতি, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও পক্ষপাতদুষ্টতা অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত থাকে। ইসলামের প্রতি তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাব, তাদের মেজাজগত বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্য এবং ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের ফলশ্রুতিরূপে রয়ে যায়। ইউরোপবাসীদের মনোজগতে তা আরো পত্রপল্লবিত হয়ে উঠে।[২৫]

ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ ছাড়াও স্বয়ং ইসলামই প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়দের জন্যে একটা হুমকি ছিল। তাই ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত The Prophets of Islam পুস্তকে লরেন্স ই. ব্রাউন বলেছেন ঃ

"ইসলামের এ হুমকি তার জীবন ব্যবস্থার মধ্যে এবং এ প্রচারণার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে, তাতে প্রসার, বিজয় অর্জন এবং সর্বদা প্রাণবন্ত থাকার যোগ্যতা রয়েছে। ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র প্রতিরোধ-প্রাচীর।"

জার্মান প্রাচ্যবিদ বেকার স্পষ্টভাবেই বলেছেন ঃ

"ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টবাদের বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে ইসলামই মধ্যযুগে খ্রিস্টবাদের প্রচার-প্রসারকে ব্যাহত করে। গীর্জা-প্রভাবিত এলাকাসমূহে ইসলামের প্রসার ঘটে। জার্মান ধর্মালোচক হ্যান্স কুঙ্গ কোন রকম রাখ ঢাক না করেই তাঁর "Christanity and Islam" পুস্তকে লিখেন ঃ

"Let us admit the fact : Islam contines to strike us as essentially for, as more threataning politically and economically, than either Hindoism or Buddism"

"আসুন, আমরা এ সত্য স্বীকার করি, ইসলাম এখনো আমাদের কাছে হিন্দু ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই অধিকতর বিজাতীয় ও ভীতিপ্রদ।"

ইউরোপের ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুণ যে বিদ্বেষ ইসলামের বিরুদ্ধে সাক্রিয় ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে যখন ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে-ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে আলোচনার ধারায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচ্যবিদদের উদ্ভব হয়েছে-যাঁরা ইসলাম ও তার নবী সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। প্রাচ্যবিদদের সকলে এখন গীর্জার বেতনভোগীও নন। এখন অশ্লীল গালাগালির পরিবর্তে কিছুটা শালীনতা দেখা দিলেও গবেষণার সেই বিদ্বিষ্ট পুরানো পন্থাটা কিন্তু আগের মতোই রয়ে গেছে।

তাই ডারমিংহামের মত প্রাচ্যবিদকেও স্বীকার করতে হয়েছে ঃ

"এটা সত্যিই দুঃখজনক যে, কিছু সংখ্যক প্রাচ্যবিদ সমালোচনার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করেছেন। যেমন মারগোলিয়াথ, নূলদেকী, স্প্রিংগার, ডোজী, কায়তানী, মার্সীন, গ্রেম, গ্রোল্ডযিহার, গোল্ডফরোয়া প্রমুখ। তাঁদের গ্রন্থসমূহ মূলত নেতিবাচক। প্রাচ্যবিদরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন, তাও মূলত নেতিবাচক। অথচ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন জীবনী রচনা সম্ভব নয়। আমি আমার পুস্তককে ধারাবাহিক নেতিবাচক আলোচনার সমাহারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিনি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, পাদ্রী ল্যাম্যানসের মত একজন উচুমানের প্রাচ্যবিদও ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। তিনি তাঁর উন্নতমানের গবেষণা পুস্তকসমূহকেও ইসলাম বিদ্বেষ ও ইসলামের নবীর প্রতি বিদ্বেষের দ্বারা কলঙ্কিত করেছেন। ঐ খ্রিস্টীয় পণ্ডিতের মতে,

২৫. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারটি মন্টগোমারী ওয়াটের আলোচনায়ও স্থান পেয়েছে। সীরাতুন নবীতে এ ধরনের সংশয় সৃষ্টির অপপ্রয়াসকে ওয়াটও সমর্থন করতে পারেননি। তিনি লিখেন—

"ঐ সমস্ত ঐতিহ্যগতভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভুলসমূহ নিরসনের জন্যে আমাদের জন্যে জরুরী হচ্ছে, সর্বাবস্থায় মুহাম্মদের সত্যতার প্রতি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট দলীলপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এ কথাটিও আমাদের ভুললে চলবে না যে, নিশ্চিত দলীলের জন্যে কোন কিছুর সম্ভাব্যতাই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না, সীরাত-এর মত বিষয়ে তো তা আরো সুকঠিন।"[২৯]

ক্রুসেড যুদ্ধপূর্ব যুগে খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে বিভীষিকাপূর্ণ ধারণা গোটা পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে রেখেছিল, তার ফলে যুদ্ধের সময় খ্রিস্টান যুবকরা তাদের নিকট রূঢ়তম ব্যবহারের আশংকা করেছিল ; কিন্তু তাদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে যখন তার কিছুই তাদের মধ্যে দেখতে পেলো না, তখন তারা তাদের ধর্মগুরুদের প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হলো। ওয়াট সে কথাটি ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

"By the eleventh century the ideas about Islam and Muslims current in the crusading armies were such travesties that they had a bad effect on morale. The Crusaders had been led to expect the worst of their enemies and when they found many chivalrous knights among them, they were filled with distrust for the authorities of their own religion."

এ বিষয়ে বিজ্ঞ গবেষক সৈয়দ আশরফ আলীর ভাষায়, "এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার মোকাবেলা করার জন্যে নবী করীম (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা সত্য তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে পিটার দি ভেনারেবল বাধ্য হন। তবুও ইসলামের সার্বিক সাফল্যে ভীত-সন্ত্রস্ত খ্রিস্টান ইয়াহূদীরা মুহাম্মদ (সা)-কে কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস বন্ধ করেনি।"[৩০]

ড. জওয়াদ আলী তাঁর বিখ্যাত 'তারীখ-আল-আরব' গ্রন্থে অভিযোগ করেছেন ঃ

"প্রাচ্যবিদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বল পর্যায়ের অনির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে সে মতে ফয়সালা দিয়েছেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মশহুর পর্যায়ের রেওয়ায়াতগুলোকে মুকাবিলায় 'শায' ও 'গরীব' পর্যায়ের রেওয়ায়াতসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে এগুলোই তাদের একমাত্র পুঁজি।"[৩১]

বিখ্যাত ফরাসী পন্ডিত ঈতীন দীনিয়া (১৮৬১-১৯২৯ খ্রি.)-যিনি ইসলাম সম্পর্কে গবেষণায় অবতীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নাসিরুদ্দীন দীনিয়া নাম ধারণ করেন।-প্রাচ্যবিদদের সীরত চর্চা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"প্রাচ্যবিদদের জন্যে তাদের নিজস্ব ভাবাবেগ, পরিবেশ ও প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া এক সুকঠিন বরং অসম্ভব ব্যাপার। নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের ব্যাপারে তারা এতবেশী বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে যে, তাঁদের সত্যিকারের চিত্র লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছে। তারা বাস্তবধর্মী ও একাডেমিক পর্যালোচনার নীতির অনুসরণ করে বলে দাবী করে। কিন্তু তাদের এ জাতীয় রচনাবলী পাঠে ধারণা হয়, লেখক জার্মান হলে মুহম্মদ (সা) জার্মান ঢঙে কথা বলতেন, লেখক ইতালীয় হয়ে তিনি ইতালীয় ঢঙে কথা বলতেন ; কেননা, এমন প্রত্যেকটি লেখক তাদের নিজেদের দেশীয় চালচিত্র দিয়ে মুহাম্মদ (সা)-কে চিত্রিত করেছে, তাই তাঁদের রচনাবলীর আলোকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রকৃত চিত্র অবলোকন

---

২৯. W. W. Montgomary Watt, *Muhammad at Mecca*, p. 94.
৩০. সৈয়দ আশরাফ আলী, *ইতিহাসের সর্বপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তিত্ব* (প্রবন্ধ), মীলাদুন্নবী স্মরণিকা ১৪২৩ হি. পৃ. ৫৬।
৩১. ড. জওয়াদ আলী, *তারীখুল আরব কীল ইসলাম*, খন্ড ১, পৃ. ৯৫।

www.nagorikpathagar.org

করতে চাইলে এ ব্যাপারে আমাদেরকে নিরাশ হতে হবে। প্রাচ্যবিদরা আমাদের সম্মুখে কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরেন যার সাথে বাস্তবের কোনই মিল নেই। তাঁদের অঙ্কিত সে চিত্রগুলোর বাস্তবের সাথে এতটাও মিল নেই যতটা সেই সব ঐতিহাসিক কাহিনীসমূহের চরিত্রের-যেগুলো ওয়াল্টার স্কট অথবা আলেকজাণ্ডার ডোমা প্রমুখ অঙ্কন করেছেন। কেননা, ঐ লেখকরা তাদের স্বদেশীয়দের চিত্র অঙ্কন করেছেন যেখানে কেবল কালগত পার্থক্যের কথা খেয়াল রাখা জরুরী ছিল। কিন্তু প্রাচ্যবিদগণ সীরাতে নববীতে আলোচিত চরিত্রসমূহকে তাঁদের যথার্থ রঙে দেখতে সমর্থ হননি। তাঁরা তাঁদের পাশ্চাত্য দেশীয় পরিবেশ ও তাদের সমসাময়িক চিন্তাধারার আলোকে সীরাতের চরিত্রসমূহকে উপস্থাপন করেছেন।"[৩২]

লিওন কায়তানী (Leon Caitani (মৃ. ১৯২৬ খ্রি.) 'Annali dell'Islam' এবং 'Studi de storia orientale' নামক দু'টি পুস্তক লিখে মীলান থেকে যথাক্রমে ১৯০৫ ও ১৯১১-১৪ সালে প্রকাশ করে—ইসলাম ও তার নবী (সা) সম্পর্কে নিজের বিদ্যা যাহির করেছেন। 'তারীখ-আল-আরব ফীল ইসলাম' গ্রন্থের লেখক ড. জওয়াদ আলী উক্ত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতের বিদ্বেষপূর্ণ সীরাতচর্চার স্বরূপ উদঘাটন করতে গিয়ে লিখেছেন :

"কায়তানী সীরাত সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাকর্মের পূর্বে নিজের কল্পনারাজ্যে একটা চিত্র অঙ্কন করে নিয়েছেন। তারপর তার সমর্থনে তিনি যেখানে যে বর্ণনা কুড়িয়ে পেয়েছেন সবই তাঁর গ্রন্থে ঠেসে দিয়েছেন-সে বর্ণনা বা রেওয়ায়াত সবল না দুর্বল তা নিয়ে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই। কেননা, তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল তাঁর কল্পিত সে চিত্রকে যেমন করেই হোক দাঁড় করাতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি বহু যাঈফ দুর্বল রেওয়ায়াতকে অনুমোদন করেছেন এবং একেই তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন এবং এরই আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পণ্ডিতবর্গের নিকট সবল-দুর্বল রেওয়ায়াতের বাছবিচার বলে যে একটা কথা আছে, তা জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে আলেমগণের দৃষ্টিতে পরিত্যাজ্য রেওয়ায়াতসমূহ গ্রহণ করেছেন। আলোচনা-পর্যালোচনা ও বাছবিচারে আধুনিক নীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হলে তাঁর সে কল্পচিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং গ্রন্থভুক্ত করা তাঁর জন্যে মুশকিল হতো।[৩৩]

ঈতীন দীনিয়া তাঁর বিখ্যাত "আশ্-শারকু কামা আরাহুল গারব" (প্রাচ্য যে ভাবে পাশ্চাত্য তাকে দেখেছে) পুস্তকের শেষভাগে পাশ্চাত্যের ঐ আপত্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণা-পদ্ধতির সমালোচনায় স্বয়ং পাশ্চাত্যের কিছু জ্ঞানীগুণীদের মতও উদ্ধৃত করেছেন। তাই তিনি লিখেন :

"ড. সি. হারগ্রোঞ্জা যথার্থই লিখেছেন : মুহাম্মদ (সা)-এর আধুনিক জীবনী গ্রন্থসমূহ দর্শনে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ ঐতিহাসিক গবেষণাসমূহ নিরর্থক কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যা পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ কথাগুলো এ যুগের প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য রাখা উচিত-যাতে করে তারা পূর্বের সেই ব্যাধিসমূহ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন, যাতে সমস্ত শক্তি ব্যয় করেও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনের উদ্দেশ্যে প্রথমে তো অনেক ঘটনাকে অস্বীকার করার আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা চালান, তারপর তা থেকে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে নানা আজগুবী ও অসম্ভব কথাবার্তার অবতারণা করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে সঠিক সিদ্ধান্তে এবং প্রকৃত সত্যে পৌঁছাতে হলে কয়েকটি মৌলিক কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে যেমন স্থান, কাল, পাত্র, এলাকা, দেশাচার ও প্রথাগত ঐতিহ্য প্রয়োজনসমূহ প্রবণতা, উচ্চাকাঙ্খা প্রভৃতি। বিশেষত সেই

৩২. *মাসিক মা'আরিফ* (উর্দু) আজমগড়, ভারত, আগস্ট ১৯৮৭ খ্রি. সংখ্যা, পৃ. ১০২-১০৩।
৩৩. ড. জওয়াদ আলী, প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও শক্তিসমূহের অবগতিও জরুরী যা যুক্তিবিদ্যার মাপকাঠিতে মাপা যায় না সত্য, কিন্তু ওগুলোর দ্বারাই ব্যক্তিসমূহ ও সম্প্রদায়সমূহ কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত হয়ে থাকে।"[৩৪]

প্রাচ্যবিদ ফাল হাওজান এবং তাঁর গবেষণা-সহকর্মীদের ধারণা, মক্কী জীবনে মুহাম্মদ (সা) ইসলামের আন্তর্জাতিকতার কথা চিন্তাও করতে পারেন নি, তাই তিনি 'কঠোর নীতি' অবলম্বন না করে চোখমুখ বুঁজে সব সয়ে গেছেন, কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর যখন তিনি একটি রাষ্ট্র কায়েমে সক্ষম হলেন এবং যুদ্ধবাজ সঙ্গীসাথী পেয়ে গেলেন, তখন তিনি কঠোর নীতি অবলম্বন করলেন। তাই ফাল হাওজান বলেন—

"মুহাম্মদ তাঁর রক্তবন্ধনের সীমা ডিঙ্গিয়ে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁর ভক্তসংখ্যা বাড়িয়ে তাঁর প্রভাব বলয়কে বিস্তৃত করতে পারতেন ; কেননা, রক্তের বাঁধন হচ্ছে গোত্র প্রীতি ও সঙ্কীর্ণতার বন্ধন–যাতে অন্যদের জন্যে কোন আকর্ষণ নিহিত ছিল না। কিন্তু সেই নিখাঁদ ধর্মীয় বন্ধনের বিশালতা সম্পর্কে মুহাম্মদের ধারণা ছিল না, এজন্যে যাঁরা তাঁর আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না সেই বিশাল জনগোষ্ঠিকে তিনি কাছে টানতে ব্যর্থ হয়েছেন।"[৩৫]

টমাস আর্নল্ড নিজে একজন প্রাচ্যবিদ হয়েও একশ্রেণীর প্রাচ্যবিদদের এ অভিযোগ মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর বিখ্যাত The Preaching of Islam গ্রন্থে তিনি তার জবাব দিয়েছেন এভাবে—

"এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক দাবী করেছেন যে, প্রথম দিকে মুহাম্মদ (সা) ইসলামের আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে ধারণা করে উঠতে পারেন নি, অথচ কুরআন শরীফের একাধিক আয়াত তার প্রতিবাদ করে।"[৩৬]

উপরোক্ত ভুল বা বিভ্রান্তিমূলক উক্তি কেবল ফাল হাওজানই নয়, উইলিয়াম মূয়র ও (১৯০৫) করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"মুহাম্মদ তাঁর নবুওতের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল আরবদেরকেই লক্ষ্য করে তাঁর বক্তব্য দিয়েছেন, অন্যদের উদ্দেশ্যে নয়। তাই আমাদের ধারণা, ইসলাম যে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ করে এবং পত্রপল্লবিত হয়, তা কোন সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার অধীনে ছিল না, বরং ছিল একান্তই পরিবেশ ও পরিস্থিতির ফলশ্রুতি।"

মূয়রের এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে আর্নল্ড তার জবাব দিয়েছেন এভাবে—

"ইসলামের পয়গাম আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাতে গোটা দুনিয়া শামিল ছিল। কেবল এক আল্লাহ ও এক ধর্মের প্রতি গোটা মানব জাতিকে আহ্বান জানান হয়েছিল।"[৩৭]

আর্নল্ড ছাড়াও গোল্ড যিহার, নলডিকে (১৮৩৬-১৯৩০ খ্রি.) এবং সাখাও-ও মূয়রের এ ভুলের সমালোচনা করেছেন। সাখাও লিখেন ঃ

"খোদায়ী বাণী কেবল আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বিশ্বপরিব্যাপী। এ জন্যে গোটা মানবজাতিকে তাঁর সম্মুখে অবনত থাকতে হতো। তাই রাসূল হিসাবে মুহাম্মদের দাবী যথার্থ ছিল। বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানানো তাঁর দায়িত্ব ছিল। যে নীতির উপর তিনি চলবেন, আংশিকভাবে তা শুরু থেকেই দৃশ্যপটে এসেছিল।"[৩৮]

---

৩৪. *মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ* (আরবী) ভূমিকা, পৃ. ৪৩-৪৪।
৩৫. *আদ দাওলাতুল আরাবিয়্যা ও সুকূতুহা*, পৃ. ৪।
৩৬. *The Preaching of Islam*, আরবী সংস্করণ, পৃ. ৪৮, পাদটীকা নং ২।
৩৭. *The Preaching of Islam*, উদ্ধৃত আয়াতগুলো হচ্ছে ৩৬ ঃ ৬৯-৭০; ২১ঃ১০৭; ২৫ঃ১; ২৪ঃ৭; ৬১ঃ৯।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪, পাদটীকা-১।

www.nagorikpathagar.org

কুরআন শরীফে মক্কী আয়াতসমূহে 'ইয়া আয়্যুহান নাস' বা 'হে মানব জাতি' বলে বারবার আহ্বান জানান সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা) কেবল তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও আরব জাতি নিয়েই ভেবেছেন, এমন মূর্খতাব্যঞ্জক চিন্তা ও উক্তি কেবল বিদ্বিষ্ট মূর্খপণ্ডিতদের মুখেই শোভা পায়।

প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের এই বিদ্বেষ, মূর্খতা ও দুর্ভাগ্যের কথাটা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন সিরীয় প্রখ্যাত আলেম ও গবেষক ডক্টর মুস্তফা হুসনী সিবাঈ (র) তাঁর বিখ্যাত 'আল মুস্তাশরিকূনা ওয়াল ইসলাম' নামক আরবী গ্রন্থে। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁদের রচনাবলী পড়েছেন, পর্যালোচনা করেছেন, ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়ায় সশরীরে গিয়ে এবং সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনার পর তাদের জবাবে পুস্তকাদি লিখেছেন। তিনি লিখেন—

"তাঁদের জ্ঞানবত্তার কথা স্বীকার করার পরও বলতে দ্বিধা নেই, প্রাচ্যবিদরা হচ্ছে সাধারণভাবে পণ্ডিতদের ঐ হতভাগ্য দল যারা কুরআন-হাদীস, ইসলামী ফিকহ্, নীতিশাস্ত্র ও তাসাওউফের সমুদ্রে বার বার ডুব দিয়েও প্রতিবারই শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। বরং তাতে তাদের বিদ্বেষ ও ইসলাম থেকে দূরত্ব ও জেদ বৃদ্ধিই পেয়েছে।

এর কারণ হচ্ছে, ফল তো আসে উদ্দেশ্য অনুপাতে। সাধারণভাবে ঐ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য থাকে দুর্বলতা ও খুঁত সন্ধান এবং ধর্মীয় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করা, তাই সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের মত একটি পরিচ্ছন্ন স্বর্গময় শহরেও তাদের নজর কেবল অস্বাস্থ্যকর স্থানের দিকেই পড়ে থাকে।"[৩৯]

তবে এঁদের মধ্যে উনবিংশ শতকের ফরাসী সমাজবিদ লি বোঁ এবং বিংশ শতকের ফরাসী প্রাচ্যবিদ ঈতীন দীনিয়া (১৮৬১-১৯২৯ খ্রি.)-এর মত লোকও রয়েছেন। নিরপেক্ষভাবে প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যয়ন করতে গিয়ে ইসলামের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে মরিস বুকাইলী ও ঈতীন দীনিয়া দু'জনই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। অষ্ট্রিয়ার খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সাংবাদিক লিউপোল্ড উইস (আসাদ) এবং ইয়াহূদী বিদূষী তরুণী মার্গারেট মারকিউসও (মরিয়ম জমীলা) এভাবেই ইসলাম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু মনে অধ্যয়ন করতে করতে (প্রথমজন ১৯২৬ সালের দিকে এবং দ্বিতীয়জন ১৯৬০-এর দিকে) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনাসমৃদ্ধ মূল্যবান পুস্তকাদি রচনা করে এঁরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব চমৎকারভাবে প্রমাণিত করেছেন।

ইসলামের কুৎসাকারী খ্রিস্টান ধর্মান্ধদের নিন্দায় ফিলিপ কে. হিট্টি প্রমুখ প্রাচ্যবিদ

মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে আছে, জনৈক ধর্মোন্মত্ত পাদ্রী খ্রিস্টান যুবক-যুবতীদের সমন্বয়ে এমন একটি দল গড়ে তোলে, যারা জু'মার নামাযের অব্যবহিত পরেই কর্ডোভার জামে মসজিদের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে নবী করীম (সা)-এর নাম ধরে ধরে গালাগাল দিত এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের জন্যে পাদ্রী জান্নাতের সুসংবাদ দিত।

উপস্থিত মুসলমানগণ এসব উদ্ধত যুবক-যুবতীদেরকে পাকড়াও করে কর্ডোভার প্রধান কাযীর আদালতে হাযির করতেন। যারা অপরাধের স্বীকারোক্তি করতো, তাদেরকে রীতিমত মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। স্বয়ং ঐ ধর্মোন্মত্ত পাদ্রীটির ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন এরূপ চলেছিল। স্টানলি লেনপোল, ডোজী, ওয়াশিংটন আরভিং, পি. কে. হিট্টি প্রমুখ ইউরোপীয়ান পণ্ডিতগণও উক্ত ধর্মোন্মত্ত পাদ্রীর কার্যকলাপকে ধর্মোন্মত্ততা বলে নিন্দা করেছেন।

আরবী ভাষা ও ইসলামী ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ফিলিপ কে. হিট্টি ১৯৬২ সালে আমেরিকা থেকে 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত' শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়টির

---

৩৯. মাওলানা সালমান শামেলী অনূদিত, *ইসলাম আওর মুস্তাশরিকীন*, এদারায়ে ইসলামিয়াত, আনারকলি, লাহোর।

www.nagorikpathagar.org

শিরোনাম হচ্ছে 'ইসলাম ঃ পাশ্চাত্যের সাহিত্য'। তাতে তিনি ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী ব্যক্তিত্বসমূহ সম্পর্কে ১২৯টি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উক্ত পুস্তকে তিনি লিখেন—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় সাহিত্যে ইসলামের নবীকে সাধারণভাবে একজন জালিয়াত, ধোঁকাবাজ ভন্ড নবীরূপে চিত্রিত করা হতো। অনুরূপভাবে কুরআন তাদের নিকট ছিল একখানা কল্পিত গ্রন্থ এবং ইসলাম একটি ইন্দ্রীয় পরায়ণতার জীবন পদ্ধতি। মুহাম্মদ (সা)-এর পর দেড় শ' বছর পর্যন্ত তাঁর অনুসারীগণ প্রথমে মদীনা, তারপর দামেশ্‌ক, তারপর বাগদাদ থেকে বের হয়ে বাইজান্টাইনী সাম্রাজ্যকে পদানত কবতে থাকে। এমন কি তারা আরো অগ্রসর হয়ে খ্রিস্টীয় জগতের প্রাচ্যের রাজধানীর দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রায় আটশ' বছর ধরে তারা স্পেনে রাজত্ব করে। সিসিলী দীর্ঘ দুই শতক ধরে তাদের অধীনে রয়ে ইটালীর বিরুদ্ধে একটি সামরিক ঘাঁটির ভূমিকা পালন করে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক ধরে দু'শ বছর পর্যন্ত পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান জাতিসমূহ মুসলিম এলাকায় ক্রুসেড যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এসব ক্রুসেড যুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ ভুলতে পারে নি। আরও অগ্রসর হয়ে হিট্টি বলেন ঃ

"ইসলামের সাথে যেরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়েছে, যরথুষ্ট ধর্ম, বুদ্ধধর্ম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নতর ধর্মসমূহের ব্যাপারে তেমনটি করা হয়নি। মূলত ভীতি, বিদ্বেষ এবং অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে।"

ফিলিপ কে. হিট্টি সিরিয়ার খ্রিস্টীয় পণ্ডিত সেন্ট অব দামেশ্‌ক (৭৪৯ খ্রি.)-এর উল্লেখ করেছেন-যিনি ছিলেন বাইজান্টাইনী ঐতিহ্যের ধারক বাহক প্রচারক। উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিটির রচিত পুস্তকে ইসলামকে একটি পৌত্তলিক ধর্মরূপে পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে-যাতে একজন স্ব-নিয়োজিত নবীর পূজা হয়ে থাকে।

ইতালীয় প্রসিদ্ধ কবি দান্তে (মৃ. ১৩২১ খ্রি.) তাঁর বিখ্যাত 'ডিভাইন কমেডি' পুস্তকে হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং হযরত আলী (রা)-এর উল্লেখ অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে করেছেন। বাইজান্টাইনীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম মুহম্মদ (সা) ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনাকারী ঐতিহাসিক থিয়োফীন (মৃ. ৮১৮ খ্রি.) কোনরূপ উদ্ধৃতি ব্যবহার না করেই মুহাম্মদ (সা)-কে প্রাচ্যবাসীদের বাদশাহ এবং স্ব-নিয়োজিত নবী বলে উল্লেখ করেছেন। কর্ডোভার জনৈক বিশপ য়ুলোগীস তাঁর সমসাময়িক কালের একজন বিরাট পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে অত্যন্ত আপত্তিকর ও বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করেছেন।

ঈসায়ী পণ্ডিতগণ একটি হাস্যকর কাহিনী আবিষ্কার করেছেন। তাদের সে কাহিনীটি হচ্ছে এরূপ ঃ "ইসলামের প্রবর্তক একটি সাদা রঙের কবুতরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছিলেন। সেটি তাঁর কাঁধের উপর বসতো এবং তাঁর কানের মধ্যে রক্ষিত শস্য কণা চঞ্চু দিয়ে খুঁটে খুঁটে খেতো। আর এর দ্বারা তিনি খ্রিস্টানদেরকে বুঝাতে চাইতেন যে, কবুতরের মাধ্যমে পবিত্রাত্মা তাঁর কাছে ঐশী বাণী পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন। এই অর্থহীন কাহিনীটি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, তা ইংরেজি সাহিত্যে স্থান লাভ করে।" সেক্সপিয়র তাঁর সৃষ্ট একটি চরিত্রে এ কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করেছেন।

এলিজাবেথ আমলের অপর এক প্রসিদ্ধ লেখক ফ্রান্সিস বেকন তাঁর প্রবন্ধাদিতে ইসলামের নবীকে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে ল্যান্স লাট এডিশন নামক জনৈক ইংরেজ পাদ্রী কেবল ইসলামের নবীকে একজন প্রতারক জালিয়াত প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে একটি পুস্তক রচনা করেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক ভল্টেয়ার একজন প্রগতিশীল লেখক বলে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও ১৭৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক ট্রাজেডি'-তে তিনি অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় ইসলামের নবীর উল্লেখ করেছেন। উনবিংশ শতকের উপর লিখিত পুস্তকে লেখক মহানবী (সা) সম্পর্কে অত্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে আগত খ্রিস্টান প্রচারক ও পাদ্রীরাও ইসলাম ও তাঁর নবী সম্পর্কে অশোভন উক্তি করতেন।"[৪০]

অধ্যাপক ডেভিড স্যামুয়েল মারগোলিয়থ

ইসলাম সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে এই ভদ্রলোক স্বয়ং মহানবী (সা) সম্পর্কে ১৯০৫ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর Mohammad and the Rise of Islam শীর্ষক পুস্তকে লিখেন—

"He with Khadijah performed some domestic rite in honour of one of the Godesses each night before retiring." (Page 70)

'মুহাম্মদ ও খাদীজা উভয়ই নিদ্রা যাবার প্রাক্কালে পারিবারিক প্রথানুসারে, প্রতি রাতে এক দেবীর পূজা করতেন।'

আরবী জানার দাবীদার ইয়াহূদী প্রাচ্যবিদ মারগোলিয়থ তাঁর এ উক্তির সমর্থনে 'মসনদে আহমাদ'-এর একটি হাদীসের বরাত দেওয়ায় মরহুম মওলানা আকরম খাঁ (মৃত্যু ১৯৬৮ খ্রি.) ১৯২৫ সালে লিখিত তাঁর বিখ্যাত 'মোস্তফা চরিত' পুস্তকে হাদীস গ্রন্থ থেকে মূল হাদীসখানা উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ

"আমরা প্রথমে মোছনাদ হইতে মূল হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

عن عروة قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد انه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة اى خديجة والله لا اعبد اللات والعزى والله لا اعبد أبدا - قال فتقول خديجة " خل اللات خل العزى " قال كانت صنمهم التى كانوا يعبدون ثم يضطجعون -

শাব্দিক অনুবাদ ঃ ওরওয়া বলেন, "খোওয়ালেদের কন্যা খদিজার জনৈক প্রতিবাসী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদা শুনিলেন, হযরত খদিজাকে বলিতেছেন—"হে খদিজা! আল্লাহর দিব্য, আমি লাৎ ও ওজ্জার পূজা করি না, আল্লাহর দিব্য কখনও করিব না।' ঐ প্রতিবাসী বলেন, খদিজা ইহার উত্তরে বলিলেন—দূর করুন লাৎকে, দূর করুন ওজ্জাকে (অর্থাৎ উহাদের উল্লেখ করার কোন আবশ্যক নাই)। ঐ প্রতিবাসী বলিলেন— উহা তাহাদের সেই বিগ্রহ তাহারা (পৌত্তলিক আরবরা) শয়ন করিবার পূর্বে যাহার পূজা করিত।

এই হাদীছে। يضطجعون - يعبدون - كانوا এই তিনটি ক্রিয়াও هُمْ সর্বনাম ও বহুবচনমূলক, ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, পৌত্তলিকরা শয়ন করিবার পূর্বে তাহার পূজা করিত। হযরত ও খদিজার কথা হইলে বহুবচনমূলক ক্রিয়া প্রযুক্ত না হইয়া দ্বিবচনমূলক শব্দের ব্যবহার করা হইত। হযরত লাৎ ও ওজ্জার পূজা করেন না এবং করিবেন না বলিয়া আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বিবি খদিজা তাঁহার মতে মত দিতেছেন ; আবার সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ঐ বিগ্রহের পূজা করিতেছেন, এ কথার কি কোন অর্থ হইতে পারে ?

এই প্রকার অজ্ঞতা বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গুরুতর প্রবঞ্চনা খ্রিস্টান লেখকগণের পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।"[৪১]

মারগোলিয়থ ইসলাম, ইসলামের নবী এবং কুরআন শরীফ সম্পর্কে তাঁর পুস্তকাদিতে বিশেষত এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে (যা'পরে পুস্তকাকারে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে) যে সব অজ্ঞতা ও বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করেছেন, স্বতন্ত্রভাবে পাঠক তার বিবরণ ও জবাব মাসিক অগ্রপথিক জুলাই ১৯৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় মুহাম্মদ (সা) প্রসঙ্গ' শীর্ষক আমার প্রবন্ধে দেখে নিতে পারেন।

৪০. *সাপ্তাহিক খতমে নবুওত*, করাচী (উর্দু) ১৬-২২ ফেব্রুয়ারী ২০০১ ; মহানবী স্মরণিকা, ১৪২২ হি. পৃ. ১৫-১৬।
৪১. মওলানা আকরম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, পৃ. ৩০৪-৩০৫, কলকাতা সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচ্যবিদ ড. গোল্ড যিহার ঃ হাদীসের বিশ্বস্ততা সংক্রান্ত অহেতুক সন্দেহ

ইয়াহূদী প্রাচ্যবিদ ড. গোল্ড যিহার লিখেন ঃ উমাইয়া খলীফাগণ এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা হাদীস বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়াকে মামুলী ব্যাপার মনে করতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ইমাম ইবনে শিহাব যুহরীর মতো লোককেও ব্যবহার করেছেন। এর প্রমাণস্বরূপ গোল্ড যিহার দু'টি রিওয়ায়াতের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) উমাইয়া খলীফা ওলীদের পুত্র ইব্রাহীম একটি হাদীস সংকলনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ইমাম যুহরীর (মৃত্যু ১১৫ হি./৮৪৫ খ্রি)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ; উক্ত পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হাদীসগুলো এভাবে বর্ণনা করার অনুমতি আমাকে দিন, যেন আমি একথা দাবী করে বলতে পারি যে, আমি আপনার নিকট থেকে এ হাদীসগুলো শুনেছি। ইমাম যুহরী নির্দ্বিধায় তাঁকে এ অনুমতি দিয়ে বললেন ; আমি ছাড়া আর কে-ই বা আপনাকে এ হাদীসগুলো শুনাতে পারে ?

(২) মু'আম্মার ইমাম যুহরীর বরাতে বলেন যে, তিনি বলেছেন ; "আমীর-উমরাগণ আমাকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য করেছেন।"

উক্ত দু'টো বর্ণনাকে পূঁজি করে প্রাচ্যবিদগণ বিশ্বব্যাপী প্রচারণা শুরু করে দেন যে, ইমাম যুহরী (র) রাজন্যবর্গের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হাদীস রচনা করতেন। (নাউযুবিল্লাহ্!)

এতবড় একটা প্রচারণায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাদের প্রথমে জানা উচিত ছিল যে, ইমাম যুহরী লোকটা কে আর হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবস্থান কোথায় ?

ইমাম মালিক (র), ইমাম যাহবী, হাফিয ইব্ন আসাকির, আমর ইবন দীনার, সুফিয়ান সাওরী, মাকহূল ও ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর মত হাদীস শাস্ত্রের দিকপালগণ এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁর সমকালের তাঁর চাইতে উঁচুমানের কোন হাদীস-বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর খিলাফত আমলে ইমাম যুহরীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনিই সর্বপ্রথম হাদীসের সনদ বর্ণনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি হযরত আনাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হযরত জাবির ও সুহায়ল (রা)-এর মত সাহাবীগণের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস শুনেন এবং তা সংরক্ষণ করেন।

ইমাম যুহরী (র) এতই ব্যক্তিত্বশীল ছিলেন যে, খলীফা ও আমীরগণকে পর্যন্ত মুখের উপর অপ্রিয় সত্য কথা শুনিয়ে দিতে তিনি একটুও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁকে তাঁদের ইচ্ছে মত ব্যবহার দূরের কথা, কেউ তাঁর সম্মুখে 'টু' শব্দটি করারও সাহস পেতেন না। ওলীদপুত্র ইব্রাহীম সংক্রান্ত উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা ড. গোল্ড হিযার বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাও অবগত আছেন যে, উস্তাদ থেকে হাদীস গ্রহণের একটি পদ্ধতি হচ্ছে, শাগরিদ তার উস্তাদকে এমন একখানা লিপি দেবেন–যাতে তাঁর নিজ উস্তাদের কাছ থেকে শোনা হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। উস্তাদ ভালমতো যাচাই করে দেখে নিশ্চিত হবেন যে সত্যিই শাগরিদটি তাঁর কাছ থেকে হাদীসগুলো শুনেছে এবং যথাযথ ভাবে তা লিপিবদ্ধ করতেও সমর্থ হয়েছে। তারপর তিনি তাকে এগুলো তাঁর বরাতে বর্ণনা করার অনুমতি দিয়ে দেবেন। ওলীদপুত্র ইব্রাহীমের ইমাম যুহরীর সম্মুখে হাদীসের লিপি উপস্থিত করে তা তাঁর বরাতে বর্ণনার অনুমতি প্রার্থনার অর্থ হচ্ছে এই। তারা এ অর্থ গ্রহণ করেছে যে, খলীফা-পুত্র তাঁর ইচ্ছেমত কিছু হাদীস লিখে আনলেন আর ইমাম যুহরী (র) চোখ বুঁজে তাঁকে তাঁর বরাতে এগুলো বর্ণনার অনুমিতও দিয়ে দিলেন, এটা একটা চরম গণ্ডমূর্খের মত কথা। ইমাম যুহরীর এ কথা বলে যে, 'আমি ছাড়া আর কে-ই বা আপনাকে এ অনুমতি দিতে পারে ?' —দ্বারা এটাই বুঝানো

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে যে, তিনি ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা-হাফিযুল হাদীস। এর অর্থ এই নয় যে, আমি ছাড়া মিথ্যা হাদীস রটনার এত বড় সাহস আর কে করতে পারে–যেমনটি প্রাচ্যবিদরা বলেন।

এবার দ্বিতীয় বর্ণনাটির কথায় আসা যাক। ইমাম যুহরী (র) বললেন ঃ 'আমীরগণ আমাকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য করলেন।' ড. গোল্ড যিহার তাঁর বর্ণনায় যে পাঠের উল্লেখ করেছেন তাতে আছে كتابة أحاديث কিন্তু ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় আছে كتابة الأحاديث। এটা গোল্ডযিহারের অজ্ঞতা না অবিশ্বস্ততা তা বলা মুশকিল, কিন্তু এ সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে অর্থের যে কী বিরাট তারতম্য ঘটে গেছে তা আরবী ভাষাভিজ্ঞগণ বুঝতে পারেন। তা বুঝার জন্যে সে ঐতিহাসিক পটভূমিকা জানা থাকা দরকার যার প্রেক্ষিতে ইমাম যুহরী (র) কথাটি বলেছিলেন। ইবনে আসাকির ও ইবনে সা'দ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

ইমাম যুহরী (র) লোকদেরকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে বারণ করতেন–যাতে করে তারা লিপি-নির্ভর না হয়ে স্মৃতি-নির্ভর ও অধ্যবসায়ী হয়। সে যুগের খলীফা হিশাম তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে বলেন। 'আপনি আমার পুত্রকে দিয়ে হাদীস লিখিয়ে দিন।' ইমাম যুহরী (র) প্রথমে কোনমতেই তাতে সম্মত হলেন না। খলীফার বারবার পীড়াপীড়ির পর তিনি চার শ' খানা হাদীস নিজে মুখে মুখে বলে (ডিকটেশন দিয়ে) তাঁকে লিখিয়ে দেন। তারপর খলীফার দরবার থেকে বিদায়কালে তিনি বললেন ঃ 'লোক সকল ! আমি তোমাদেরকে একটি ব্যাপারে বারণ করতাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেও তা-ই ওঁদের জন্যে করতে হলো ! রাজন্যবর্গ তা করতে আমাকে বাধ্য করেছেন। কিন্তু তাই বলে এটা আমার মুখস্থ বিদ্যা মনে করো না। এসো, আমার স্মৃতি থেকে হাদীসগুলো শুনে লও !' একথা বলেই তিনি একে একে উক্ত চার শ' হাদীস দরবারশুদ্ধ লোকজনকে শুনিয়ে দিলেন ! এই ছিল আসল ঘটনা। আর এর উপর ভিত্তি করেই গোল্ড যিহারের মত প্রাচ্যবিদগণ রটনা করলেন ঃ 'রাজন্যবর্গ ইমাম যুহ্রীকে হাদীস রটনা তথা জাল হাদীস লিখতে বাধ্য করলেন আর তিনিও চোখ বুঁজে সে অনাচার মেনে নিলেন'! আমাদের ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা ঐ সব ডক্টরেটধারী প্রাচ্যবিদদের কথাকে বেদবাক্যের প্রতি নিম্নবর্ণের ভক্তদের মত পবিত্রজ্ঞানে বিশ্বাস করেন এবং এভাবে হাদীসের বিশ্বস্ততার প্রতি তাদের আস্থা লোপ পায়। মিসরের প্রখ্যাত লেখক আহমদ আমীনের মত পণ্ডিতও প্রাচ্যবিদদের প্রভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।[৪২]

হাদীস অস্বীকারকারী প্রাচ্যবিদদের এ দলে আরো রয়েছেন কায়তানী (মৃ. ১৯২৬ খ্রি.), মূয়র (মৃ. ১৯০৫ খ্রি.), স্প্রিঙ্গার (মৃ. ১৮৯৩ খ্রি.), ডোজী প্রমুখ পণ্ডিতগণ । ফরাসী প্রাচ্যবিদ ডি হারবেলট (মৃ. ১৯৬৫ খ্রি.) 'সিহাহ্ সিত্তা' রূপে প্রসিদ্ধ হাদীসের সর্বাধিকখ্যাত ছয়খানি গ্রন্থসহ মুয়াত্তা, দারেমী, দারাকুতনী, বায়হাকী প্রভৃতি বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সমূহকেও নির্দ্বিধায় ইয়াহূদী ধর্মগ্রন্থ 'তালমূদ'-এর চর্বিত চর্বণ বলতে পেরেছেন ![৪৩]

প্রাচ্যবিদদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

ইউরোপ-আমেরিকার যে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চালু রয়েছে সেগুলোর বিভাগীয় প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত তথাকথিত ডক্টরগণ আদতে ইসলামী ও আরবী ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যদেশীয় যে সব মুসলিম শিক্ষার্থীরা গিয়ে থাকেন, তারা প্রায়ই থাকেন হীনমন্যতার শিকার। ঐ সব তথাকথিত পণ্ডিতদের সার্টিফিকেট

---

৪২. ইরফান গাযী, *মুস্তাশ্‌রিকীন আওর সুন্নতে নববী* ; সাইয়ারা ডাইজেষ্ট, লাহোর, রসূল নম্বর, খ. ২, পৃ. ৩৮৯-৯০ ; উক্ত, আহ্‌মদ আমীন, *ফজরুল ইসলাম* ও *দুহাল ইসলাম* প্রভৃতি পুস্তক লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য আল্লামা শিবলী নু'মানী তাঁর এ পুস্তকগুলোতে বর্ণিত ভ্রান্তিসমূহের জবাবে আরবীতে ঐযুগেই জবাবী পুস্তকও লিখে মিশরীয় পণ্ডিতমহলে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

৪৩. ড. আ. হ. ম. তরিকুল ইসলাম, *সীরাত স্মরণিকা*-১৪১৯ হি. পৃ. ৬২-৬৩।

www.nagorikpathagar.org

নিয়েই তাদেরকে ডক্টরেট ডিগ্রী নিতে হয়। তাই ঐ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকেই তারা শেষকথা মনে করে এবং তারপর ওদের নিকট থেকে ডিগ্রী নিয়ে স্বদেশে ফিরে সে সব মারাত্মক বিদ্যা 'আধুনিক গবেষণার' মোড়কে তাদের নিজ নিজ দেশবাসীর কাছে প্রচারে ব্রতী হয়। প্রখ্যাত সিরীয় আলেম ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ড. মুস্তফা আস্ সিবায়ী (র) ১৯৫৬ সালে তাঁর ইউরোপ সফরের সময় এরূপ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের মুখোমুখী হন। ঐ সময় হল্যাণ্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত ইয়াহূদী প্রাচ্যবিদ ড. শাখ্‌ত এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইসলামের কুৎসা রচনা ও বিকৃতির ব্যাপারে উক্ত ভদ্রলোকটি ছিলেন প্রাচ্যবিদ ড. গোল্ড যিহারের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। ড. মুস্তফা সিবায়ী (র) যখন হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে গোল্ডযিহারের ভ্রান্তি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তখন ঐ ভদ্রলোকটিও তা স্বীকার করলেন। কিন্তু সাথে সাথে ভদ্রলোকটি বারবার বলছিলেন, গোল্ড যিহার অনেক বড় মাপের পণ্ডিত, তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ করাটা ঠিক হবে না। তখন ড. সিবায়ী (র) বললেন, আচ্ছা ড. গোল্ডযিহার ইমাম যুহরীকে অপবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের বিরুদ্ধে খলীফা আবদুল মালিককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে মসজিদুল-আক্‌সার ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস রচনা করেছেন, অথচ ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (র) নিহত হওয়ার দীর্ঘ সাত বছর পর খলীফা আবদুল মালিকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তা হলে তাঁর হত্যাকাণ্ডের এত দীর্ঘকাল পরে তিনি কেন আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের মত সাহাবীর বিরুদ্ধে হাদীস রচনা করতে যাবেন? ড. শাখতের কাছে এর কোন সদুত্তর ছিল না। কিন্তু ড. গোল্ড যিহারের মিথ্যার বেসাতী ও বিকৃতিপূর্ণ পুস্তকাদির বিদ্যা ছাড়া বেচারার ঝুলিতে আর কোন বিদ্যাও ছিল না! তাঁর নিজের লেখা 'তারীখে ফিকহে ইসলামী'ও এমনি কাঁচা পাকা এবং সত্য ও অর্ধসত্য বিদ্যা ও তথ্যাদির সমাহার।

ড. সিবায়ী লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্ট্যাল স্ট্যাডিজ এর ল' অব পার্সোন্যাল এফেয়ার্স-এর প্রধান ড. এণ্ডার্সন এর কথাও উল্লেখ করেছেন। ঘটনাচক্রে উক্ত ভদ্রলোক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কিছুদিন মিসরে নিযুক্ত বৃটিশ বাহিনীর অফিসাররূপে সেখানে অবস্থানের সুযোগ পান। সেখানে তিনি কিছুটা সাধারণ কথ্য আরবী রপ্ত করেন। ভদ্রলোক জনৈক আযহারী আলেমের নিকট সপ্তাহে একদিন করে পাঠও গ্রহণ করতেন। এভাবে আরবী ভাষা ও ইসলাম সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করেন। এরই সুবাদে তিনি প্রফেসার বনে যান। কিন্তু তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার অবস্থা ছিল এই যে, গোল্ডযিহার ও ড. শাখত ইসলাম সম্পর্কে যা লিখে দিয়েছেন, তার অন্যথা হবার জো নেই। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণেরও অধিকার নেই। তাই আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী জনৈক শিক্ষার্থী ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে 'শাখতের রচনাবলীর পর্যালোচনা' প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে বেছে নেয়ার অনুমতি চাইলে প্রফেসার এণ্ডার্সন তাকে সে অনুমতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।[৪৪] কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণও এ বিষয়ে কোন গবেষণাকর্ম চালাবার অনুমতি দেন নি। তাঁদের ঐ এক কথা ছিল, ড. শাখাতের রচনাবলী সকল সমালোচনা পর্যালোচনার উর্ধ্বে।"[৪৫]

গুস্তাভ লি বোঁ ঃ প্রাচ্যবিদদের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার স্বীকারোক্তি

'আরব সভ্যতা', 'ভারতীয় সভ্যতা' প্রভৃতি মূল্যবান পুস্তকের রচয়িতা ফরাসী প্রাচ্যবিদ গুস্তাভ লি বোঁ বলেন—

"পাঠক স্বভাবতই প্রশ্ন করতে পারেন, পাশ্চাত্যের প্রাজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ যেখানে চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন সেখানে তাঁরা পাশ্চাত্যের উপর ইসলামী সভ্যতার প্রভাবের

---

৪৪. ড. আনওর আল-জুন্দী, *আল-ইস্তিশরাক ওয়াল ইসলাম*, আরবী মাসিক '*আল-বা'ছ-আল-ইসলামী*, লক্ষ্ণৌ, জুলাই-আগস্ট ১৯৮৯। বরং কঠিন সত্যকথাটি হলো, শুধু এই অপরাধে ঐ ভদ্রলোক উক্ত শিক্ষার্থীটিকে বেরই করে দেন! বলিহারি, গণতন্ত্র ও মুক্তচিন্তার উদার মানসিকতার কী প্রকৃষ্ট নমুনা!

৪৫. ইরফান গাযী, *মুস্তাশরিকীন আওর সুন্নাতে নববী*, সাইয়ারা ডাইজেস্ট, লাহোর, রাসূল নম্বর, খণ্ড ১, পৃ. ২৯২।

www.nagorikpathagar.org

কথা কেন অস্বীকার করেন ? আমি নিজেও নিজের বিবেককেও প্রশ্নটি করে থাকি। আমার মতে, তার জবাব একটিই। চিন্তার যে স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে, তা একান্তই বাহ্যিক, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যথারীতি গোলামই রয়ে গেছি।"

সত্যকথা হলো, মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীগণ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী অবধি অন্যান্য শত্রুর তুলনায় ইউরোপের জন্যে অধিকতর ভীতিপ্রদ ছিলেন। ইসলামের অনুসারীরা যখন আমাদেরকে অস্ত্রের ঝনঝনানী দ্বারা ভীতিগ্রস্ত না করতো-যেমনটা শার্লিম্যানের যুগে ও ক্রুসেড যুদ্ধের সময়টাতে হতো, তখন তাদের সভ্যতার উৎকর্ষতা দিয়ে তারা আমাদের সম্মান ধূলায় লুটিয়ে দিত। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর তারা অহরহ আমাদেরকে ভয়ের মুখে রেখেছে। এখন যদিও আমরা তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছি, তবুও মুসলমানদের সম্পর্কে আমাদের যে ভীতিপ্রদ ধারণা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেড়ে চলেছিল, তা এখন আমাদের মেজাজের অংশ বনে গিয়েছে। আমাদের শিরা উপশিরায় ইসলাম বিদ্বেষ এমনি স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে-যেমনটি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের বিদ্বেষ যা যেমন গোপন তেমনি গভীর ছিল।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের বিদ্বেষের সাথে যদি আমাদের বিদ্বেষপ্রবণ একাডেমিক কালচারের শনৈঃশনৈঃ বর্ধিত সংস্কারকেও যোগ করে নেই, তাহলে অতি সহজেই তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, ইউরোপীয় সভ্যতার উপর ইসলামী সভ্যতার প্রভাবকে কেন আমরা স্বীকার করতে কুণ্ঠবোধ করি। আমাদের একাডেমিক কালচার আমাদেরকে এ সবকই পড়িয়ে আসছে যে, অতীতে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাকে কেন্দ্র করেই আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান আবর্তিত হয়েছে। পশ্চিমের পণ্ডিতবর্গ এ কথা স্বীকার করে নিতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করেন যে, খ্রিস্টীয় ইউরোপকে অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার কৃতিত্বটা ঐ যবনদেরই। সত্যি সত্যি তা বড় লজ্জাকর। এ সত্যিটি কী করে মেনে নেয়া যায় ?[৪৬]

মসিয়োঁ লি বোঁ এভাবে প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ইসলাম সম্পর্কে তথাকথিত গবেষণাকারী অমুসলিম গবেষক পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বত্রই এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে চিন্তনীয় বিষয় হলো, অমুসলিম গবেষণাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষত খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান ও সমাজতান্ত্রিক একাডেমীসমূহে যেখানে যেখানে ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ রয়েছে, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই তাদের গবেষণার ফলসাদি পর্যবেক্ষণের সময় মুসলমানদেরকে তাদের মেজাজ এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা এ কথা তো মানি যে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যে গবেষণা হয়ে থাকে, সমাজতন্ত্রের মূলোচ্ছেদই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক একাডেমীসমূহে পুঁজিবাদী সমাজের ব্যাপারে গবেষণার উদ্দেশ্যও সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন হয়ে থাকে। কিন্তু অমুসলিম বিদ্বিষ্ট প্রাচ্যবিদরা ইসলাম ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কে যে মতামত দিয়ে থাকেন, তাকে আমরা কোনরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই জিনিয়াস বলে ধরে নেই। ড. উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ, গিব, হিট্টি প্রমুখ যে সব খ্যাতিমান প্রাচ্যবিদ ইসলাম ও মুসলমানদের দরদী বন্ধু সেজে আমাদের পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন আধুনিক শিক্ষিতদের সম্মুখে তাঁদের গবেষণাকর্ম উপস্থাপিত করেন, তখন ইসলাম জ্ঞানের মূল উৎসধারার পরিচয় সম্পর্কে একেবারে বে-খবর থাকার কারণে ঐ শ্রেণীর লোকরা তা সরল মনে মেনেও নেন। সীরাতুন্নবী তথা নবীচরিত তথা নবীচরিত সম্পর্কে কোন কোন মুসলিম চিন্তাবিদও যে ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েন, এটাই হচ্ছে তার মূল কারণ। তাঁরাও তথাকথিত 'আধুনিক গবেষণার' স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর মিশনকেও ঐ মানদণ্ডেই মাপতে শুরু করে দেন-যে

৪৬. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

মানদণ্ডে সাধারণত কোন রাজনৈতিক নেতা, অর্থনীতি ও সমাজনীতির কোন পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ বা সমাজ সংস্কারকের জীবনী অধ্যায়নকালে করা হয়ে থাকে।[৪৭]

বিদ্বিষ্ট প্রাচ্যবিদদের আরোপিত অহেতুক দোষারোপের স্বরূপ উদঘাটন করে ইসলামের সৌন্দর্য সুষমা পাশ্চাত্যের সম্মুখে ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে আজ আমাদের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিতবর্গকে আল্লাহ্ সে তৌফিক দান করুন। এটাই কামনা করি।

প্রাচ্যবিদ পাদ্রীদের অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া

খ্রিস্টান পাদ্রীদের ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাবে সর্বপ্রথম রুখে দাঁড়ান উত্তর ভারতের দুই মর্দে মুজাহিদ মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কেরানভী (১২৩৩-১৩০৮ হি.) এবং ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যের ভাষা (বিশেষত ইংরেজি) শিক্ষা প্রচারের অগ্রণী স্যার সৈয়দ আহমদ। স্যার সৈয়দ তাঁর বেশ কিছু মূল্যবান সম্পদ বিক্রী করে ১৮৬৯ সালে শুধু এই উদ্দেশ্যে বিলাত সফর করেন যেন তাঁরই প্রদেশের গভর্ণর স্যার উইলিয়াম মূয়র লিখিত Life of Mohamet এবং অন্যান্য প্রাচ্যবিদদের ইসলাম ও ইসলামের নবীর উপর আরোপিত কুৎসা সমূহের জবাব দানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। তিনি বিলাতে বসেই লিখেন Essays on Life of Muhamet এবং দেশে ফিরে তাঁর বিশালায়তন 'খুৎবাতে আহমদীয়া' শীর্ষক পুস্তকখানি প্রকাশ করেন।[৪৮]

আল্লামা আবুল হাসান নদভীর ভাষায় ঃ "গোটা মুসলিম জাহানেই স্যার সৈয়দের এ উদ্যোগ ছিল সর্বপ্রথম পদক্ষেপ এবং তাঁর এ পুস্তকখানাই তাঁর সর্বোত্তম গ্রন্থ।" স্যার সৈয়দ ছিলেন ইংরেজদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন এবং তাঁর রচনাবলী অনেকটা প্রতিরোধমূলক বা জবাবী।

কিন্তু ইসলামী চেতনা যাঁদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, সেই আলেম সমাজ—প্রাচ্যবিদ খ্রিস্টান পাদ্রীরা তাদের স্বধর্মাবলম্বী ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যেভাবে এ দেশবাসীদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল, তাঁদের পক্ষে তা চোখ বুঁজে সয়ে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছিল না। মাওলানা রমহতুল্লাহ কেরানভী প্রমুখ আলেমগণ আল্লাহর উপর ভরসা করে সেই বিজাতীয় তীব্র প্রচারণার জবাবেই কেবল নয়, তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আন্দোলন শুরু করে দেন।

পাদ্রী ড. জি. জি. ফণ্ডার ১৮৪৯ সালে ফার্সী ভাষায় তার লিখিত 'মীযান-আল-হক'-এর ৮ম সংস্করণ আগ্রা থেকে প্রকাশ করে। এর উর্দু তৃতীয় সংস্করণ এবং ইংরেজি ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। তার ধারণা ছিল, তার এ পুস্তকের জবাব দেয়ার মত কোন লোক ভারত তথা গোটা মুসলিম বিশ্বেই নেই। বিশেষত বৃটিশ শাসনাধীন ভারতীয় প্রজাকুল তো কোনদিনই এ সাহস করে উঠতে পারবে না। কিন্তু মর্দে মুজাহিদ মাওলানা কেরানভী আল্লাহর উপর ভরসা করে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। একমাত্র ইংরেজি ভাষাজ্ঞান ছাড়া পাদ্রীদের বিরুদ্ধে লড়বার সমস্ত উপকরণ ইয়াহূদী খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থাদির জ্ঞানসহ), ইসলামের পরিপক্ক জ্ঞান, মেধা ও সাহস তাঁর ছিল। তাঁর সে অভাব পূরণের ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা করে দেন। তাঁর এক সহকর্মী ডা. মুহাম্মদ ওযীর খান আকবরাবাদী ১৮৩২ সালে উচ্চতর আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে লণ্ডন যান। তিনি সেখানে ইংরেজি ও গ্রীকভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করে খ্রীষ্টধর্মের পুস্তকাদি তাদের আদি উৎস থেকে পাঠের যোগ্যতাসহ উচ্চতর ডাক্তারী ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেন এবং মাওলানা কেরানভীকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিতে থাকেন। এভাবে মাওলানা কেরানভীর বাহুবল বৃদ্ধি পায় এবং তিনি পাদ্রী ফণ্ডারকে মোকাবেলার জন্যে

---

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।

৪৮. মূলত তাঁর পূর্বোক্ত ইংরেজি পুস্তকখানা তাঁর এ উর্দু পুস্তকখানারই ইংরেজি ভাষা—যা তার সুযোগ্য পুত্র (পরবর্তীকালে জাস্টিস) মাহমুদ ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেছিলেন বলে জানা যায়।

www.nagorikpathagar.org

বাহাছের চ্যালেঞ্জ দেন। সে মতে ১৮৫৪ সালের ১০ই এপ্রিল উত্তর প্রদেশের আগ্রা এলাকায় অবস্থিত আকবরাবাদ শহরে সে প্রদেশের ইংরেজ গভর্ণর এবং উচ্চতর ইংরেজ সরকারী কর্মকর্তাগণ ও অভিজাত নাগরিকদের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষে একটি বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসে অনেক হিন্দু ও শিখ ধর্মাবলম্বী শ্রোতাও উপস্থিত ছিলেন। বিতর্ক সভার পাদ্রী ফণ্ডারকে স্বীকার করতেই হলো যে, তাদের ইঞ্জীল কিতাবের অন্তত ৮টি স্থানে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে। তিনদিনের এ বিতর্ক সভার তৃতীয় দিন আর ফণ্ডার উপস্থিত হতে সাহস করেন নি। তারপর যখনই ফণ্ডার শুনতেন যে, শেখ রহমতুল্লাহ্ কেরানভী কোন শহরে রয়েছেন, সেখানে আর ফণ্ডার যেতে সাহস পেতেন না। এভাবে ভারতবর্ষে খ্রিস্ট প্রাচ্যবিদের কুৎসা রটনার গতি অনেকটা শ্লথ হয়ে আসে।

ওদিকে শেখ রহমতুল্লাহর পক্ষে আর খ্রিস্টীয় শাসনাধীন স্বদেশে তিষ্টানো সম্ভবপর হয়নি। ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র আজাদী সংগ্রাম (ইংরেজদের কথিত সিপাহী বিদ্রোহ)-এর অব্যবহিত পরেই তাঁর বিষয়সম্পত্তি ক্রোক করে খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বী ইংরেজ সরকার তাঁর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অগত্যা ১৮৫৮ সালে তিনি মক্কা শরীফে হিজরত করেন ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়া পাদ্রী ফণ্ডার বিলাতে ফিরে গিয়ে যখন মিছামিছি প্রচার করলেন যে, ভারতবর্ষের সকল আলেমকে সে তর্কে পরাস্ত করে এসেছে, তখন তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে মুসলিম জাহানের তদানীন্তন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। কনস্টান্টিনোপলে পদার্পণ করেই ফণ্ডার তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী ভারতবর্ষের আলেম-উলামাকে বিতর্কে পরাস্ত করে আসার কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করেন। ভারতবর্ষের আলেম-উলামাগণের জ্ঞান বত্তার কথা গোটা বিশ্বে স্বীকৃত। তাই এ সংবাদে তুরস্কের উসমানী খলীফা সুলতান আবদুল আযীয খুবই বিচলিত হন এবং এর একটা বিহিত করতে মনস্থ করেন। সর্বপ্রথম তিনি মক্কার শরীফ (তথা বৃহত্তর হিজায প্রদেশের গভর্ণর-এর মাধ্যমে ভারতীয় সেই বিতর্ককারী আলেমের খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন যে, উক্ত আলেম মক্কাতেই বসবাস করছেন। সুলতানের তলবে তিনি তাই ১৮৬৪ সালে কনস্টান্টিনোপল সফরে যান এবং তাঁর মুখে পাদ্রী ফণ্ডারের সাথে তাঁর বিতর্ক এবং তাঁর নিকট পাদ্রীর শোনচীয় ও লজ্জাজনক পরাজয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হয়ে সুলতান অত্যন্ত প্রীত হন। তিনি তাঁকে তাঁর রাজদরবারে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করলেও সুলতানের সে অনুরোধ রক্ষায় তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। তবে তাঁর অপর অুনরোধটি রক্ষা করে তিনি সেখানে বসেই মাস তিনেকের মধ্যেই আরবী ভাষায় রচনা করেন তাঁর অমর গ্রন্থ "ইযহারুল হক'। চারখণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটিতে তিনি ইঞ্জীলের অসংখ্য স্থানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতির অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। পশ্চিমা জগতের বিখ্যাত সংবাদপত্র লণ্ডন টাইম্স এ পুস্তকখানা সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এ পুস্তকটির প্রকাশনা প্রচারণা অব্যাহত থাকলে বিশ্বে খ্রিস্টধর্মের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

এ পুস্তখানার মূল কপি এবং এর পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত বিচারপতি মাওলানা তকী উসমানীর দীর্ঘ ও মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত মরহুম মওলানা আকবর আলী কৃত উর্দূ অনুবাদ 'কুরআন সে বাইবেল তক' ও রাযী উসমানী ইংরেজি ভাষ্য আমার হাতে দিয়ে মাওলানা রহমতুল্লাহ কেরানভীর প্রপৌত্র, (মক্কা শরীফের বিখ্যাত সওলতিয়া মদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মাজিদ মাসউদ) আমাকে এর বঙ্গানুবাদ করারও অনুরোধ জানান।

'ইযহারুল হক' ছাড়া মাওলানা রহমতউল্লাহ কেরানভীর 'মানাযারাতুল কুবরা', 'আহাদীস ফী ইবতালি আত্তাছলীছ' প্রভৃতি পুস্তকে তিনি খ্রিস্টবাদ ও ত্রিত্ববাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ইসলামের প্রাধান্য প্রমাণ করেছেন। এছাড়া সাইয়েদ আলে হাসান মোহানী (মৃত্যু ১২৮৭ হি.) রচিত 'আল ইসতিফসার' ও 'আল-ইস্তিবশার', শায়খ এনায়েত রাসূল চিড়িয়াকোটী (মৃত্যু ১৩২০ হি.) রচিত

www.nagorikpathagar.org

'আল-বুশরা', সৈয়দ নওয়াব আলী লক্ষৌবী প্রণীত 'তারীখ আস-সুহুফ-আস-সামাবীয়া' খ্রিস্টবাদের জবাবে রচিত বলিষ্ঠ গ্রন্থ। উনবিংশ শতকেই লিখিত এবং বহুল প্রচারিত সৈয়দ আমীর আলীর Spirit of Islam ও A Short History of Islam এবং সালাহুদ্দীন খোদাবখ্‌শ-এর History of Islamic Civilization ও Essays-India-Islamic প্রাচ্যবিদদের ইসলাম ও ইসলামের মহান নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের চমৎকার জবাবরূপে গণ্য হয়ে থাকে। অবশ্য, জার্মান ভাষা থেকে অনেক পুস্তকের অনুবাদক খোদাবখ্‌শ প্রাচ্যবিদদের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে দুঃখজনক বিভ্রান্তিরও শিকার হয়েছেন। আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর 'খুৎবাতে মাদ্রাজ' (১৯২৫) (আমার অনূদিত 'নবী চিরন্তন', ইংরেজি ভাষ্য The Living Prophet), আল্লামা ইকবালের Reconstruction of religious thought in Islam (অধ্যক্ষ দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ মরহুম কর্তৃক অনূদিত "ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন") নওমুসলিম মার্মাডিউক পিকথলের Cultural side of Islam এবং মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর মা-যা খাসিরাল 'আলামু বি-ইনহিতাতিল মুসলিমীন' (আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত ও সদ্য প্রকাশিত 'মুসলমনাদের পতনে বিশ্ব কী হারালো ?') প্রাচ্যবিদদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিসমূহের উত্তম জবাব। তাফসীরে হক্কানী প্রণেতা মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, নদওয়াতুল উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী, 'রহমতুল লিল আলামীন' প্রণেতা কাজী সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী এবং মাওলানা ছানউল্লাহ অমৃতসরীও এ ব্যাপারে বলিষ্ঠ রচনাদি রেখে গেছেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে লণ্ডনের ওকিং মসজিদ থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত খাজা কামালুদ্দীন লাহোরীর Sources of Chistianity এবং Prophet the Ideal ও এ ব্যাপারে সে যুগে দু'টি উত্তম গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো-যখন নবীচরিত সংক্রান্ত সঠিক তত্ত্ব ভিত্তিক তেমন কোন পুস্তক ছিল খুবই দুর্লভ। প্রথমোক্ত খ্রিস্টবাদের উৎস সংক্রান্ত পুস্তকটির আরবী ও উর্দু সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে বলে 'উর্দু মাসিক মা'আরিফ'-এর তদানীন্তন কোন এক সংখ্যায় আমি পাঠ করেছি। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর 'তাফসীরে মাজেদী'-তেও তাফসীরের ফাঁকে ফাঁকে খ্রিস্টবাদের চমৎকার জবাব দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের ভুট্টো মন্ত্রী সভার ধর্মমন্ত্রী মাওলানা কওছার নিয়াযী রচিত Islam & Chirstanity ও চমৎকার একটি পুস্তক। হাদীসের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের সৃষ্ট ধুম্রজাল ছিন্ন করার ব্যাপারে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে ড. মুস্তফা আযমী লিখিত Studies in Early Hadith Literature ও মাওলানা মওদুদী সম্পাদিত ও তাঁর একক রচনাসমৃদ্ধ "মনসবে নবুওওত" মাসিক তর্জমানুল কুরআন (লাহোর)। এটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং এর বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'তানকীহাৎ' (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম' এবং 'পর্দা' ও 'সূদ' শীর্ষক পুস্তকগুলোও অত্যন্ত জোরালো ভাষা ও ভঙ্গিতে রচিত।

জীবনের সিংহভাগ প্যারিসে অবস্থান করে ইসলাম ও তার মহান নবীর জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রশংসনীয় গবেষণাকর্মে জীবনপাতকারী ভারতীয় পণ্ডিত আলেম ড. হামীদুল্লাহ (মরহুম ১৯৯৯খ্রি.) ইসলাম ও নবী করীম (সা) সংক্রান্ত বিভ্রান্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে গেছেন তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে পয়দা-ই করেছিলেন এ কাজটির জন্যে। তাঁর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কাজটি হচ্ছে আদি হাদীস সঙ্কলন 'সহীফা হুমাম ইবনে মুনাব্বিহ' (Sahifa Humam Ibn Munabbih)।

এ পুস্তকটির মাধ্যমে তিনি সার্থকভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে, প্রাচ্যবিদরা প্রচারণা চালিয়ে থাকেন যে, মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের দেড় দু শ'বছর পরে হাদীস সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন, তাই হাদীস শাস্ত্র নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এটা একটা নির্জলা মিথ্যা অপবাদ আসলে একেবারে নবী করীম (সা)-এর যুগেই হাদীস সংগ্রহের কাজটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আর

www.nagorikpathagar.org

একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তাঁর আরবীতে লিখিত 'আল ওসাইকক আস্‌সিয়াসিয়্যা লি আহাদ আন্‌ নবভিয়্যা খিলাফাত আর-রাশীদাহ'। সর্বপ্রথমে বিগত শতকের চল্লিশের দশকের শুরুতে প্রকাশিত এ বিশাল মৌলিক গবেষণা গ্রন্থটি যাবত আরব বিশ্বের কত দেশের কত প্রকাশনী থেকে কতবার যে প্রকাশিত হয়েছে তা আল্লাহ মালূম। কিন্তু তার পরও বাজারে তা দুষ্প্রাপ্য। মক্কা-মদীনা শরীফে ও কায়রোর বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরীতে বারবার ধর্ণা দিয়ে এবং বহুবার খোঁজ করেও তা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। কুরআন শরীফ-এর তাঁর কৃত ফরাসী অনুবাদেরও খুবই সুনাম রয়েছে। তাঁর নবীচরিত সংক্রান্ত আরও কয়েকখানা বিখ্যাত পুস্তক হচ্ছে ঃ

১. Mohammad Rasoolullah এবং

২. Mohammad in Battle-field.

৩. Rasul Akram-ki-Siasy zindegi (Political life of the Holy prophet)

৪. Ahd-e-Nabavi-ki-Hukmarani (Rulling system of Prophet's Age)

প্রথমোক্ত তিনটি পুস্তকেরই বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

ইসলাম-পরিচিতিমূলক তাঁর বিখ্যাত Introduction to Islam পুস্তকটির বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় অনুবাদক মুহাম্মদ লুৎফুল হক জানিয়েছেন যে, ইতিমধ্যেই পুস্তকটির অনুবাদ পৃথিবীর মোট পঁচিশটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বছর তিনেক পূর্বে প্যারিসে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তাঁর চাইতে পাশ্চাত্য জগতে অধিকতর স্বীকৃত ও পরিচিত এবং অধিককাল সেখানে বসবাসকারী প্রাচ্যের আর কোন ইসলামী চিন্তাবিদ পণ্ডিতদের কথা অন্তত আমার জানা নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক মরহুম আহমাদ দীদাত (১৯৯৯) ছিলেন খ্রিস্ট জগতের ধর্মযাজকদের জন্যে একটি আতঙ্কপূর্ণ নাম। মাওলানা রহমতুল্লাহ কেরানভীর পূর্বোক্ত 'ইযহারুল হক' গ্রন্থটি ছিল প্রায় কণ্ঠস্থ। ঐ গ্রন্থটিতে উল্লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে তিনি খ্রিস্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদদেরকে এমনকি খ্রিস্টীয় জগতের প্রধান ধর্মগুরু পোপকে পর্যন্ত বাহাছের জন্য চ্যালেঞ্জ করতেন– যা ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর লিখিত ও বহুল প্রচারিত কয়েকটি পুস্তকের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. Christ in Islam Resurrection or Resuscitation

২. What the Bible says about Muhammad (PBUH)

৩. What is his Name ?

৪. Crucifixion or Cruci-Fiction

৫. 50.000 Errors in the Bible

৬. What was the sing of Jonah

৭. Is the Bible God's word ?

৮. Who Moved the Stone ?

৯. The God that never was

১০. "His Holiness" Plays Hide and seek with Muslims

১১. Muhammad (Saw) the Natural Successor to Christ (AS)

১২. Arab & Israel-Conflict or Conciliation

১৩. Desert Storm : has it Ended ?

১৪. Combat kit Against Bible Thumpers

www.nagorikpathagar.org

এছাড়া ক্যাসেট আকারে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত তাঁর যে সব প্রচার পুস্তিকা রয়েছে সেগুলোও খুবই সমাদৃত। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১৫. The Truth About Trinity

১৬. Jesus-Man

১৭. Myth of God ?

১৮. What is Atonement ?

১৯. Original Sin

২০. After Dinner Dialogue with Cristians

২১. Is Jesus God

২২. Was Christ Crucified ?

২৩. Can you Stomach the Best

বিংশ শতাব্দীর যুগজিজ্ঞাসার সমুচিত জবাব প্রতিফলিত হয়েছে এ যুগের আরব-আজমের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (১৯১৪-২০০০ খ্রি.)-এর প্রায় প্রত্যেকটি পুস্তকে। প্রধানত, আরবী-উর্দুতে লিখিত হলেও পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচারপীড়িত পাঠকদের সুবিধার্থে এ পুস্তকগুলোর প্রায় সব ক'টিই ইংরেজী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তাঁর সে সব পুস্তকের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. Mohammad Rasulullah

২. Four Pillars of Islam

৩. Western Civilization, Islam and Muslims

৪. Faith versus Materialism

৫. Islam & Civilization

৬. Islam & the world

৭. Saviours of Islamic Spirt (Vol. 1, 2 & 3)

৮. Qadianism—A Critical Study

৯. The Musalman

এ ছাড়া নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলিও উল্লেখযোগ্য

১০. Muhammad the Ideal Prophet ও The Living, Prophet—এ দু'টিই আল্লামা ড. সুলায়মান নদভীর 'খুৎবাকে মাদ্রাজ'-এর অনুবাদ।

১১. The Glorious Caliphate By Syed Athar Hossain

১২. Menning and Message of the Traditions—মওলানা মনযুর নু'মানীর হাদীস গ্রন্থ সিরিজ (মূল উর্দু)

১৩. Islam, Faith and Practice-মাওলানা মনযুর নুমানী

১৪. What Islam is ?—ইসলাম কি ? (মাওলানা মনযুর নুমানী)-এর একাধিক বঙ্গানুবাদ হয়েছে।

১৫. The Quran And you- মাওলানা মনযুর নু'মানী।

১৬. The Message of Quran-By syed Athar Hossain

১৭. Glory of Iqbal.

১৮. India During Muslim Rule-By Allama Syed Abdul Hay Al-Hasaini.

www.nagorikpathagar.org

১৯. Muslims In India-By Allama Syed Abdul Hay Al-Hasaini.

২০. Syed Ahmed Shahid

২১. Speaking plainly to the West-By Allama Syed Abul Hasan Ali Nadvi

২২. From the depth of hear in America

মিসরে প্রাচ্যবিদদের জবাবে প্রচুর পুস্তকাদি লিখিত হয়েছে। ড. মুস্তাফা হুস্‌নী আস-মুবাঈর 'আস্‌ সুন্নাহ্‌ ওয়া মাকামাতুহা ফিত্‌ তাশরীঈল ইসলামী, যা 'ইসলামী শরীয়াহ্‌ ও সুন্নাহ্‌' নামে এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক বাংলা অনূদিত ড. মুহাম্মদ হোসায়ন হায়কলের হায়াতে মুহাম্মদ, সৈয়দ কুতুবের 'শুবহাত হাওলাল ইসলাম' (Islam the Misunderstood Relegion) ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন কৃত বাংলা ভাষ্য 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' ড. আহমদ সালোবীর 'মাকারনাতুল আদিয়ান' বা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং ড. আবদুল ওদুদ শালাবীর 'লিমা যা ইয়াখাফুন ইসলাম' (ওরা কেন ইসলামকে ভয় পায়) ও আনওর আলজুন্দী রচিত 'আস সুন্নাতুন নববীয়া ফী মাওয়াজিহাতে শুবহাতিল ইসতিশরাক' আব্বাস আক্কাদ-এর 'মাযুকালু আনিল ইসলাম' (ইসলাম সম্পর্কে যা বলা হয়) ও 'হাকাইকুল ইসলাম ও আবাতীলু খুসূমিহী' (ইসলাম তত্ত্বাবলী ও বিরুদ্ধবাদীদের অসার যুক্তি) প্রভৃতি প্রাচ্যবিদদের জবাবে লিখিত উত্তম গ্রন্থ। নও মুসলিম লিউপোল্ডউইস আসাদের Road to Mecca (শাহেদ আলী অনূদিত 'মক্কার পথে') এবং Islam at the Cross Road (আবদুল মান্নান সৈয়দ অনূদিত 'সংঘাতের মুখে ইসলাম' এবং মরিয়ম জমীলার Islam Versus Modernism (ইসলাম বনাম আধুনিকতা) এ বিষয়ক উত্তম গ্রন্থাবলী।)

বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়া

সর্বপ্রথম ইংরেজ বিজিত এলাকাবাসী হিসাবে বাংলাদেশের মুসলমানরা ছিলেন চরম শোষিত, বঞ্চিত এবং নেতিয়ে পড়া একটা সম্প্রদায়। তাঁদের পক্ষে প্রতিরোধের সাহসও ছিল দুঃসাহস তা এ ছাড়া সে যুগে আমাদের দেশের আলেম-উলামাগণ প্রধানত উত্তর ভারতের দেওবন্দ, সাহারানপুর, রামপুর প্রভৃতি উর্দু ভাষী এলাকায় গিয়ে বিদ্যাভ্যাস করার ফলে মাতৃভাষায় লেখনী চালনার মত শক্তি সামর্থ বড় একটা কারই ছিল না। আর কেউ খুব কষ্ট করে কিছু একটি লিখলেও সাহস করে তা ছাপার মত লোক ছিল না। রাজকীয় অনুগ্রহ ভোগী দু'চারটি মুসলিম পরিবার থাকলেও শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মত সাহস ছিল একান্তই দুর্লভ। মুজাহিদ আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, ফকীর আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা আন্দোলন প্রভৃতির সাথে সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে সাধারণভাবে তখন মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন ইংরেজ ও প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের দ্বারা চলছিল তাতে বাংলার মুসলিম সমাজের কোমর ভেঙ্গে গিয়েছিল। এমনি বিরূপ পরিবেশে সর্বপ্রথম যশোরের মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭ খ্রি.) তাঁর চরম দারিদ্র এবং স্বল্প বিদ্যা নিয়েই খ্রিস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পেশায় তিনি ছিলেন সামান্য দর্জি। খুব কষ্টে সৃষ্টে তাঁর সংসার চলতো। বাংলা ভাষার উপরও তাঁর মোটামুটি দখল ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, অধ্যবসায়ী এবং ঈমানের বলে বলীয়ান। তাই তাঁর পক্ষে খ্রিস্টান পাদ্রীদের ইসলাম বিরোধী কুৎসা দিনের পর দিন চোখ বুঁজে সয়ে যাওয়া ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। শাসক সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকরা যখন হাটে বাজারে বা মসজিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করতো, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি মাঠে অবতীর্ণ হয়ে পড়েন এবং যেখানেই কোন খ্রিস্টান পাদ্রীকে ইসলামের নবীর নামে কুৎসা রটনা করতে দেখতে পেতেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করতে শুরু করে দিতেন। এজন্যে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যমে সেই অনুন্নত যুগে যখন কোন উপযুক্ত পাঠাগারও

www.nagorikpathagar.org

ছিল না, ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক পড়াশুনা করতে থাকেন। তাঁর লিখিত 'পাদ্রীদের ধোঁকাভঞ্জন' ও 'রদ্দে খৃষ্টান' পুস্তক দু'টি সে যুগে প্রভূত সাড়া জাগায় এবং মুসলমানদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রকে ভণ্ডুল করে দেয়। পাদ্রী জমীরুদ্দীনের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও তিনি ভ্রান্তি নিরসনে সাহায্য করেন এবং শাগরিদরূপে পেয়ে যান। পণ্ডিত জমীরুদ্দীন ও পণ্ডিত রিয়াযুদ্দীন মাশহাদীর মত লোকেরা এসে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র পাশে দাঁড়িয়ে যান। খ্রিস্টান অপপ্রচার এভাবে উনবিংশ শতাব্দীতেই এ দেশে ব্যর্থ হয়ে যায়।

পাকিস্তান আমলে বিগত শতকের ষাটের দশকে হঠাৎ খ্রিস্টানদের তৎপরতা বেড়ে যায়। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র), মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র) প্রমুখকে তা খুব ভাবিয়ে তোলে। বিশেষত পাদ্রী ফাদার পিয়ারে যখন চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় পাশ ঘেঁষে হাটহাজারীর গহীরা এলাকায় তথাকথিত 'শান্তির দ্বীপ' গড়ার ঘোষণা দেয়; তখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীক সংগঠন 'তাবলীগুল কুরআন' এবং 'খাদেমুল ইসলাম জামাত' গড়ে উঠে। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) প্রথমোক্ত সংগঠনটির মহাসচিব এবং দ্বিতীয়টির সভাপতি ছিলেন। তিনি 'পাদ্রীদের গোমর ফাঁক' 'পাদ্রীদের ধোঁকা' প্রভৃতি পুস্তকাদি ছেপে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। আঞ্জুমনে হেদায়েতুল উম্মাত-এর মাধ্যমে মাওলানা জয়নুল আবেদীন সিলেটী মরহুম বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত বেশ ক'টি কার্যকরী পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করেন। তিনি একেবারে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র মত করে খ্রিস্টান পাদ্রীদের পশ্চাদ্ধাবন করে ছুটতেন এবং তারাও তাঁকে রীতিমত ভয় করে এড়িয়ে চলতো, তাঁর সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে রাজী হতো না। রাজশাহী বিভাগের সাবেক বিভাগীয় কমিশনার এবং ফুরফুরার মরহুম পীর সাহেবের খলীফা জনাব আলহাজ্জ সৈয়দ আহমদও তাঁর নেতৃত্বাধীন বিশ্ব ইসলাম প্রচার মিশনের মাধ্যমে খ্রিস্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে পুস্তক-পুস্তিকাদি প্রচার করেন। এ ইসলাম প্রচার মিশনের মাধ্যমে মরহুম নওমুসলিম মুবাল্লিগ আবুল হোসায়ন ভট্টাচার্য্য বেশ ক'টি পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করেন। বার্ণাবাসের ইঞ্জীল প্রাচ্যবিদ পাদ্রীদের মিথ্যাচারের এক জীবন্ত প্রতিবাদ। বিগত শতকের ষাটের দশকে এর পরিচিতিমূলক পুস্তিকা লিখেন মরহুম এডভোকেট নঈমুদ্দীন এবং পূর্বোক্ত আলহাজ সৈয়দ আহমদ। কয়েক বছর পূর্বে সিলেটের কবি আফজল চৌধুরী এ পুস্তকটি অনুবাদ করে একটা উল্লেখযোগ্য খেদমত আনজাম দিয়েছেন। মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র) 'হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস' লিখে প্রাচ্যবিদদের হাদীস-বিরোধী অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন–যার উর্দু অনুবাদও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রখ্যাত লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র) রচিত 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস।

বিগত শতকে মাওলানা আকরম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত' (১৯২৫) ছিল প্রাচ্যবিদদের প্রচারিত কুৎসার সবচাইতে বলিষ্ঠ জবাব। কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাচ্যবিদ প্রিন্সিপাল কর্তৃক ক্লাশে মহানবীর কুৎসার প্রতিবাদ করে তিনি বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোঁড়াতেই মাদ্রাসা ছেড়ে এসেছিলেন। উইলিয়াম মূয়র, স্প্রিংগার প্রমুখের অপপ্রচারের জবাব তাঁর গ্রন্থটির পাতায় পাতায় বিদ্যমান। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত শায়খুল হাদীস মাওলানা তফাজ্জল হোসায়নের 'মুহাম্মদ মুস্তফা ঃ সমকালীন পরিবেশ' পুস্তকটিও এ ব্যাপারে এক তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থ।

এ ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ খেদমতটি আঞ্জাম দিয়েছেন 'বাইবেল কি ঐশী গ্রন্থ' শিরোনামে ৫০০ পৃষ্ঠা কলেবরের পুস্তক—রচয়িতা এডভোকেট মুহাম্মদ সিরাজুল হক। মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক সিলেটীর 'বাইবেল ও খ্রিস্টবাদ' ও প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচারের একটি জবাব। আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের 'আমি কেন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলাম না ?', আবুল কাসেম ভূঁইয়ার 'পরধর্ম গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা)' সৈয়দ শামসুল ইসলামের 'সর্বজাতির মহান আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা)' এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম প্রচার সমিতি প্রচারিত 'পৌল সমাচার'ও এ বিষয়ক একটি প্রশংসনীয় পুস্তক। সৈয়দ আশরাফ আলীর Islam-What others Say-পুস্তকে ইসলামের নবীর প্রতি প্রাচ্যবিদদের অনেক শ্রদ্ধার্ঘও স্থান পেয়েছে। Islam and Its Holy Prophet as Judged by the Non Muslim world শীর্ষক পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার নূর আহমদ ও কে. এম. এ বর সঙ্কলিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত (২য় সং ১৯৯৪ খ্রি.) খুবই উল্লেখযোগ্য।

(ক) প্রাচ্যবিদদের ইসলামী রচনাবলী ও খেদমতসমূহ মুদ্রার অপর পিঠ

এতক্ষণ আমরা প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের বিদ্বিষ্ট সীরতচর্চা তথা ইসলাম বিরোধী প্রচারণার উপর আলোকপাত করেছি। সাথে সাথে তাদের প্রশংসনীয় কিছু কাজের উপরও একটু আলোকপাত না করলে অবিচার করা হবে। সেই বিবেচনায় এ সম্পর্কেও যৎসামান্য আলোচনা করছি।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আকরম আল ওমরী একটি প্রবন্ধে লিখেন :

"খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে ইসলাম, আরব ও প্রাচ্য সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। ইসলামকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এ সময় থেকেই তারা জানতে শুরু করেন। ইসলাম সম্পর্কে লেখাও প্রকাশিত হতে থাকে এ সময় থেকেই। এমন কি ১৮৫০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইউরোপে প্রত্যহ গড়ে একটি করে ইসলাম বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। ১৮০০ খ্রি. থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে ইসলাম বিষয়ে প্রায় ষাট হাজার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ইসলাম ও ইসলামী বিশ্ব নিয়ে গবেষণার জন্যে শুধুমাত্র আমেরিকাতে ৫০টিরও বেশী গবেষণাগার রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রায় তিনশ' ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। বিগত একশ' বছরে ইসলাম সম্পর্কে অসংখ্য কনফারেন্স ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছে প্রায় ত্রিশটি। অক্সফোর্ড সম্মেলন ছিল তার অন্যতম। সেখানে প্রায় নয় শ' প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ একত্রিত হন। এ সবের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফায়দা হাসিল করা।[৪১]"

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লিখিত বিখ্যাত 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) প্রাচ্যবিদদের সীরাত-চর্চার কথা সবিস্তারে আলোচনা করে তখন পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়ঃ

"সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে নবযুগের সূচনা হয়। ইউরোপে কর্মপ্রেরণা এবং স্বাধীনতার যুগ এ সময় থেকেই শুরু হয়। এ সময়ই প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত সমাজের উদ্ভব হয়। তাঁদের প্রচেষ্টায় দুর্লভ আরবী গ্রন্থসমূহের অনুবাদ হয়। আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানাদি বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সেই যুগটি নিকটবর্তী হতে থাকে যখন ইউরোপীয়দের ইসলাম সম্পর্কে স্বয়ং ইসলামের মুখেই জানবার সুযোগ হয়ে উঠে।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, কেবল লোকমুখে শোনা বা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিই ইসলামের ইতিহাস ও নবীচরিত রচনার ভিত্তি হয়ে উঠে। যদিও স্থানে স্থানে সাবেকি আমলের বিদ্বেষপূর্ণ উপাদানগুলো স্থান পেয়ে যাওয়াটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

এ যুগে যেহেতু ইউরোপ তাদের ধর্মগুরুদের কবর থেকে মুক্তি লাভ করে এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, তাই তাদের লেখক সমাজও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার একদলে থাকে বিদ্বেষপরায়ণ অজ্ঞ জনসাধারণ ও তাদের পক্ষপাতদুষ্ট ধর্মীয় নেতারা আর অপরপক্ষে

৪১ অধ্যাপক ড. আকরম দিয়া আল-ওমরী, *মাওকাফুল ইস্তিশরাক মিনাস সুন্নাহ ওয়াস সীরাতিন নাববিয়্যাহ* (প্রবন্ধে) মারকাজ-আল-বুহুস আস-সুন্নাহ ম্যাগাজিন, ৮ম সংখ্যা, ১৪১৫ হি.।

www.nagorikpathagar.org

থাকেন গবেষক প্রকৃতির নিরপেক্ষ পণ্ডিত সমাজ। তাদের উভয় দলের কাজই আজ আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে।*

ঐ যুগে আরবী ভাষার ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোর অনুবাদ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আর পি নিউস (Arp), মারগোলিয়থ (Margulliouth), এডওয়ার্ড পুকাক ও (Pookock) উল্লেখের দাবীদার। তবে একটি কথা লক্ষণীয়, ঘটনাচক্রেই হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, প্রথমদিকে আরবী থেকে অনূদিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোর অধিকাংশেরই মূল লেখক ছিলেন আরব খ্রিস্টান বংশোদ্ভূত-যাঁরা অতীতে কোন না কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। যেমন আলেকজান্দ্রিয়ার সাবেক পেট্রিয়ক সাঈদ ইবন বিতরীক ও টেমনুস (মৃত্যু ৯৩৯ খ্রি.)-, মিশরীয় রাজদরবারের জনৈক পারিষদ ইবনুল আমীদ আল-মাকীন (মৃত্যু ১২৮৬ খ্রি.) 'তারীখ-আদ-দুওল' এর লেখক আবুল ফারাজ ইবনুল আরবী আল মালাতী (মৃত্যু ১২৮৬ খ্রি.) প্রমুখ।

ইবনুল আমীদ আল-মাকীনের ইতিহাস গ্রন্থটি মূলত তাবারী ও তার পাদটীকারই সংক্ষিপ্তসার। হল্যাণ্ডের প্রাচ্যবিদ আর. পি. নিউস ল্যাটিন ভাষায় এর একটি অংশ অনুবাদ করে লাইডেন থেকে প্রকাশ করেন। এতে নবী করীম (সা)-এর যুগ থেকে আতাবেকীয় যুগ পর্যন্ত কালের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। আল-মাকীনের বরাতে ইউরোপের আদি ইসলামী গ্রন্থসমূহে এর প্রচুর উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে গ্রাস করতে থাকে। তাদের এ ক্ষমতায়ন ইঙ্গিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচ্যদেশীয় ভাষাসমূহ শিখার প্রতিষ্ঠানাদি খুলে বসে। প্রাচ্যদেশীয় পুস্তকাদি সম্বলিত গ্রন্থাগারসমূহের ভিত্তি স্থাপন করে। এশিয়াটিক সোসাইটিসমূহ কায়েম করে। প্রাচ্যদেশীয় গ্রন্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করে। সাথে সাথে ওরিয়েন্ট্যাল পুস্তকাদির অনুবাদও তাঁরা শুরু করে দেন।

সর্বপ্রথম হল্যাণ্ড তার অধিকৃত পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপসমূহে (ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া) ১৭৭৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি কায়েম করে। দেখাদেখি ইংরেজরাও কোলকাতায় ১৭৮৪ সালে জেনারেল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ১৭৮৮ সালে বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটি কায়েম করে। ১৭৯৫ সালে ফ্রান্স প্রাচ্যদেশীয় জীবিত ভাষাসমূহ (আরবী-ফার্সী-তুর্কী) শিক্ষার দারুল উলুম বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। দেখতে দেখতে গোটা ইউরোপ জুড়ে এ জাতীয় আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এমন কি সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও আরবী ভাষাভিজ্ঞ অধ্যাপক ও গ্রন্থাগার অপরিহার্য্য বিবেচিত হতে থাকে।

মুসলমানদের কাছে রক্ষিত অধিকাংশ সীরাত ও মাগাযী গ্রন্থের মুদ্রণকাজ অষ্টাদশ শতকের শেষোর্ধ থেকে উনিশ শতকের শেষাবধি ইউরোপে সম্পন্ন হয়ে যায়। এগুলোর অধিকাংশের ইউরোপীয় ভাষার সংস্করণও হয়ে যায়। এ গ্রন্থ সম্ভারের মধ্যে রয়েছে ঃ

- 'তারীখ আবুল ফিদা'— ল্যাটিন ভাষ্য ও পাদটীকাসহ পাঁচ খণ্ডে এটি অনুবাদ করেন রিস্ক (Reisk) (মৃত্যু ১৭৭৪ খ্রি.)।
- 'মিশকাতুল মাসাবীহ্'-ক্যাপ্টেন এ. এন. মাটিউস (A. N. Mattews) ১৮০৯ সালে কোলকাতা থেকে এর ইংরেজী ভাষ্য প্রকাশ করেন।
- 'আল-মাগাযী'-মুহাম্মদ ইবন উমর আল-ওয়াকেদীর এ গ্রন্থটি ভন ক্রিমার (Von Kremer) ১৮৫৬ সালে মুদ্রণ করান।
- 'সীরাতুর রাসূল'-ইবন হিশামের এ বিখ্যাত কিতাবখানা কুটিঙ্গেন (Cottingen) ১৮৬০ সালে প্রকাশ করেন।

---

* আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন্নবী* (উর্দু), খণ্ড ১, পৃ. ৮৮-৯০।

www.nagorikpathagar.org

- 'তারীখ আল-মাদীনা' (মদীনার ইতিহাস)-সামহূদী প্রণীত।
- 'তারীখ আল মা'আরিফ'-ইবন কুতায়বা প্রণীত-শেষোক্ত এই দুটি গ্রন্থও উক্ত ভদ্রলোকই প্রকাশ করেন।
- 'তাবাকাত ইবনে সা'দ-বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ সাখাও (Sachau) এবং অপর সাতজন প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতের অক্লান্ত চেষ্টায় (১৯০০ খ্রি.) থেকে বেশ কয়েক বছরে সবচেয়ে বৃহৎ পরিসরের এ নবীচরিত লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয়।
- সীরতে ইবনে হিশাম-'সীরাতুর রাসুল' নামে উপরে উল্লেখিত এই নবীচরিত গ্রন্থখানির জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে ১৮৬৪ সালে প্রকাশ করেন ড. জি. ওয়েইল (G. Weil)
- 'মারুজুয-যাহাব'-মাসউদীর এ বিখ্যাত পুস্তকখানা ফরাসী অনুবাদসহ ফরাসী প্রাচ্যবিদ ডি. মানিয়ার্ড প্রকাশ করেন ১৮৭৭ সালে।
- 'মদীনায় মুহাম্মদ'-আসলে এটি ওয়াকেদীর মাগাযীরই জার্মান ভাষ্য। ওয়েল হাউসেন ১৮৮২ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশ করেন।
- 'তারীখ' (ইতিহাস)-ইয়াকূবী লিখিত এই গ্রন্থটি প্রাচ্যবিদ হাওটেসমা (Houtasma)-এর প্রচেষ্টায় লাইডেন থেকে ১৮৮৩ সালে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।
- 'তারীখে তাবারী'-১৮৭৯ থেকে ১৮৯২ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রাচ্যবিদ জি. বার্থ (G. Barth) নলডিকে (Nol de-ke) কর্তৃক প্রকাশিত।

  ইউরোপ ও ইসলামের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় এবং ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপের অজ্ঞতা মোচনের ক্ষেত্রে এ পুস্তকগুলোর গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
- বর্তমান যুগের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) প্রাচ্যবিদদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে যাঁদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁদের নাম ও রচনাবলী নিম্নরূপঃ

প্রাচ্যবিদ	রচনাকর্ম
অধ্যাপক টি ডব্লিউ আর্নল্ড	The Preaching of Islam
স্টানলী লেনপলু	Saladin Moors in Spain
ড. এলোয়স স্প্রিঙ্গার	আল-ইসাবা-এর (ইবনে হাজর আসকালানীর) ইংরেজী ভূমিকা (এশিয়াটিক সোসাইটি)
এডওয়াড উইলিয়াম লেন	Arabic English Lexicon (9 Vol.) (নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধান)
এ জে উইনসিঙ্ক	আল-মু'জাম-আল- মুফহারাস লি আলফাফিল হাদীস (হাদীসের ১৪টি বিখ্যাত গ্রন্থ এবং সীরাত ও মাগাযী বিষয়ক বর্ণনানুক্রমিক মূল্যবান ফিরিস্ত অভিধান) উস্তাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী একে আরবীতে ভাষান্তরিত করে শিরোনাম দিয়েছেন

www.nagorikpathagar.org

মিফতাহ্ আল-কুনূয আস্-সুন্নাহ্'। এ গ্রন্থখানা আল্লামা সাইয়েদ রশীদ রেযা ও আল্লামা আহমাদ-এর ভূমিকাসহ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত।

জি. বি. ষ্ট্রেঞ্জ	Land at the Eastern Caliphate
আর. এ. নিকল্সন	A Literary History of Arab
ড. পি. কে. হিট্টি	History of Arabs
কার্ল ব্রুকলম্যান (জার্মান ভাষায়)	Cescht Irder Arabichen Literature.
ড. শাখ্ত (Schacht)	The Origine of Mohammedan Jurispriudince.
ডব্লিউ সি. স্মিথ	Islam in Modern History
গোল্ডযিহার	Introduction at Islamic Theology and Law
ডব্লিউ, ডব্লিউ, মন্টগোমারী ওয়াট	Mohammad at Mecca Mohammad at Medina
আর, এ গিব	Statesman Mohammad and prophet Whither Islam

Encyclopaedia of Islam শিরোনামে লাইডেন থেকে প্রকাশিত বিশালায়তন ইসলামী বিশ্বকোষটিতে কোন কোন মুসলিম নিবন্ধকারের প্রবন্ধাদি স্থান পেলেও এটাও মূলত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদেরই একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ-যা মুসলিম দেশে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রধান তথ্যভাণ্ডাররূপে গণ্য হয়ে থাকে। পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁদের ঐ মূল্যবান জ্ঞানসম্ভারকে সম্মুখে রেখেই তাতে প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করে নিজেদের উর্দু ও বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নিজ নিজ জাতিকে উপহার দিতে পেরেছেন।

১৮৮৫ সালে প্রকাশিত টমাস পেট্রিক হাগ্স (Thomas patrick Hughes)-এর রয়েল সাইজের ৭৫০ পৃষ্ঠা কলবরে Dictionar of Islam এবং তারও আগে মিউনিখ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. এফ টেইন গ্রাস (Dr. F. Stiengass)-এর Eng-Arabic ও Arabic-Eng Dictionary দু'টিও প্রশংসনীয়।

পাশ্চাত্যের জ্ঞানী-গুণীদের মুখে বিশ্বনবীর প্রশংসা

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা

পাশ্চাত্য জগতের সর্বাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাপূর্ণ Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে ঃ

"He (Muhammad is the most successfull of all prophets and religious personalities of the world." অর্থাৎ-বিশ্বের তাবৎ ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) সর্বাধিক সফল ছিলেন।

চেম্বার্স এনসাইক্লোপেডিয়া

"It was the prophet who laid the foundation of the vast edifice of enlightment and civilization which has adorned the world since his time the Muslim were commanded by the Quran to say, 'O' God! increase my knowledge, and heard by Muhammed tell them 'knowledge is the birth-right of the faithful, take it wherever

www.nagorikpathagar.org

you find it such were the seeds which grew into trees whose branches spread to Bagdad, Cicily, Egypt and Spain and whose fruits are enjoyed to this day by modern Europe."

"মহানবী (সা) এমন এক জ্ঞানালোক ও সভ্যতার বিশাল প্রাসাদের বুনিয়াদ স্থাপন করলেন যা তাঁর সময় থেকে পৃথিবীটাকে অলংকৃত করে আসছে। আল-কুরআন মুসলমানদেরকে বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'রাব্ব যিদ্‌নী ইলমা' 'হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও" হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তারা বলতে শুনেছে ঃ 'জ্ঞান হচ্ছে একজন মু'মিনের জন্মগত অধিকার। যেখানে তোমরা দেখবে তা গ্রহণ করবে। এমনতরোই ছিল সেইসব বীজ যার থেকে উদ্‌গম হলো বৃক্ষরাজির আর তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গেলো বাগদাদ, সিসিলি, মিসর এবং স্পেনে আর যার ফল ভোগ করছে আজকের ইউরোপ।" (অনুবাদ ঃ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম)

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

তিনি যে একজন বিশ্বজয়ী বীর ছিলেন তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, তিনি একজন জ্ঞানীও ছিলেন এবং প্রচুর লেখাপড়া করেছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। কোন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের ধারণা, নেপোলিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা প্রকাশে তিনি বিমুখ ছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মিশর অভিযানকালে পরবর্তীকালে তাঁর কোন কোন চিঠিতেও তা প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতেন, তা হলে হয়ত সবই প্রকাশ পেতো। কিন্তু সে সময় তিনি পাননি।

নেপোলিয়ান বলেছিলেন-"মুহাম্মদ (সা) ছিলেন এমন এক রাজা, যিনি তাঁহার স্বদেশের লোকদের তাঁর চারদিকে সমবেত করেছিলেন। মাত্র ক'টি বছরের মধ্যে মুসলমানগণ পৃথিবীর অর্ধাংশ জয় করেছিলেন। মাত্র পনের বছরের মধ্যে তিনি অধিকতর জনগণকে মিথ্যা দেব-দেবীর কবল থেকে মুক্ত করেন, যা পনের শ' বছরেও মূসা ও ঈসা (আ) করতে পারেন নি। মুহাম্মদ একজন মহাপুরুষ ছিলেন।...যখন তিনি আবির্ভূত হন, তখন সমস্ত আরব অন্ধকারে ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল।" (Bonapart, La Islam, অনুবাদ ঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃ. ২১১)

তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে তিনি একজন মুসলমানের মত করে সর্বপ্রথমে লিখেন ঃ "আমি প্রশংসা করি স্রষ্টার এবং আমার শ্রদ্ধা রয়েছে নবী ও পাক কোরআনের প্রতি। তারপর তিনি লিখেন—

"I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the coutries and establish and uniform regime based on the principles of the Quran which alone are true and which alone can lead men to happiness."

"আমি আশা করি সে সময় খুব দূরে নয় যখন সবক'টি দেশের বিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকদেরকে আমি একতাবদ্ধ করতে এবং কুরআনের যে নীতিসমূহই একমাত্র সত্য ও যে নীতিসমূহই একমাত্র মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করতে পারে সে সব নীতির উপর ভিত্তি করে এক সমরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো।" দ্র. মহানবী স্মরণিকা, প্রথম সংখ্যা, ১৩৯৮ হি. ১৯৭৮ খ্রি., পৃ.-(Star of India এবং মাসিক গুলিস্তাঁ ১৩৪১ বাং, আশ্বিন সংখ্যা ও ড. খালিদ শেলডার্কের একটি ভাষণের বরাতে-শেখ মোঃ নূরুল ইসলাম সঙ্কলিত)

Mohammad La Islam শীর্ষক গ্রন্থে তিনি এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, He (Muhammad) could be called God if the revolution brought by him would not be guided by the events of the history.

অর্থাৎ কি না, তাঁকে ঈশ্বর বলা হতো-যদি না তাঁর আনীত বিপ্লবটি ইতিহাসের ঘটানাপ্রবাহের

www.nagorikpathagar.org

দ্বারা পরিচালিত হতো।

বার্নার্ড শ ও ইসলাম

I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phases of existence which can make itself appeal to me to every age. The world must doubtless attach high value to the predictions of great men like me. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today. The Medieval ecclesiastics, either through ignorance or bigotry, painted Muhammadanism in the darkest colours. They were, infact, trained to hate both the man Muhammad and his riligion. To them Muhammad was Antichrist. I have studied him-the wonderful man and in my opinion far from being an Antichrist he must be called the Saviour of Humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and hapiness. Europe is beginning to he enamoured of the creed of Muhammad. In the next century it may go still further in recognizing the utility of that creed in solving its problems and it is in this sense that you must understand my prediction.

Already even at the present time many of my own people and of Europe as well have gone over to the faith of Muhammad. And the Islamization of Europe may be said to have begun.

If any religion has the chance of ruling over England nay Europe, within the next hundred years, it can only be Islam.

(Shaw, George Bernard, as quoted in The Genuine Islam. vol. 1, 1936, No 81936 and the *GULISTAN* (Bengali Monthly.4th" Issue of 1st" year of publication (1340 Bangla) page 184.

-"মুহাম্মদের ধর্মকে তার আশ্চর্য প্রাণ প্রাচুর্যের জন্য আমি আজীবন ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে আসছি। আমার মতে, দুনিয়ার নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ষোল আনা মিল রেখে, সর্বযুগের সর্বধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে চলার মত সামর্থ যদি কোন ধর্মের থেকে থাকে, তবে তা একমাত্র ইসলামেরই রয়েছে। আমারই মত এই মহামানবের ভবিষ্যদ্বাণীকে উচ্চমূল্যে গ্রহণ করার জন্য জগতের লোক যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, ধর্মনীতি ইউরোপে গ্রাহ্য হবে ; বর্তমানে তা হতে শুরু করেছে।

মধ্যযুগের খৃষ্টান পাদ্রীগণ হয় নিছক অজ্ঞতা, নয় অন্ধ গোড়ামীর জন্য মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্মনীতিকে একান্ত মসীরেখায় অংকিত করেছেন। বস্তুত, নবী মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্মনীতিকে ঘৃণা করার উদ্দেশ্যেই মধ্যযুগের প্রাদ্রীগণকে শিক্ষা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তাদের মতে মুহাম্মদ খৃষ্ট বিরোধী -দাজ্জাল।

আমি মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছি। মুহাম্মদ এক আশ্চর্য পুরুষ। তিনি কখনও খ্রিস্টবিরোধী বা দাজ্জাল ছিলেন না। তাঁকে বিশ্বমানবের ত্রাণকর্তারূপে অভিহিত করা সকলের উচিত। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, আজ যদি মুহাম্মদের মত কোন মানুষ পৃথিবীতে ডিক্টেটর অর্থাৎ সর্বময় কর্তার আসন গ্রহণ করতেন, তাহলে আধুনিক জটিল সমস্যার এমন সমাধান তিনি দিতে পারতেন, যার ফলে সমস্ত জগত অতি আবশ্যকীয় সুখ শান্তির অধিকারী হতে পারত।

উনবিংশ শতাব্দীতে গ্যাটে, গিবন, কার্লাইল প্রমুখ ইউরোপের নিরপেক্ষ চিন্তানায়কগণ মুহাম্মদের

www.nagorikpathagar.org

প্রচারিত ধর্মমতের মূল্য নিরূপণ করতে পেরেছিলেন। এবং তার ফলেই ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের মনোভাব বহুলাংশে পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। বর্তমান শতাব্দীতে ইউরোপ আরো অগ্রসর হয়েছে। আসছে শতাব্দীতে জগত তার জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরো বহু দূর এগিয়ে যাবে। (অর্থাৎ তারা ইসলামের নীতিকে তাদের কর্তব্য সাধনে নিয়োজিত করতে বাধ্য হবে। আমার ভবিষ্যদ্বাণী আমি এ অর্থেই করেছিলাম।)

আপনারা জানেন যে, এরই মধ্যে আমাদের দেশবাসী, বিশেষত প্রতীচ্যের অন্যান্য অংশের বহু সাধারণ নরনারী সাধারণভাবে ইসলামের শামিয়ানার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে ইউরোপকে ইসলামীকরণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।" (দ্র. *মাসিক মোহাম্মদী*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যাঃ মাসিক গুলিস্তাঁ, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩৪০ বাংলা, পৃ. ১৮৩)

"এক শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত জগৎ হয় ইসলামকে গ্রহণ করবে, না হয় ইসলামের নিয়মনীতি মেনে চলবে।" (*সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*, কোলকাতা, ৮-১-১৩৪০ বাংলা)

সিংগাপুরের '*আল-হুদা*' পত্রিকার প্রতিনিধি বার্ণার্ড শ'কে জিজ্ঞেস করেছিলেন-"আপনি কি সত্যই ইসলামকে বুঝতে পেরেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন-"বুঝেছি ঃ স্বাধীনতা, জ্ঞানের মুক্তি, গণতন্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রমের মর্যাদার নামান্তরই ইসলাম। ইসলাম সচ্চরিত্র লোকের ধর্ম।"

প্রতিনিধি-আপনি কি মনে করেন, সমস্ত জগৎবাসী ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হবে?

শ-নিশ্চয়ই না। কেননা দুনিয়ায় আরো বহু ধর্ম বর্তমান। হয়ত সেগুলো ইসলামের অগ্রগতিতে বাধা দেবে। তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের অনুগামীদের সংখ্যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমষ্টির অধিক হবেই।

প্রতিনিধি-বিষয়টি কি?

শো-ইসলাম ও মুসলমান একই জিনিস নয়। ইসলামের সত্যিকার অনুগামী মুসলমান আজ কোথায়? (*সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*, কোলকাতা, ৮-১-১৩৪০ বাং)

ফিলিপ কে, হিট্টি

"বিশ্বের নবীদের মধ্যে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ ইতিহাসের পূর্ণ আলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। পঁচিশ বছর বয়সে ধনবতী ও উচ্চমান বিধবা খাদীজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। খাদীজা বয়সে তাঁর পনের বছর বড় ছিলেন। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহীয়সী নারী জীবিত ছিলেন, ততদিন হযরত অন্য বিয়ের কথা চিন্তাও করেন নাই।"

"একদা ধ্যানস্ত অবস্থায় যখন তাঁর চিত্ত সংশয় ও সত্যের আকুল সন্ধানে উদ্বেলিত ছিল, সেই সময় তিনি শুনলেন, কে তাঁকে আদেশ করছে-সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নামে আবৃত্তি কর..। কিছুদিন চলে গেল। দ্বিতীয় আহ্বান পেলেন। আবেগভরে পীড়িত হয়ে সভয়ে সত্বর গৃহে চলে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, আমাকে ঢেকে দাও। অবতীর্ণ হলো ; 'হে বস্ত্রাবৃত পুরুষ, ওঠো, হুশিয়ার কর!...।"

আরবী হযরত মুহাম্মদের বাণী আর ওল্ড টেষ্টামেন্টের বাণী একই রকম ছিল।....তিনি অনুভব করলেন-আল্লাহর পয়গম্বর হিসাবে তাঁকে এক মহান ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।....তাঁর স্ত্রী, তাঁর চাচাতো ভাই আলী ও বন্ধু আবূ বকর তাঁর মতে দীক্ষা নিলেন।...। এক রোমাঞ্চকর নৈশভ্রমণ ঘটে। কথিত আছে, হযরত মুহাম্মদ চোখের পলকে গেলেন বায়তুল মুকাদ্দাসে। সেখান থেকে সপ্তম আকাশে (মিরাজে)। ..... একজন স্পেনীয় পণ্ডিত বলেন, এই কাহিনীই দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'-এর মূল উৎস।

পঁচাত্তরজন লোকের একটি দল মুহাম্মদকে মদীনায় গিয়ে বাস করতে দাওয়াত করে। কোরায়শদের

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি মদীনায় চলে গেলেন। এ-ই ছিল বিখ্যাত হিজরত।..বদরে যে যুদ্ধ হয়, তাতে তিনশ' মুসলমান তাঁদের পয়গম্বরের অনুপ্রেরণায় এক হাজার মক্কাবাসীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে। এটা হয়ে পড়লো হযরত মুহাম্মদের পার্থিব ক্ষমতার বুনিয়াদ।

মদনী যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা) ইসলামকে আরবের জাতীয় ধর্মে পরিণত করলেন।...৬৩০ সালে (৮ম হিজরী) জানুয়ারী মাসে মক্কা বিজয় পরিপূর্ণ করেন।...

নবম হিজরীকে বলা হয় প্রতিনিধিদলের বছর। এই বছর নিকট ও দূরের বহু প্রতিনিধিদল পয়গম্বর মুহাম্মদের নিকট আনুগত্য স্বীকার করতে আসে। কাওমের পর কাওম নবীর সঙ্গে যোগ দেয়। ....এক মহত্তর ধর্ম ও উন্নততর নীতির নিকট প্রতিমা পূজা নতি স্বীকার করে।.. . .

হিজরী দশম অব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা) মহাসমারোহে ধর্মীয় রাজধানী মক্কায় হজ্জ করতে গেলেন।. . ৬৩২ সালের ৮ই জুন মহানবী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন।...

হযরত মুহাম্মদকে কেউ যখন জানত না তখন তিনি যেমন অনাড়ম্বর ছিলেন, গৌরবের শিখরে অবস্থান করার সময়ও তিনি তেমনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। আজও আরব ও মিশরে যেমন কাঁদার ঘর আছে, তেমনি একটি কাঁদার ঘরে তিনি বাস করতেন। . . .হোগার্থ বলেন, মুহাম্মদ (সা)-এর ছোট বড় সমস্ত ব্যবহারই এক রকম আইনে পরিণত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক জেনে শুনে তাঁর অনুকরণ করে থাকে। যাদেরকে কেউ কেউ পূর্ণ মানুষ বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কারো ব্যবহারই এমন ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয় নাই।"

"তাঁর যে সামান্য সম্পত্তি ছিল, তাকে তিনি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে মনে করতেন। মদীনার ধর্ম সমাজ হতেই পরবর্তীকালের রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।. . .আরবের ইতিহাসের রক্তের বুনিয়াদের উপর না করে ধর্মের বুনিয়াদের উপর সমাজ গঠনের চেষ্টা এই প্রথম। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহান শক্তির মূর্তিমান বিকাশ। মহানবী যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি আল্লাহর খলীফা এবং দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা) তার ধর্মঘটিত কর্তব্য ছাড়াও দুনিয়ার যে কোন রাজা বাদশাহর মত রাষ্ট্রের কাজও করতেন।...

. . .হযরত মুহাম্মদের মৌলিকতার প্রধান দাবী-নতুন সমাজে পদ্রীপুরোহিতের স্থান রইল না। মসজিদ একাধারে জনসভার স্থান, সামরিক ড্রিলের ময়দান এবং জমাতবদ্ধ নামাযের স্থান। নামাযের ইমাম হলেন ময়াদানের সেই মু'মিনদের সেনাপতি, যারা সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে পরস্পর আত্মরক্ষার জন্য আদিষ্ট।. . .

আরবদের নিকট নারীর পরই প্রিয় মদ আর জুয়া। এক আঘাতে এ সব বন্ধ হয়ে গেল।...এত কাল আর দেশ একটি ভৌগলিক শব্দ—যে আরব সমাজের লোকেরা কোনদিনই ঐক্যবদ্ধ হয়নি। সেই আরব দেশে এবং সেই আরব সমাজে হযরত মুহাম্মদ গড়ে তুললেন একটি জাতি, প্রবর্তন করলেন এমন একটি ধর্ম, যা খৃষ্টান—ইয়াহূদী প্রত্যেক ধর্মের চেয়ে বেশী স্থান দখল করে আছে আর এমন একটি সাম্রাজের ভিত্তি তিনি স্থাপন করলেন, যা অনতিবিলম্বে তৎকালীন সভ্য জগতের সুন্দরতম অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।. . ." (আরব জাতির ইতিকথা)

অধ্যাপক টমাস আর্নল্ড

"চীন সাম্রাজ্যের এক চতুর্থাংশ যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েছিল, তা কি তরবারির বলে ? চীনে মুসলমানরা কোন সময় দিগ্বিজয়ীরূপে প্রবেশ করেনি, অথবা রাজত্ব করেনি। শত শত প্রমাণ দ্বারা অধ্যাপক আর্নল্ড দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও এবং মধ্য আফ্রিকায় আরব বণিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

.....ধর্মপ্রচার করার জন্য খ্রীষ্টানগণ মিশনারী নির্বাচন করে নেয়। কিন্তু মুসলমানগণের প্রত্যেকেই তাদের স্বধর্মের প্রচারক। তাদের ধর্মে পুরোহিত না থাকাতে সকল লোকই বিশেষত আরব বণিকগণ অবসর মত ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা ও সৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা বহু দেশে ধর্মের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।

মুসলমান জাতির ইতিহাস পাঠে অনুমিত হয় যে, মুসলিম রাজত্বকালে ভিন্ন ধর্মাবালম্বীগণ ধর্ম বিষয়ে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতো, বর্তমানকালে ভারতবর্ষ ব্যতীত খ্রীষ্টান জগতের কোথাও তারা কোন সময় সেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি। কুরআনের ইংরেজী অনুবাদক ইসলাম বিদ্বেষী খ্রীষ্টান জর্জ সেল সাহেব পর্যন্ত কুরআনের উপক্রমণিকায় ১২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—খ্রীষ্টানগণ ইয়াহূদী কিংবা মুসলমান অপেক্ষা ধর্ম বিষয়ে অধিক মাত্রায় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছে। ভারতের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, হিন্দুগণ মুসলমান রাজত্বকালে যেরূপ উচ্চ পদে নিযুক্ত হতেন, বর্তমান সময়ে কোন রাজ্যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ সেরূপ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি।

মুহাম্মদের এক হাতে কুরআন আর আর অন্য হাতে কৃপাণ ছিল—এই ধারণা অলীক এবং অপপ্রচার। ইংরেজ লিখিত ইতিহাসের কল্যাণে এরূপ নানা অনৈতিহাসিক, অমূলক সংস্কার এ দেশের লোকের মনে স্থান পেয়েছিল। ভরসা করি, প্রকৃত ইতিহাসের আলোচনার ফলে এই ভ্রান্তি ক্রমে দূর হবে। (হিতবাদী,১৭ বৈশাখ,১৩১১বাংলা)

টমাস কারলাইল (১৭৯৫-১৮৬২ খ্রি.)

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Heroes and-hiro-worship-এ তিনি সোৎসাহে লিখেছেন ঃ

To the Arab nation it was a birth form darkness into light. Arabia first become alive by means of it. A poor shepherd people roaming unnoticed in the desert since the creation of the world ; a hero prophet was sent down to them with a word they could believe see, the unnoticed became world notable, the small has grown world-great ; within one century afterwords, Arabia as at Granada on this hand, at Delhi on that glancing valour and the light at genious ; Arabia shines through long ages ever a great section of the world. Bellief is great life-giving. The history of a nation become furitful, soul elevating great so soon as it believes. These Arabs, the man Mahomet and that one century -is it not as if a spark had fallen. One spark on a world of what seemed black unnoticable sand; but to the sand proves explosive power blazes heaven high from Delhi to Granada.

I said, the great man was always as lightning out of heavan the rest of men wait for him like fuel and then they too would flame.

"আরব জাতির জন্যে এটা ছিল অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণ—এক নবজন্ম। এরই মাধ্যমে আরব জাতি প্রথমবারের মত জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। এক দরিদ্র রাখাল জাতি যারা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই সকলের অলক্ষ্যেই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত, এক বীর নবী তাদের কাছে এলেন তাদের বিশ্বাসযোগ্য বাণী নিয়ে। লক্ষ্য কর! অলক্ষ্যণীয়রা গোটা বিশ্বের চোখে লক্ষণীয় হয়ে উঠলো! যে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ছিল, সে হয়ে উঠলো বিশ্বশ্রেষ্ঠ। মাত্র একটি শতাব্দীর মধ্যেই আরবরা গ্রাণাডা থেকে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের মধ্যে এক দীপ্ত আলোরশ্মিরূপে সুদীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

"এক মহা পরিবর্তন। মানুষের সার্বিক অবস্থায় ও চিন্তাধারায় কী এক বিরাট পরিবর্তন ও প্রগতি সংঘটিত হলো। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানবজাতির এক বিরাট অংশ অন্য কারো কথা অপেক্ষা মুহাম্মদের কথায়ই অধিকতর আস্থাশীল। . . . . . অন্ধকার থেকে আলোর পথে দিশারী ছিলেন মুহাম্মদ। আমি

* সৈয়দ শামসুল ইসলাম, *সর্ব জাতির মহান আদর্শ মহানবী (সা)*-এর বরাতে মহানবী স্মরণিকা–১৪১১ হি./১৯৯১-৯২ খ্রি. পৃ. ৭১-৭৪।

www.nagorikpathagar.org

বলছি, স্বর্গের জ্যোতির্ময় বিদ্যুৎ ছিলেন এ মহান ব্যক্তিটি। অবশিষ্ট সকল লোক ছিল জ্বালানীর মতো তাঁর অপেক্ষায় ছিল এবং অবশেষে তারাও পরিণত হয়েছিল আগুনের স্ফুলিংগে। . . . .আমি মুহাম্মদকে পছন্দ করি ভণ্ডামি থেকে তাঁর সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার জন্য। নিজে যা নন, তাই হওয়ার জন্য তিনি ভান করতেন না। আরব জাতির কাছে তা ছিল অন্ধকার থেকে এক নব জন্ম। এক বীর নবীকে তাদের কাছে পাঠানো হলো এমন কথা দিয়ে যা তারা বিশ্বাস করতে পারে।"

অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেন—

"The revolution brought by prophet Mohammad (SM) was a great spark of fire which within a twinkle of eye, burnt out all the rubishes of inhumanity and untruths that errected their heads from Delhi to Granada and from earth to sky."

"নবী মুহাম্মদের আনীত বিপ্লব ছিল একটি বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-যা চোখের পলকে সকল ক্লেদ, সকল অমানবিকতা ও সকল অসত্যকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল এবং তাদের শিরকে দিল্লী থেকে গ্রাণাডা পর্যন্ত, যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সমুত্থিত করে দিল।" (কারলাইল, পৃ. ৩১০-১১)

এডওয়ার্ড গীবন

"আশ্রয়প্রার্থীর জন্য বিশ্বস্ততম রক্ষাকারী ছিলেন মুহাম্মদ। কথাবার্তায় সবচেয়ে মিষ্টভাষী, সবচেয়ে মনোজ্ঞ। যারা দেখেছে তাঁকে তারা ভক্তিআপ্লুত হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে; যারা নিকটে এসেছে তাঁর তারা তাঁকে ভালবেসেছে, যারা তাঁর বর্ণনা দিতে চেয়েছে, তারা বলেছে-তাঁর মত আগেও কখনো কাউকে দেখিনি পরেও না। . . . মোহাম্মদের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি ছিলেন শালীন রসিকতা ও প্রত্যুৎমতিত্বসম্পন্ন। তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল উন্নত ও মহৎ, তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। . . . . .জাগতিক শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেও আল্লাহ্র রাসূল তাঁর নিজ গৃহের ভৃত্যের কাজগুলোও করতেন। তিনি আগুন জ্বালাতেন, ঘর ঝাড় দিতেন, দুগ্ধ দোহন করতেন এবং নিজ হাতে নিজের কাপড় সেলাই করতেন।....মুহাম্মদের ধর্মমত দ্ব্যর্থকতার সন্দেহ থেকে মুক্ত ও কুরআন আল্লাহ্র অদ্বিতীয়ত্বের গৌরবময় সাক্ষ্য।....তাঁর আনীত ধর্মবিধান সর্বলোকের জন্য প্রযোজ্য। এ বিধান এমন বুদ্ধিবৃত্তিক মূলনীতি ও আইনানুগ পদ্ধতিতে রচিত যে, সমগ্র বিশ্বে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

"ইসলামের বিস্তার সবচেয়ে স্মরণীয় বিপ্লবের অন্যতম যা দুনিয়ার জাতিসমূহে রেখে গেছে এক নুতন ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের ছাপ।"

স্যার উইলিয়াম মুয়র

"He (Prophet Mohammad (SM) was the master mind not only of his own age but all of ages.

"তিনি [হযরত মুহাম্মদ (সা)] যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শুধু সে যুগেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তানয়াক ছিলেন তাই নয়, বরং তিনি সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক এবং মনীষীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।"

With regard to the Life written by Dr. Spreger, Sir, W. Muir writes that, "The work of Dr. Sprenger which came out as I was pursuing my studies, appeared to me (as I have shown in some passages of this traties to procud upon erronous assamptions both as to the state of Arabia prior to Mohamet and the character of the prophet himselt. (Preface XVI, Essays on the life of Mohamet Vol-I 1870-1981)

www.nagorikpathagar.org

উইলিয়াম মূয়র আলো বলেছেন ঃ

"আবির্ভূত হলেন একটি মানুষ-মুহাম্মদ, ব্যক্তিত্বে ও ঐশী নির্দেশ পরিচালনার দাবিতে যিনি প্রকৃতই সম্পন্ন করলেন সেই অসম্ভবকে-যুদ্ধরত গোত্রগুলোর মিলনকে। ...আমাদের মনীষীগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, যুবক মুহাম্মদ ন্যায় অমায়িক ও সরল ব্যবহারের লোক তৎকালে মক্কায় দুর্লভ ছিল। এ মহামানবের বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তাঁকে মহান আল্লাহ্ নবুওয়াত দান করেন। এটা ছিল লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত মানুষের জন্য সাম্য, স্বাধীনতা তথা পদদলিত মানুষের মুক্তির এক মহাসনদ। তিনি প্রথমেই পাথর, বৃক্ষ, নক্ষত্র-এক কথায় সকল প্রকার মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সাথে সাথে তিনি মানুষকে তাদের সার্বিক মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করেন। মহানবীর আবির্ভাবকালীন সময়ের মত সামাজিক অধোগতি আর কখনো ঘটেনি এবং মহানবীর তিরোভাবের সময় সমাজ-জীবন যে পূর্ণতা পেয়েছিল, তাও আর কখনো দেখা যায়নি।"

শেষ নবীর মদীনার সনদ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ "এটা মুহাম্মদের অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপূর্ব মননশীলতা, শুধু তৎকালীন যুগেই নয়, সর্বযুগে সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।"

এইচ. জি. ওয়েলস

"গোড়া থেকেই ইসলাম খ্রীস্টধর্মের জটিলতা ও ইয়াহূদীবাদের কুটিল ধর্মান্ধতার বিরোধিতা করে আসছে।. . . .এটা গৌতম বুদ্ধের মতবাদের ন্যায় শুধু একটা নতুন মতবাদ ছিল না, বরং তৎকালীন ঈসায়ী ধর্মের ন্যায় এটা স্বর্গীয় এক নতুন ধর্ম ছিল। তদুপরি এটা হলো চিরস্থায়ী একটা জীবন-ব্যবস্থা। . . . উদারতা, মহানুভবতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের গুণরাজিতে ইসলাম পরিপূর্ণ। ইসলাম তার নিজস্ব উপাসনা-পদ্ধতির মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সকলকে একই কাতারে সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তাই সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়ার দরুন মুহাম্মদ সর্বপ্রকার মানুষের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।"

ডবলিউ, ডবলিউ, মন্টোগোমারী ওয়াট

"তাঁর যুগে তিনি ছিলেন একজন সামাজিক সংস্কারক, এমনকি নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন সামাজিক নিরাপত্তার এক নতুন পদ্ধতি এবং এক নতুন পরিবার-সংগঠন ; আর উভয়টিই ছিল পূর্বেকার ব্যবস্থার উপর বিরাট উন্নতি সাধন। যাযাবরদের নৈতিকতায় সর্বোৎকৃষ্ট যা, তা নিয়ে এবং গৃহী সম্প্রদায়ের জন্য তা উপযোগী করে গ্রহণের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন বিভিন্ন মানবজাতির জীবনের জন্য এক ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামো।.... মুহাম্মদ ছিলেন কুশলী শাসক। শাসনকার্যের জন্য লোক নির্বাচনে তিনি ছিলেন মহাবিজ্ঞ।"

কবি জন মিল্টন

"মুহাম্মদ আবির্ভূত হলেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং পৌত্তলিকতাকে নিশ্চিহ্ন করলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও মিসরের অনেকাংশ থেকে যার সর্বাংশেই আজ পর্যন্ত এক পবিত্র আল্লাহর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের প্রবক্তাদের মনের উপর মুহাম্মদের ধর্মশক্তির সবচাইতে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীতে সকল বিশ্বাসের জরাজীর্ণ অবস্থার ও সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে স্থাপন করার প্রবণতা রোধে ইসলাম যদিও যথেষ্ট প্রাচীন, তবু এর অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার লক্ষ্যকে মানুষের ইন্দ্রিয় ও কল্পনার স্তরে নামিয়ে আনাকে ঠেকিয়েছে। . . . গোত্রপতি ইব্রাহীমের সময় থেকেই পৃথিবীতে বহুবিবাহ প্রচলিত এবং বাইবেল অনুযায়ী তা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ। বাইবেলে বিস্তর বক্তব্যাংশ রয়েছে যাতে দেখা যায় যে, এটা অপবিত্র বলে বিবেচিত হতো না। সুতরাং মুহাম্মদ বহুবিবাহের প্রচলন করেননি, বরং এটাকে নিম্ন সীমায় সীমিত করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ষ্ট্যানলি লেনপুল

"মুহাম্মদ পৃথিবীর সেই অল্প সংখ্যক সুখী ব্যক্তিদের একজন, যাঁরা তাঁদের জীবদ্দশাতেই এক মহান সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করে মহাগৌরবের অধিকারী হয়েছেন। তিনি ছিলেন নগণ্য ও পতিতদের ক্ষমাশীল আশ্রয়দাতা। তাঁর ছোট্ট চাকরকেও কখনো তিনি তিরস্কার করেননি। তিনি ছিলেন সবচাইতে শিষ্টভাষী এবং আলোচনায় ছিলেন তিনি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। . . . ধর্ম ও সাধুতার প্রচারক হিসেবে মুহাম্মদ যে রকম শ্রেষ্ঠ ছিলেন, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও অনুরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। . . . তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী লোক। বিশ্বের মানবতাকে উজ্জীবিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন হত সেখানে তিনি উৎসাহীর ভূমিকা পালন করতেন। তবে তাঁর এ উৎসাহ সাধারণত মহৎ উদ্দীপনাপ্রসূত ছিল।

"তিনি কল্যাণীয় অদ্ভুত শক্তিতে, হৃদয়ের উষ্ণতায়, অনুভূতির মাধুর্য ও বিশুদ্ধতায় ছিলেন বিশিষ্ট। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়--'পর্দার অন্তরালে কোন কুমারীর চেয়ে অধিক শিষ্ট ছিলেন তিনি'। ... ... জীবনে কখনো তিনি কাউকে আঘাত করেননি। সবচেয়ে খারাপ বাক্য যা তিনি কথাবার্তায় কখনো ব্যবহার করেছেন তা ছিল—'তার কি হয়েছে ?' 'তার কপাল কাঁদায় আচ্ছন্ন হয় যেন'। কোন একজনকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, -'অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হইনি, আমি প্রেরিত হয়েছি মানব জাতির কল্যাণরূপে।' তিনি অসুস্থদের দেখতে যেতেন। কোন শবাধারের সম্মুখীন হলে তিনি এর অনুগমন করতেন। গোলামেরও খানার দাওয়াত গ্রহণ করতেন তিনি। সেলাই করতেন তাঁর নিজের পোশাক। ছাগলের দুগ্ধ দোহন করতেন। নিজের সেবা নিজেই করতেন সংক্ষেপে বর্ণনা করতেন হাদীস। অন্য কারও হাত থেকে কখনো নিজের হাত আগে টেনে নেননি এবং অন্য লোকটির ঘুরে দাঁড়াবার আগে তিনি নিজে ঘুরে দাঁড়াতেন না।"

জন ড্যাভেন পোর্ট

"সমগ্র দুনিয়ার বিশিষ্ট ধর্মীয় মহাপুরুষদের মধ্যে মুহাম্মদই সর্বাপেক্ষা সফলকাম মহাপুরুষ।' লেখকের এ উক্তি 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ জ্ঞানী ইংরেজ লেখক ১৮৬৯ সালে 'মুহাম্মদ এণ্ড টিচিংস অব দ্য কুরআন' নামে লিখিত তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থের এক স্থানে বলেন ঃ ....

মুহাম্মদ একজন সাধারণ আরববাসী হয়ে তাঁর দেশের বিক্ষিপ্ত চিত্ত, ব্যাপ্তিতে অত্যল্প, নিরাভরণ, ক্ষুধাকাতর উপজাতিসমূহকে একত্রীভূত ও আজ্ঞানুবর্তী এক সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছিলেন এবং এ জাতির লোকদের নতুন গুণাবলী ও নতুন চরিত্র শক্তিতে বিভূষিত করে জগৎ সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন।"

"আমরা কি ধারণা করতে পারি যে, মুহাম্মদের নবুওতের প্রচারকার্য তাঁর কল্পনাপ্রসূত এবং তিনি তাঁর এ অসাধুতা সম্পর্কে সর্বাংশে সজ্ঞান ছিলেন ? না, নিশ্চয়ই না। এরূপ কোন কিছু নয়। পক্ষান্তরে নবুওয়াত প্রচারের পূণ্যময় পরিকল্পনার সচেনতা প্রকৃতপক্ষেই মুহাম্মদের ছিল। খাদিজার কাছে তাঁর প্রথম ঐশীবাণী প্রচার থেকে শুরু করে আয়েশার ক্রোড়ে মৃত্যুবরণের সময়কাল পর্যন্ত তিনি তাঁর সর্বাধিক নিকট আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ সহচরবৃন্দের কাছে নিজের স্বরূপ গেপান না রেখে সতত অবিচলিত থেকে অপ্রতিহত বেগে তাঁর নবুওয়তবাণী বহন করে নিয়েছেন।"

"ইসলামের প্রথম অনুসারীরা ছিলেন মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর নিকট আত্মীয়। নবীর সত্যতার এটা একটা শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ, তাঁরা ব্যক্তি মুহাম্মদ ও নবী মুহাম্মদকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। নবুওয়াতের দাবি যদি তার মিথ্যা হতো, তাহলে এর কৃত্রিমতা ও ক্রুটি-বিচ্যুতি তাদের দৃষ্টি এড়াতো না

www.nagorikpathagar.org

মেজর আর্থার, জি লিউনার্ড

"পৃথিবীর কোন মানুষ যদি আল্লাহ্‌কে দেখে থাকেন, কোন মানুষ যদি কখনো সৎ ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহর কাছে নিজকে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন ; তাহলে নিশ্চিতরূপে সে ব্যক্তিটি হলেন আরবের নবী। মুহাম্মদ যে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন, তা নয় বরং এ পর্যন্ত যতো মানুষ মনবতার জন্ম দিয়েছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন তিনি। মুহাম্মদ এমন একজন মানুষ, যিনি শুধু মহৎই নন বরং মহত্তমদের অর্থাৎ সত্যের শীর্ষে আরোহণকারীদের অন্যতমও ছিলেন। তিনি শুধু নবী হিসেবেই নন, দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবেও মহান। তিনি ছিলেন পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক পথের নির্মাতা। তিনি গঠন করেছেন একটি মহান জাতি এবং সুবিশাল সাম্রাজ্য। তিনি ছিলেন সত্যের জনক, তিনি স্বয়ং ছিলেন সত্য-তাঁর নিজের কাছে, তাঁর অনুসরণকারীদের নিকট, পরিচিতদের নিকট, সর্বোপরি মহান আল্লাহ পাকের নিকট।....ইতিহাসে তাঁর ন্যায় আর কোন নবী, রাসূল বা সংস্কারক দেখা যায় না, যিনি এত অল্প সময়ে মানুষের জীবন এত বড় অলৌকিক এবং বিস্ময়কর সংস্কার সাধন করেছেন।"

রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথ

তাঁর রচিত Mohammad and Mohammednism গ্রন্থে বলেছেন ঃ

"If was a great fortune of the history of the world that it could come across a great man like prophet Mohammad (SM) who established three things at a time (1) a great empire (2) a great nation and (3) a great religion."

"বিশ্ব ইতিহাসের এটা পরম সৌভাগ্য যে, মুহাম্মদ (সা)-এর মত একজন মহানবী ও মহামানবের সাক্ষাতলাভে সমর্থ হয়েছিল, যিনি একাধারে একটি বিরাট সাম্রাজ্য, একটি সুমহান জাতি এবং একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

"আমি ভেবে আশ্চর্য হই যে, মুহাম্মদ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে ধীরে ধীরে নিজের অবস্থার এতো পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। একদা মরুপ্রান্তরের মেষচালক, সিরিয়ার ব্যবসায়ী, হেরা গুহায় ধ্যানরত তাপস অতি অল্প সময়ে মদীনার শাসক পদে অধিষ্ঠিত হলেন। বাহ্যিক পরিবর্তন হলেও তাঁর নিজ সত্তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি পূর্বাপর লোকের সাথে একইরূপ ব্যবহার করতেন। দুনিয়াতে এমন কোন লোক আছে কিনা সন্দেহ, যার এতোগুলো বাহ্যিক পরিবর্তনের পরও স্বীয় সত্তায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি।.....তিনি একাধারে রাষ্ট্রপতি ও ধর্মীয় প্রধান হলেও রাজকীয় অবস্থা গ্রহণ করেননি। কোন বিশেষ সামরিক বাহিনী বা দেহরক্ষী ব্যতীত এবং কোন কর ধার্যকরণ ছাড়াই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। একমাত্র মুহাম্মদ ব্যতীত অন্য কোন লোকের মধ্যে এমন মুকুটহীন সম্রাটরূপে রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা ছিল কি ? ...সংস্কারকদের মধ্যে মুহাম্মদ সর্বশ্রেষ্ঠ। ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক অভূতপূর্ব সৌভাগ্য যে, মুহাম্মদ একেবারে তিনটি জিনিসের মহান স্থপতি–একটি জাতি, একটি সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্ম।"

"আসলে ব্যক্তি জীবনের গভীরতম অঞ্চল চিরকাল আমাদের নাগালের বাইরে থাকে কিন্তু আমরা মুহাম্মদের বাহ্যিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে অবগত। তাঁর যৌবন, তাঁর অভ্যাস, তাঁর প্রাথমিক চিন্তাধারা ও এর ক্রমোন্নতি, তাঁর উপর মহান ওহীর পর্যায়ক্রমিক অবতরণ, তাঁর জীবনের মিশন ঘোষিত হবার পরবর্তীকালের একখানি কিতাব (কুরআন) আমাদের নিকট আছে। এ কিতাবটি নিজের মৌলিকত্বের ব্যাপারে সংরক্ষিত থাকার ও অবিনশ্বর বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। এ পুস্তকের অভ্যন্তরীণ সত্যতার প্রশ্নে এখনও কেউ যুক্তিযুক্তসন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। যদি কোন গ্রন্থ আমাদের নিকট থাকে, যার মধ্যে যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের সত্তা রূপলাভ করেছে, তাহলে সেটি হলো পবিত্র কুরআন। সাধারণত কৃত্রিমতাহীন, বৈপরীত্যহীন অথচ বিশাল ও মহত্তর চিন্তায় ভরপুর। এর

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ একটি সুচিন্তিত মস্তিষ্ক, আল্লাহর প্রেমের নেশায় মগ্ন, কিন্তু তার সঙ্গে মানবিক দুর্বলতার যোগ আছে। এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবার দাবী তিনি কখনও করেননি এবং এটিই হচ্ছে মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব।"

"Islam is the most complete, the most sudden and the most extraordinary revolution that has ever come over any nation on earth."

"Mohammed to the end of his life claimed for himself that tital only with which he had begun, and which the highest philosophy and the trust Cristianity will one day. I venture believe, agree in yielding to him, that of a Prophet, a very Prophet of God."

"For Although, there is not a single aspect of European growth in which the decisivelt influence of Islamic civilization is not traceable no where is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world and the supreme source of its victory-natural science and scietific spirit."

চার্লস স্টুয়ার্ট মিলস

"বিশাল ও বর্ণালী প্রকৃতি হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ সচরাচর শিক্ষা হতে বঞ্চিত তাঁর চিন্তাধারা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করতো আর তাঁর নিম্নস্তরের অনুসারীদেরকেও স্পর্শ করতে পারতো। তাঁর সরল-সোজা ও অভূতপূর্ব বক্তব্য, নির্ভীক ও মোবারক চেহারা তাঁর জন্য সম্মান ও ভালবাসা বয়ে আনতো। তাঁর এমন এক অপার্থিব ও শক্তিধর প্রতিভা ছিল যা সুধী পণ্ডিত ও বিদ্যাহীনকে একইভাবে প্রভাবিত করতো।"

মাইকেল হার্ট

তার 'দি হানড্রেড' বই এ নবী করীম (সা)-কে শীর্ষে রেখে মন্তব্য করেছেন—

"My choice of Mohammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels, of humble origins Mohammad founded and promulgated one of the world's great religion and became an immensely effective political leader. To day, Thirteen centuries after his death, influence is still powerful and pervasive."

"হযরত মুহম্মদ (সা)-কে বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী মনীষীদের তালিকায় সবার শীর্ষে আমি স্থান দিয়েছি-এতে কেউ কেউ আশ্চর্য হতে পারেন-আবার কেউ এ নিয়ে প্রশ্নও তুলতে পারেন। কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুলার) এই উভয় ক্ষেত্রে একযোগে বিপুলভাবে সফলকাম হয়েছিলেন.........।" (অনুবাদ ঃ খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ, 'সবার শীর্ষে যে নাম'-মহানবী স্মরণিকা ১৪০৩ হি. পৃ. ৩৯)

গ্যাটে

আল্লাহ্ পাকের বিঘোষিত বিশ্বনবীর শাশ্বত এবং সার্বজনীনতাকে সমর্থন করে বলেছেন, "Unlettered Mohammad (SM) of Arab is the wisest man of the world. And what His Quran says if that be the Islam then we are all Muslims."

"আরবের নিরক্ষর মুহাম্মদ (সা) হলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তাঁর প্রচারিত কুরআনই যদি ইসলাম হয় তা হলে আমরা সকলেই মুসলমান।"

www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর ল্যামারটিন

"এত ক্ষীণ কোন উপায় নিয়ে মুহাম্মদের মতো কোন ব্যক্তি কখনো মানবিক ক্ষমতার এত অধিক কোন দায়িত্বে হাত দেননি।....তাঁর মতো কখনো কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে এত উন্নত ও স্থায়ী কোন বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারেননি। —যা দিয়ে মানবীয় মহত্ত্বের পরিমাপ করা চলে তার সকল মানের বিচারেই আমরা যথার্থ এই প্রশ্ন করতে পারি মুহম্মদের চাইতে মহত্তর কোন ব্যক্তি আছেন কি ? —মুহাম্মদ বিনম্র, তবু নির্ভীক, শিষ্ট তবু সাহসী, ছেলেমেয়েদের মহান প্রেমিক, তবু বিজ্ঞজন-পরিবৃত, তিনি সবচেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী, এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে অপরিবর্তনীয় এবং সহায়তায় ভ্রাতৃসুলভ, প্রতিকূল ঘটনায় বা সম্পদের সমৃদ্ধিতে অথবা দারিদ্রে, শান্তিকালে বা যুদ্ধে অবিচলিত, দয়ার্দ্র, অতিথিপরায়ণ এবং উদার, নিজের জন্য সর্বদাই মিতাচারী। কঠিন তিনি মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে. ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে, খুনী, কুৎসাকারী,অপব্যয়ী ও অর্থলোভী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এবং এ জাতীয় লোকের বিরুদ্ধে, ধৈর্যে, বদান্যতায়, দয়ায়, পরোপকারিতায়, কৃতজ্ঞতায়, পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রার্থনা অনুষ্ঠানে এক মহান ধর্মপ্রচারক।" (হিষ্ট্রি দ্য টার্কি)

প্রফেসর স্নাউড হারগ্রোনজ্ঞ

"মানবীয় জাতিসংঘের আদর্শ অন্য কোন ধর্মের চাইতে ইসলামের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; কারণ, মুহাম্মদের ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'জাতিসংঘ এত গুরুত্ব সহকারে সকল মানবজাতির সাম্যের নীতিকে গ্রহণ করেছে যে, তাতে লজ্জায় পতিত হয়েছে অন্যান্য সম্প্রদায় সমূহ।"

জন উইলিয়াম ড্রেপার

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'A History of the Intelltuel Development of Europe' পুস্তকে লিখেন :

"Four years After the death of Justinian, in AD 569, was born at Macca, in Arabia, the man (Muhammad) who, of all men, has exercised the greatest influence upon the human".

"সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ (মতান্তরে ৫৭০) খ্রিস্টাব্দে আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মদ, যিনি পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মানবজাতির উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।"

"কুরআন চমৎকার নৈতিক উপদেশ ও নীতিসূত্রে পরিপূর্ণ, তার রচনাশৈলী খন্ডে খন্ডে গঠিত, কিন্তু সারগর্ভবাক্য যাকে সকল মানুষই অনুমোদন করবে। এই খণ্ড খণ্ড গঠন, তার মূল পাঠ, তার সূত্রমালা এবং নিয়মাদিকে করেছে সম্পূর্ণ, করেছে জীবনের যে কোন ঘটনার জন্য সাধারণ মানুষের উপযোগী।" স্যার সৈয়দের পুস্তকে উদ্ধৃত ডেভেন পোর্টের উদ্ধৃতির দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

John Davenport writes : Is it possible to conceive, we may ask, than the man who affacted such great and lasting reforms in his own country by substituting the worship of the one only true God for the gross and debasing idolatry in which his countrymen had been plunged for ages ; who abolished infanticde , prohibited the use of spiriteous liquors and games of chance (those sources of moral depravity) who restricted within comparatively narrow limits the unrestrained polygamy which he found in existence and practice;_can we,we repeat, concive so great and zealous a reformer to have been a mere impostor, or that his whole career was one of sheer hypocrasy ? No, surely nothing but a consciousness of real righteous

www.nagorikpathagar.org

intentions could have carried Muhammed so steadily and constantly without evere flinching or wavering, without every betraying himself to his most intimate connections and companions, from his first revealation to Khadija to his last agony in the arms of Ayesha.

—Surely a good and sincere man, full of confidence in his creator, who makes an immense reform both in faith and practice is surely a direct instrument in the hand of God and may be said to have a commission from Him. Why may not Muhammed be recognised, no less than other faithful, imperfect, servents of God. as truly a servants of God, serving him faithfully though imperfectly ? Why may it not be belived that he was in his own age and country, a preacher of truth and righteousness, sent to teach his own people the unity and righteous of God, to give them civil and moral precepts suited to their condition ?" (Essays on the life of Muhammad-By Sir Syed Ahmad `Preface, xxi-ii)

জন ডেভেন পোর্ট লিখেন:

"যিনি তাঁর নিজের দেশে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নীতিজ্ঞানহীন জঘন্য পৌত্তলিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত তাঁর স্বজাতিকে একক স্বত্ব খোদার ইবাদতে অভ্যস্ত করে তাদের মধ্যে বিপুল ও স্থায়ী সংস্কার সাধন করেছেন, যিনি জীবন্ত শিশু হত্যার মত জঘন্য পাপকে রহিত করেছেন, যিনি নৈতিক মূল্যবোধবিধ্বংসী মদ ও জুয়া (সুদপ্রথা সহ) নিষিদ্ধ ও নির্মূল করেছেন, যিনি তাঁর সময়ে দেশে প্রচলিত ও প্রচারিত বহু-বিবাহ প্রথাকে অগণন সংখ্যা থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট স্বল্প সংখ্যায় সীমিত করেছেন, আমরা কি এমন একজন অত্যুৎসাহী মহান সংস্কারককে নিছক একজন প্রবঞ্চক বা তাঁর সমস্ত জীবনসাধনাকে ডাহা প্রতারণপূর্ণ বলতে পারি? না, পারি না, নিশ্চয়ই পারি না। নিজে বিশ্বাসভঙ্গ না করে পরম বিশ্বস্ত সঙ্গীসাথীদের সহায়তায় বিশুদ্ধ ও বিবেকসম্পন্ন অভিপ্রায় ও টলটলায়মান অবস্থা থেকেও মুহাম্মদ (স) নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। এসব সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছেন খাদীজা–যাঁর নিকট তিনি সর্বপ্রথম প্রাপ্ত ওহী লাভের কথা বলেছেন ও আয়েশা –যাঁর নিকট বলেছেন সর্বশেষ মৃত্যুযন্ত্রণার কথা।

যিনি স্রষ্টার নিকট অতি বিশ্বস্ত ও মহৎ, যিনি ধর্ম ও আচার আচরণে অসাধারণ সংস্কার সাধন করেছেন, তিনি সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সুপথপ্রাপ্ত,নিযুক্ত বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। আস্থাহীনদের থেকে,মূর্খ ও অনাচারীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থেকে মুহাম্মদ (স) কেন একজন বিশ্বস্ত বিশ্বাসী,সত্যনিষ্ঠ ও সদাচারীরূপে গণ্য হবেন না? তিনি তাঁর প্রভুর ইবাদত ও বিধিবিধান সঠিকভাবে পালন ও প্রচার করেছেন বলে কেন বিশ্বাস করা যাবে না? তাঁর সময়ে তাঁর দেশের তাৎক্ষণিক অবস্থার প্রেক্ষিতে, দেশবাসীদেরকে সঠিক পৌরজ্ঞান ও ন্যায়নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সত্যের,তৌহীদের ও ন্যায়পরায়ণতার প্রসারকল্পে প্রচারকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন বলে কেন বিশ্বাস করা যাবে না?" (অনুবাদঃ মাহমূদ লশকর)

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও অনেকে ইসলামকে না জানা ও না বোঝার কারণে ইসলাম ও আমাদের পেয়ারা নবী সম্পর্কে 'যা তা মন্তব্য করতে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করে না। আশা করি, এই সকল বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির মন্তব্য তাদের চোখ খুলে দেবে ; স্বধর্ম ও স্বজাতিকে জানার আগ্রহ ও প্রেরণা বৃদ্ধি করবে।

www.nagorikpathagar.org

ডেসার সম্মানিত গ্রাহকদের জন্য জ্ঞাতব্য

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

নিয়মিত বিদ্যুৎবিল পরিশোধ করুন

⇒ বিদ্যুৎ মিতব্যয়ী হউন। বিদ্যুতের অপচয় রোধ করুন।

⇒ অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার একটি অপরাধ। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদেরকে বৈধ সংযোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন এবং ডেসার সাহায্য নিন।

⇒ ডেসার প্রত্যেক বাণিজ্যিক পরিচালন এলাকার জন্য পরিদর্শক দল গঠন করা হয়েছে। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও বকেয়া আদায়ে পরিদর্শন দলকে এবং ডেসার ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করুন।

⇒ সকল শিল্প-কারখানা, এ্যাপার্টমেন্ট ভবন, মার্কেটে পিএফআই/ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করুন।

⇒ সান্ধ্য পিক-আওয়ারে ওয়েল্ডিং মেশিন, আবাসিক পানির পাম্প, হিটার, ইস্ত্রি ইত্যাদির মতো বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার বন্ধ রাখুন।

⇒ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষে সাপ্তাহিক খোলার দিনে সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দোকান-পাট বন্ধ রাখার সরকারী নির্দেশ মেনে চলুন।

⇒ পিক-আওয়ারে নিজস্ব জেনারেটর ব্যবহার করে বিদ্যুতের অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে সাহায্য করুন। সরকার বিনা শুল্কে জেনারেটর আমদানীর সুযোগ দিয়েছে।

⇒ সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখতে সহায়তা করুন।

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

শহর, বন্দর ও গ্রাম বাংলার ঘরে-ঘরে
জ্বালানী তেলের নিশ্চিত সরবরাহ
অধিক খাদ্য ও শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে
ফলপ্রসূ অবদান রাখা আমাদের
সকল কর্মতৎপরতার লক্ষ্য

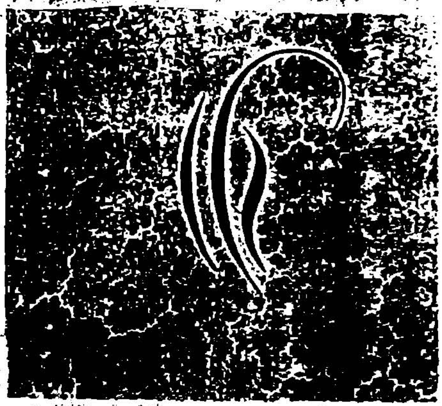

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, পোষ্ট বক্স নং-২০৫২, চট্টগ্রাম-৪১০০

www.nagorikpathagar.org

- প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যান্য জ্বালানীর তুলনায় দামে কম

- জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে
  জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করুন

- প্রাকৃতিক গ্যাস সীমিত সম্পদ
  এর অপচয় রোধ করুন

- সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এড়ানোর জন্য নির্ধারিত
  সময়ের মধ্যে গ্যাস বিল পরিশোধ করুন

বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড

পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী

www.nagorikpathagar.org

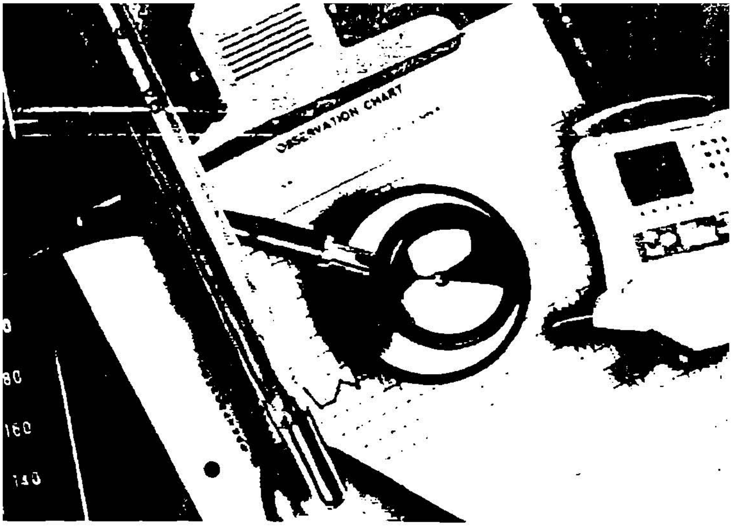

সহজ শর্তে

ডাক্তার ঋণ প্রকল্প

- চিকিৎসা সরঞ্জাম
- চেম্বার
- মেডিক্যাল স্টোর
- ক্লিনিক

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের
যেকোন শাখায় যোগাযোগ করুন।

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Ltd.

61 Dilkusha C/A, Dhaka-1000. Tel: 9559333 Fax: 88-02-9561213 website: www.mblbd.com

www.nagorikpathagar.org

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় মুহাম্মদ (সা) প্রসঙ্গ

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' বা বৃটিশ বিশ্বকোষের একটা সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বিশ্বব্যাপী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এহেন একটি বিশ্বকোষ যখন ইসলাম বা ইসলামের নবী প্রসঙ্গে কোন নিবন্ধ প্রকাশ করে, তখন তাতে কেবল যে পর্বতপ্রমাণ ভুলভ্রান্তিই থাকে তাই নয়, বরং ঐ সমস্ত নিবন্ধ পাঠে সঙ্গতভাবেই ধারণা করা চলে যে, আজো বুঝি ক্রুসেড যুদ্ধের অবসান হয়নি। ঐ বিশ্বকোষের নিবন্ধকাররা যেন বিশ্বের সোয়া শ' কোটি মুসলমান এবং ৬০/৭০ টি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রকে কোন হিসাবের মধ্যেই ধরেন না। তাই এই সোয়া শ' কোটি মুসলমানের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কটূ-কাটব্য করতে যেমন নিবন্ধকাররা কোনরূপ চক্ষুলজ্জা বা সভ্যতা-ভব্যতার ধার ধারেন না, তেমনি ঐ জ্ঞানগর্ভ বিশ্বকোষ প্রকাশকারী প্রকাশনা সংস্থাটিকেও এগুলো প্রকাশে কোনরূপ দ্বিধা করতে দেখা যায় না। যদি তাই না হতো তা হলে অন্তত ইসলাম বা ইসলামের নবী সংক্রান্ত নিবন্ধাদি প্রকাশের পূর্বে তাঁরা আর কারো না হোক পৃথিবীর প্রাচীনতম আল্ আযহার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন।

আজ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ১৫তম ভলিউমের ৬৪৬ পৃষ্ঠা থেকে ৬৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 8 পৃষ্ঠা ব্যাপী নিবন্ধটি-যার শিরোনাম হচ্ছে 'মুহম্মদ'।

নিবন্ধকার প্রফেসার ডেভিড স্যামুয়েল মারগোলিয়াথ একজন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত। ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধাদি লিখে তিনি এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লণ্ডনের G.P. Putnam's Sons থেকে সেই ১৯০৫ সালেই প্রকাশিত হয় তাঁর Muhammad and the Rise of Islam শিরোনামের বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তকটি। মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর বহুল আলোচিত "মোস্তফা চরিত" নামক ৭৭৫ পৃষ্ঠার বিশাল নবী-চরিত গ্রন্থের অনেক স্থানে সেই ১৯২৫ সালেই এবং প্রখ্যাত মিসরীয় লেখক ডক্টর মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল, ১৯৩৫ সালে তাঁর বিখ্যাত

www.nagorikpathagar.org

আরবী "হায়াতে মুহাম্মদ" গ্রন্থে মারগোলিয়াথের আপত্তিকর অনেক বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ভদ্রলোকটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রধানরূপে কর্মরত ছিলেন। মওলানা আকরম খাঁর বাংলা ভাষায় লিখিত জবাবগুলি পড়ার সৌভাগ্য মারগোলিয়াথের না হলেও জামে আযহারের অবস্থানস্থল আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম নগরী কায়রো থেকে প্রকাশিত আরবী "হায়াতে মুহাম্মদ' গ্রন্থটি অক্সফোর্ডের আরবী বিভাগ প্রধানের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। কিন্তু তার পরেও উক্ত ভদ্রলোকের লিখিত বিদ্বেষমূলক নিবন্ধ ১৯৫১ সালের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় প্রকাশিত হয়ে বিশ্ববাসীকে নতুন করে এ সত্য সম্পর্কে জানান দিল যে, যে বিদ্বেষ চরিতার্থ করার কুমতলবে পাশ্চাত্যের পন্ডিতরা প্রাচ্যবিদ্যাসমূহে বিশেষত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনের সাধনায় নিয়োজিত হন, তার পেছনে সত্য অনুসন্ধিৎসা নয় খৃষ্টীয় ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ক্রুসেডসুলভ জঙ্গী ও বিদ্বেষী মনোভাবই তার পেছনে সক্রিয় থাকে। বিশ্বের খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীগণ ইসলাম বিরোধী প্রচারণার যোদ্ধারূপে এদেরকে লালন করে বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে রাখে এবং ঐ পাদ্রীরা ঐ সমস্ত পদের ইমেজকে আজীবন ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণার কাজে ব্যবহার করে থাকে। দুঃখের বিষয়, মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো তার পাল্টা ব্যবস্থাস্বরূপ নিজেদের কিছু ঈমানের বলে বলীয়ান পণ্ডিতকে খৃস্টীয় ও অন্যান্য বাতিল মতাদর্শের বিরুদ্ধে তাবলীগী না হোক প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনে তো নিয়োগ করেন না, উপরন্তু অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে মগজ ধোলাইয়ের পর হীনমন্যতাগ্রস্ত তথাকথিত 'ডক্টর'দের দ্বারা গোটা শিক্ষিত সমাজকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে হীনমন্যতাগ্রস্ত করে তোলার পথ প্রশস্ত করে দেয়। ইসলাম বিরোধী প্রচার প্রপাগাণ্ডায় লিপ্ত খৃস্টান প্রাচ্যবিদদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে যদি এরূপ একটা টিমওয়ার্ক আমাদের থাকতো, তা হলে আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ থেকেই কেউ দাঁড়িয়ে মারগোলিয়াথের এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধটির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে দিতেন, এজন্যে আমার মত মোল্লা মানুষের কলম ধরার প্রয়োজন হতো না। আল্লাহ্ আমাদের নতুন প্রজন্মের আলেম সমাজের মধ্যে মওলানা রহমতুল্লাহ্ কেরানভী (১২৩৩ হিঃ-১৩০৮ হি)-এর মত চৌকষ সচেতন আলেম এবং নব্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার আহ্মদ দীদাতের মত ঈমানের বলে বলীয়ান পণ্ডিত সৃষ্টি করে দিন -যাঁদের নাম শুনতেও খৃস্টান পাদ্রীরা যমের মত ভয় পায়

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে প্রফেসর মারগোলিয়াথ শুধু তাঁর অন্তরের বিদ্বেষেরই নয়, ইসলাম ও তার নবী সম্পর্কে নিজের চরম অজ্ঞতারও পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম নিবন্ধকার মহানবী (সা)-র 'উম্মী' হওয়া প্রসঙ্গের অবতারণা করে লিখেছেন যে, মহানবী (সা) লেখাপড়া জানতেন না এবং মক্কার অধিবাসী হওয়ার কারণেও তাঁকে

www.nagorikpathagar.org

উম্মী বলা হতো ; কেননা, মক্কার একটি নাম 'উম্মুল কুরা'ও ছিল। কিন্তু একটু পরেই তিনি বলেছেন, তবে সম্ভবত তিনি একটু আধটু লেখাপড়া জানতেন, তবে লেখাপড়ায় তাঁর পারঙ্গমতা তেমন ছিল না। (and it is probable that he could both read and write but unskilfully.) এটা নিবন্ধকারের একান্তই বানোয়াট ও মনগড়া বক্তব্য। সীরাত বা ইতিহাসের কোন পুস্তকেই এরূপ উদ্ভট বক্তব্য পাওয়া যায় না। বরং বিখ্যাত হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন কুরায়শ পক্ষ সন্ধির শিরোনামে "আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ এবং মক্কার কুরায়শ সর্দারদের মধ্যে সন্ধিপত্র" লেখা হয় তখন তাতে কুরায়শ পক্ষ আপত্তি জানালে তিনি লেখক হযরত আলী (রা)-কে তা মিটিয়ে ফেলতে বলেন। হযরত আলী 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দটি মুছে ফেলতে দ্বিধান্বিত হলে নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমাকে তা দেখিয়ে দাও, আমি নিজ হাতে তা মিটিয়ে দিচ্ছি এবং সত্যি সত্যি মহানবী সন্ধির স্বার্থে নিজহাতে তা মিটিয়েও দিয়েছিলেন। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার বাব-সুলহে হুদায়বিয়া)

তা হলে মারগোলিয়াথের এ বানোয়াট কথাটি লেখার প্রয়োজন হলো কেন? মহানবী (সা) তাঁর নিজ বিদ্যাবুদ্ধির বলে কুরআন শরীফ রচনা করেছেন, এটা আদৌ আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব নয়, এ তথ্য দানের পটভূমিই কেবল তাঁর উক্ত বক্তব্য দ্বারা তিনি রচনা করেছেন। কেননা অধিকাংশ খৃস্টান প্রাচ্যবিদ পাদ্রীই এ অভিমত প্রচার করে থাকেন যে, মহানবী (সা) তাঁর সিরিয়ায় বাণিজ্য ভ্রমণকালে ইহুদী খৃস্টান পাদ্রীদের নিকট থেকে যে সামান্য 'জ্ঞান' অর্জন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি তাই প্রচার করেছেন। এ প্রচারণার দ্বারা তাঁরা দু'টি কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ঃ

১. আল-কুরআন আসমানী বা ইলহামী কিতাব নয়, তাতে একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে।

২. আল-কুরআন ইহুদী এবং খৃস্ট ধর্মের বক্তব্যকেই বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ধর্মজগতের বাজীমাত করতে চেয়েছে।

ঐতিহাসিক, একাডেমিক বা দার্শনিক কোন দিক থেকেই খৃস্টান পাদ্রীদের এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনের অপূর্ব বাকধারা ও বিস্ময়কর প্রাঞ্জলতার সবচাইতে সমজদার ছিলেন জাহেলিয়াত যুগের বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ কবি সাহিত্যিকগণ। কই, তাঁদের কেউ তো আল-কুরআনের পুনঃপৌনিক চ্যালেঞ্জ দান সত্ত্বেও এর মুকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন না! বরং সে যুগের অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল আল-কুরআনের অপূর্ব বাচনভঙ্গি ও সাহিত্যগুণ দেখেই ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। হযরত উমর (রা)-এর মত ইসলামের শক্ত শত্রু এবং স্বয়ং মহানবীর শিরশ্ছেদের উদ্দেশ্যে নির্গত বীরপুরুষ সূরা ত্বাহা-র কয়েকটি আয়াত শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মত মহানবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব না বলে মুহাম্মদ (সা)-

www.nagorikpathagar.org

এর রচিত গ্রন্থ বলা বা একে খৃষ্টান ইহুদী পণ্ডিতদের নিকট থেকে শ্রুত বক্তব্যের চর্বিত চর্বণরূপে আখ্যায়িত করাটা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ ছাড়া এজন্যও তাদের দ্বিতীয় বক্তব্যটি ধোপে টেকে না যে, আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের স্বরূপ উদঘাটন করে বলা হয়েছে যে, তারা এ পবিত্র গ্রন্থদ্বয়ে বিকৃতি সাধন করেছে ঃ

ইহুদীদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে যারা কথাগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে। (২ বাকারা ঃ ৪৩)

তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গিয়েছে।" (৫ মায়িদা ঃ ১৩)

তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে তারপর তা বিকৃত করে অথচ তারা তা জানে।" (২ বাকারা ঃ ৭৫)

তাদের ঐ জাতীয় অনাচারসমূহের জন্য আল-কুরআন ইহুদী-নাসারাদেরকে অভিশপ্ত এবং ভ্রষ্ট বলে উল্লেখ করেছে অসংখ্য স্থানে। তারপরও এ কুরআন ইহুদী-নাসারাদেরই চর্বিতচর্বণ ? যদি মারগোলিয়াথ বেঁচে থাকতেন তা হলে তাঁকে প্রশ্ন করতাম, পাদ্রীজী, ক্ষীরের মধ্যে কাঁটা আবিষ্কারের মতলবে তো নিশ্চয়ই বারংবার আপনাকে আল-কুরআন ঘাটতে হয়েছে। ঐ সমস্ত আয়াত দেখেও তারপরও কেন আপনাদের বোধোদয় হলো না ? কুরআন শরীফ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ইহুদী-নাসারা জ্ঞানপাপীরা আল্লাহ্র পবিত্র কিতাবদ্বয়ে তাদের মনগড়া বিকৃতি সাধন করেছে, অনেক সত্যকে তারা বে-মালুম চাপা দিয়েছে। আল-কুরআন উক্ত কিতাবদ্বয়কে মেয়াদোত্তীর্ণ এবং মানসুখ (রহিত) এবং নিজেকে কিয়ামতকাল পর্যন্ত অবশ্য পালনীয় এবং পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ ও দীনসমূহের নাসিখ বা রহিতকারীরূপে নাযিল হয়েছে। নাসিখ কখনো মানসুখের চর্বিত চর্বণ হতে পারে না। কুরআন নাযিলের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রফেসর মারগোলিয়াথ বলেন ঃ

"If the traditional dates assigned to the suras (Chapters) of the Koran (q.v.) are correct, the earliest revelation to the Prophet took the form of pages or rolls which were to be read by the grace of God." The Prophet was directed to communicate his mission at first only to his nearest relatives. The utterances were from the first a sort of rhyme, such as is said to have been employed for Solemn matter in general, eg. oracles or prayers. At an early period the production of a written communication was abondoned for oral communications delivered by the prophet in trance...."

অর্থাৎ, কুরআনের সূরাসমূহের নির্ধারিত তারিখগুলো সত্য হয়ে থাকলে নবীর প্রতি সর্বপ্রথম আয়াতসমূহ পৃষ্ঠা বা কাগজের ঘুড়ির আকারে নাযিল হয়। আল্লাহ্র ফিরিশ্তা

www.nagorikpathagar.org

এগুলো পড়ে দিতেন। নবীকে প্রথমদিকে তাঁর দাওয়াত কেবল নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হয়। প্রথমদিকের কালামগুলো হতো অনেকটা ছন্দবদ্ধ ধরনের যেমনটি সাধারণতঃ গুরুতর ব্যাপারসমূহে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রার্থনাদির ব্যাপারে হয়ে থাকতো। প্রথমদিকে লিপিবদ্ধ করাটা পরিহার করা হয়। পয়গম্বর তখন মূর্চ্ছাগত অবস্থায় বলতেন। তার প্রাক্কালে তাঁর গায়ে প্রচণ্ড ঘাম দেখা দিত যদ্দরুন (কুরআনের শিক্ষা অনুসারে) তিনি একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিতেন। বিশ্বস্ত সহচরগণ তা' লিখে নিতেন। কিন্তু ঐ সমস্ত শব্দ উচ্চারণের সময় তাঁর যে আস্থা হতো তাকে একটা প্রতারণা বলে ধারণা করে জনৈক ওহী লেখক মুরতাদ হয়ে যায়। এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার এবং এটা ধরে নেয়ার কোনই কারণ নেই যে, প্রথাগতভাবে ওহীরূপে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের কোন লিখিত সঙ্কলন রাখা হয়নি। পয়গম্বর তাকে এমন রহস্যজনকভাবে গোপন রেখেছেন যেভাবে সিভিল (গ্রীক মহিলা জ্যোতিষী) তার লিপিসমূহকে গোপন করে রাখতো।

উক্ত বাক্যসমূহে মারগোলিয়াথের পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, আল-কুরআনের কোথাও ওহী নাযিলের জন্যে নবীকে কম্বল গায়ে জড়াতে শিক্ষা দেয়া হয়নি। কেবল একটি স্থানে আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে পরম আদর সহকারে

'হে কমলীওয়ালা' বলে সম্বোধন করেছেন এই যা'। আদতে আল-কুরআন যদি কোন জ্যোতিষীর বাক্য হতো তা হলে আরো কত জ্যোতিষী এর মুকাবিলায় এরূপ নিজেদের কালাম পেশ করে নিজেদের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করতো আর কুরআন শরীফের এরূপ অনন্য সাধারণ হেফাযতেরও ব্যবস্থা হতো না। অথচ আল-কুরআনের প্রতিটি ওহীর এমন কি প্রতিটি ধ্বনি পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহর নিকটও এমন সুসংরক্ষণ করা হয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত তার মধ্যে একটু হেরফের করার কোনই অবকাশ নেই। পৃথিবীর আনাচে কানাচে শত শত নয় হাজার হাফিয তাঁদের বক্ষে আল-কুরআনের বাণী ধারণ করে রয়েছেন। ক্বারীগণ আল-কুরআনের ধ্বনির এমনি হেফাযত করেছেন যে মহানবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একই উচ্চারণে সামান্যতম আ-কার ই-কারের ব্যবধান ছাড়াই হুবহু নবীযুগের মত পৃথিবীব্যাপী উচ্চারিত হচ্ছে। মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণ তার প্রতিটি আয়াতের অর্থের সংরক্ষণ করেছেন। মহানবী যে আয়াতের যে শব্দের যে অর্থ নিজ পাঠ্য মুখে বর্ণনা করে গেছেন আজো ঠিক সে অর্থেই সেসব আয়াত ও শব্দগুলো অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলছে। স্বয়ং অমুসলিম পণ্ডিতগণও আল কুরআনের সংরক্ষণের এ ব্যবস্থাকে অভূতপূর্ব বলে স্বীকার করে থাকেন। আর তা হবেই বা না কেন? স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পাক কুরআনেই ঘোষণা করেছেন ঃ

নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই তার সংরক্ষণকারী।" (১৫ হিজ্‌র ঃ ৯)

www.nagorikpathagar.org

ওই লেখক যে ব্যক্তিটির মুরতাদ হওয়ার কথা মারগোলিয়াথ উল্লেখ করেছেন সে ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত উসমান (রা)-এর দুধভাই আবদুল্লাহ্ ইবন সাদ (বা আবদুল্লাহ্ ইবন আবি সারাহ্) যিনি মক্কা বিজয়ের পর তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ করে পূর্বভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন। সীরতুন্নবী (সীরাত ইবনে হিশাম) জিলদ ৪, পৃঃ ৫০ ইফা মুদ্রণ ১৯৯৬)

সুতরাং তাঁর নিজ স্বীকৃত ভুলটিকে মারগোলিয়াথের ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে দলীলরূপে উপস্থাপনের কোন যুক্তিই নেই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার যে পদক্ষেপকে নিজেই নিজের ত্রুটিরূপে দেখলেন, যার জন্যে তিনি অনুতপ্ত হলেন, তা নিয়ে প্রপাগাণ্ডায় লিপ্ত হওয়াতে আর যাই হোক, নৈতিকতার যে কোন বালাই নেই, তা বলাই বাহুল্য। মারগোলিয়াথের মত বিশিষ্ট লোকেরা হয়তো তারপরও বলতে পারেন যে, মক্কাজয়ের পর ভয়ভীতির শিকার হয়ে তিনি হয়তো পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন। তাই তাদের মত বক্রদৃষ্টির লোকদের জ্ঞাতার্থে লিখতে হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইবন আবি সারাহ্ তারপর পরবর্তীকালে অনেক বড় বড় সাহাবীর জীবদ্দশায়ই স্বয়ং খলীফা কর্তৃক গভর্নর পর্যন্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং ইসলামের ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। মারগোলিয়াথের মন যদি সত্যিই নিরপেক্ষ এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতো তা হলে অন্ততঃ বস্তুনিষ্ঠতা ও ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষার স্বার্থে তিনি পরবর্তীকালে পুনরায় তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথাটাও ব্যক্ত করতেন, ওভাবে চেপে যেতেন না। মারগোলিয়াথ মহানবী (সা)-কে তাঁর লিখিত নিবন্ধে এমন এক স্বৈরাচারী ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন যিনি সর্বদা তলোয়ার হাতে নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আগ্রহী। তিনি অভিযোগও এনেছেন যে মক্কা বিজয়কালে পবিত্র নগরীতে রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে ইসলামের নবী নগরীর সেই পবিত্রতাকে চিরতরে খান খান করে দিয়েছেন, যে জন্যে নগরীটি আবহমানকাল থেকে বিখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টি অভিযোগ কেবল ভিত্তিহীনই নয়, অত্যন্ত অসঙ্গত এবং অশোভনও বটে। হাঁ, রসূল এবং একজন স্বৈরাচারী শাসকের মধ্যে একটি ব্যাপারে সাযুজ্য আছে আর তা' হলো তাঁর স্বজাতির জন্যে তাঁদের আনুগত্য অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে। কিন্তু মারগোলিয়াথের মত ব্যক্তিরা একটি কথা উপলব্ধি করতে পারেন না যে, রসূল মনোনীত হয়ে থাকেন স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাঁর জীবন উৎসর্গিত থাকে মানব জাতির কল্যাণ ও হিদায়াতের জন্যে। তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক ন্যায়বিচার। এমন ব্যক্তি কখনো নিজেকে এতীম 'বিধবা মায়ের সন্তান' আর 'প্রভুর সম্মুখে কুকুর সম' বলে নিজেকে ঘোষণা করতে পারে না। পক্ষান্তরে স্বৈর শাসকরা হয় স্ব-নিয়োজিত। তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে নিজেদের ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশ। তারা প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব। গোটা জাতি তথা মানবতা তার পদতলে পিষ্ট হয়।

www.nagorikpathagar.org

মহানবী (সা) কেবল নবীকুলশ্রেষ্ঠ এবং খাতিমুন নাবিয়্যীন ছিলেন না, তিনি নবুওতপূর্ব যুগেই তাঁর স্বজাতির লোকজন কর্তৃক আল-আমীন বা পরম বিশ্বাসভাজন বলে আখ্যায়িত ছিলেন। আজীবন নিঃস্ব দুঃস্থদের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে। তাঁর বিনয় ও চরিত্রমাধুর্য ছিল প্রবাদতুল্য। একটি নতুন জাতি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও বাস করতেন জীর্ণপর্ণ কুটীরে। ইন্তেকালের রাতেও তাঁর ঘরে প্রদীপ জ্বালাবার মত তেল ছিল না। তেল ধার করে এনে প্রদীপ জ্বালাতে হয় জীবনের অন্তিমরাতে। এমন ফেরেশ্‌তাতুল্য মহামানবকে একজন স্বৈরশাসকরূপে চিত্রিত করার মধ্যে কল্পনাশক্তির প্রচণ্ডতা থাকতে পারে তাতে সততার লেশমাত্র নেই। এমন মহামানবের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করে মারগোলিয়াথরা নিজেদের বিদ্বিষ্ট ও অনুদার মনের পরিচয়ই বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা তাদের সে মনের ক্লেদকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করেছেন।

ডিক্টেটর বা স্বৈর শাসকদের সাথে আল্লাহর রাসূলের আরেকটি পার্থক্য দিবালোকের মত স্পষ্ট। ডিক্টেটররা তাদের স্বৈর শাসনের স্বপক্ষে সাধারণ মানুষকে উন্মত্ত করার স্বার্থে উৎকট জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা সাজে। ইটালীর মুসোলিনী, জার্মানীর হিটলার, রাশিয়ার লেনিন ষ্ট্যালিন এমন কি মিসরের জামাল নাসিরের মুখে আমরা এই উৎকট জাতীয়তারই আহবান আর শ্লোগান শুনেছি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রচার করেছেন বিশ্ব মানবতার বাণী। তিনি বলেছেন ঃ কুল্লুকুম মিন আদম ও আদমুম মিন তুরার অর্থাৎ "তোমাদের সকলেই তথা গোটা বিশ্বের মানব হচ্ছে আদমের সন্তান আর আদম সৃষ্ট মাটি থেকে। সুতরাং

"কোন আরবের কোন অনারবের উপর অথবা কোন অনারবের কোন আরবের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" (বিদায় হজ্বের ভাষণ) তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম ও সবচাইতে সম্মান সম্ভ্রমের অধিকারী যার মধ্যে খোদাভীতি ও সংযমশীলতার গুণ সর্বাধিক।" (৪৯ [হুজুরাত] ৯৩) তাঁর এই বিশ্বজনীন উদারতার আহবানে পারস্যের সালমান ফারসী, আবিসিনিয়ার বিলাল আর কতো অনারব সুদূরের দেশের লোক ছুটে এসেছেন তাঁর নিকটে। একজন সংকীর্ণমনা উৎকট জাতীয়তাবাদী স্বৈর শাসকের কাছে এভাবে সুদূরের লোকজন পতঙ্গের মত ছুটে আসে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মারগোলিয়াথের মত সংকীর্ণ দৃষ্টি ও বিদ্বেষপূর্ণ মনের অধিকারীরা সে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত-যার দ্বারা আল্লাহ্‌র নবীকে নবীরূপে চিনতে পারা যায়।

স্বৈর শাসকরা একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও অর্থবিত্তের সিংহভাগ লাগায় নিজের ভোগবিলাসে আর কিছু উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে দেয় তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথীদের উদ্দেশ্যে। সাধারণ মানুষ থাকে অভুক্ত উপেক্ষিত। মহানবী (সা.) নিজে তো সারা জীবনই কাটালেন অভুক্ত অর্ধভুক্ত অবস্থায়-যার বিবরণ ছড়িয়ে রয়েছে হাদীসের পাতাসমূহে। তাই তাঁর ইন্তেকালে

www.nagorikpathagar.org

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর শোকগাঁথায় এ কথাগুলোও উক্ত হয়েছিলো। ঃ

ভবিষ্যৎ মানবের কল্যাণ চিন্তায়
পূর্ণরাত্রি ঘুমান নি যিনি বিছানায়,
তিনি হায় গেলেন চলিয়া!
সম্পদ বিবাগী যিনি মানবের দায়,
মানবের লাগি যিনি দীন-রিক্ত হায়
তিনি আজ গেলেন চলিয়া!
ধৈর্য ও ত্যাগের যিনি প্রেমময় ছবি
দুই সন্ধ্যা পান নাই খেতে যেই নবী
তিনি হায় গেলেন চলিয়া!*

অনুবাদ ঃ মাহ্মূদ লশকর*

অথচ কী না ছিল তাঁর? যৌবনেই তিনি অঢেল সম্পদ পান বিবি খাদীজা (রা)-এর পক্ষ থেকে। জীবন সায়াহ্নে তিনি একজন রাষ্ট্রপতি। উষ্ট্র বোঝাই হয়ে খারাজ আর উশরের যাকাতের পণ্যসম্ভার এসেছে মহানবীর খেদমতে। তিনি তা সাথে সাথে বিলিয়ে দিয়েছেন নিঃস্ব-দুঃস্থদের মধ্যে। একবার ফাদাক থেকে আগত চারটা শস্য বোঝাই উটের পিঠে আনীত ঐ জাতীয় সম্পদ বিতরণ করে নিঃশেষিত না হওয়ায় রাতের বেলা তিনি ঘরেই ফিরলেন না। বললেন ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার এ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আমি যেতে পারবো না।" সত্য সত্যই সে রাত তিনি মসজিদেই অতিবাহিত করলেন। প্রত্যূষে বেলাল (রা) এসে শুভ সংবাদ জানালেন ঃ আল্লাহ্র রসূল, আল্লাহ্ আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করেছেন-সব শস্য নিঃশেষিত হয়েছে। আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র শোকর আদায় করলেন।

(নবী চিরন্তন, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনূদিত, পৃঃ ১২১)

এ হেন মহামানবকে একজন স্বৈরচারী ব্যক্তিরূপে কল্পনা ও প্রচার করার মধ্যে কল্পনাবিলাস থাকতে পারে, সত্যের লেশমাত্র নেই।

নিজে যে মহামানব ভোগের পরিবর্তে বেছে নিলেন ত্যাগের আদর্শকে, তাঁর ঘনিষ্ঠ জনদেরকে তিনি বিলাবেন ভোগের সামগ্রী? তা তো হতেই পারে না। তাই কলিজার টুকরা মা ফাতিমা যখন কোন এক যুদ্ধ শেষে যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে একজন খাদিম চাইলেন নিজের যাতা পেষা হাতের কড়া এবং মশক টেনে টেনে ছাতিতে পড়া কাল দাগ দেখিয়ে, তখন তিনি তাঁকে বললেন ঃ আমার প্রিয় সুফ্ফাবাসীদেরকে আমি আজো কিছু দিতে পারিনি মা! যাও, প্রতি নামাযের পর সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর তাসবীহ পড়ে আল্লাহ্র কাছে শক্তি ভিক্ষা কর, আল্লাহ্ তোমাকে কাজের শক্তি বাড়িয়ে দেবেন।

* মহানবী স্মরণিকা ১৪০২ হিঃ / ১৯৮২ ইং সংখ্যা, আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ সম্পাদিত।

www.nagorikpathagar.org

সেই প্রিয় সুফ্ফাবাসী প্রায় চারশ সাহাবীর কী অবস্থা ছিল—যাঁরা অহরহ মসজিদে নববীর বহিঃচত্বরে তাঁরই সাহচর্য লাভের আশায় দিনরাত অতিবাহিত করতেন, তাঁর বাণীসমূহ মুখস্থ করে অন্যদেরকে পৌঁছাতেন, যুদ্ধে অভিযানে তাঁর সহযাত্রী হতেন? স্বৈর শাসকদের সাথীরা যেখানে হয়ে থাকে তার বিপুল উচ্ছিষ্টের ভোগী, সেখানে নবীর সেই প্রিয় সাহাবীরা হতেন মহানবীর মহাত্যাগের মহাকষ্টের ভাগীদার! নবী যদি ভোগী হতেন, তা হলে তাঁদের পক্ষে কি এতটা ত্যাগী হওয়া সম্ভবপর হতো যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ নামাযের জামাতের পর আমাকে মসজিদের মুসল্লীদের বেরিয়ে যাওয়ার পথে শায়িত দেখে তাঁরা আমার ঘাড়ে এই ধারণায় পা দিয়ে মর্দন করতো যে আমি বুঝি মৃগী রোগী। তাদের পদমর্দনে আমার রোগমুক্তি ঘটবে, অথচ আল্লাহ্র কসম, আমার মৃগী রোগ ছিল না, ক্ষুধার আতিশয্যে আমি নেতিয়ে পড়তাম, মূর্ছা যেতাম। নবী যদি প্রকৃতই ভোগী ও স্বৈরাচারী হতেন, তাঁর ভক্তদের পক্ষে এতটা ত্যাগী এবং তারপরও তাঁর প্রতি চরম শ্রদ্ধাশীল হওয়া কি সম্ভবপর হতো? কুরাইশ নেতা বুদায়ল বিন ওরাকা একবার কুরাইশদের দূতরূপে নবী-দরবারে হাযির হওয়ার পর তাই তার কওমের কাছে ফেরত গিয়ে বলেছিল, "হে আমার স্বজাতির লোকজন! আমি রোম ও পারস্যের রাজদরবারসমূহে গিয়েছি, তাদের সম্রাটদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনও দেখেছি, কিন্তু মুহম্মদের সঙ্গীসাথীরা তার জন্যে যতটা পাগলপারা ততটুকু আর কোন রাজদরবারেই দেখিনি। তার থুথু বা কুলির পানিটুকু পর্যন্ত মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র তাঁর সাথীরা কাড়াকাড়ি করে তা নিজেদের গায়ে মেখে নেয়।" মারগোলিয়াথের মত বিদ্বেষী পণ্ডিতরা কি কোন স্বৈর শাসকের প্রতি তার স্বজাতির এমন শ্রদ্ধাবোধের কোন প্রমাণ দিতে পারবেন?

মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাঁর সেই সব পরাজিত শত্রুদের প্রতি—যারা দীর্ঘ তেরটি বছর তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি হেন কোন অত্যাচার নিপীড়ন নেই, যা তারা তাদের প্রতি করেনি—যে মহৎ ও ক্ষমা সুন্দর আচরণ করেছিলেন, তার কোন নজীর পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহ ও দিগ্বিজয়ের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এহেন শত্রুদের হাজার হাজার না হোক শত শত লোক সেদিন নিহত হওয়াটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু মহানবী (সা) মাত্র ১৫ জন অতি পাষণ্ড অপরাধীকেই হত্যার অনুমতি দিয়েছিলেন। এদের নাম হচ্ছেঃ

১. আবদুল্লাহ্ ইবন আবি সারাহ (পূর্বোক্ত সেই মুরতাদ)

২. আবদুল্লাহ ইবন খাতাল—জনৈক মুসলমান গোলামকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

৩. ইকরামা ইবন আবূ জাহল

৪. হুবার ইবনুল আসওয়াদ—নবী দুহিতা যয়নাবের গর্ভপাত ও মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তি।

৫. হুয়ায়রিছ ইবন নাকীয—যে হিজরত কালে নবী দুহিতা ফাতিমা এবং উম্মু কুলসুমকে বিব্রত ও তীর নিক্ষেপ করেছিল।

www.nagorikpathagar.org

৬. মিকয়াস ইবন হুবাবা—জনৈক আনসারীর হন্তা।

৭-৮. আবদুল্লাহ ইবন খাতালের দুই দাসী—যারা মহানবীর কুৎসামূলক গান গেয়ে গেয়ে লোককে ইসলাম বিমুখ করতো।

৯. সারা নাম্নী গায়িকা—সেও অনুরূপ কুৎসা রটনা করে বেড়াতো।

১০. কাআব ইবন যুহায়র

১১. হারিছ ইবন হিশাম মাখযুমী | এঁরা ছিল হযরত আলীর বোন উম্মে হানীর

১২. যুহায়র ইবন উমাইয়া মাখযুমী | দেবর সম্পর্কীয় দু'ব্যক্তি

১৩. সাফওয়ান ইবন উমাইয়া

১৪. ওহশী—হযরত হামযার হত্যাকারী

১৫. হিন্দ বিনতে উতবা—যে হযরত হাযমাকে হত্যা করিয়ে তাঁর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল। এ ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী।

উপরোক্ত তালিকায় উক্ত নাম সমূহের তারকা চিহ্নিত তিনটি পুরুষ এবং কারীনা নাম্নী দাসীটির কেবল (মোট চারজন) নিহত হয়েছিল। এতবড় একটি বিজয় আর মাত্র চারজন পাপিষ্ঠের প্রাণদণ্ড! এত স্বল্প রক্তপাতে এতবড় একটি বিজয় পৃথিবীর আর কোথাও কেউ কোনদিন দেখেছে? অথচ বিজিতরা ছিল তাদের জাতশত্রু—যারা তাদেরকে নিজেদের পৈতৃক ভিটেবাড়ী জমিজমা সহায় সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে অনিশ্চিতের পথে ঠেলে দিয়েছিল। তাদের জীবনকে শুধু এজন্যই দুর্বিসহ করে তুলেছিল যে, কেন তাঁরা পৌত্তলিক নন, কেন তাঁরা এক আল্লাহ্‌কে উপাস্য বলে থাকেন।

মক্কা বিজয়কালে মক্কাবাসীরা দশ হাজার মুসলমানের এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেনি। রাসলুল্লাহ (সা) কেবল যারা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে তাদেরই মুকাবিলা করার কথা বলে দিয়েছিলেন। তাই মক্কাবাসীরা সাধারণভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে আসেনি। কেবল বনি বকর ও বনি হুযায়লের কিছু লোক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হয়। ফলে প্রথমোক্ত বনি বকরের ২৪ ব্যক্তি এবং বনি হুযায়লের চার ব্যক্তি নিহত হয়। সশস্ত্র যুদ্ধে নিহত এ ২৭ জন এবং পূর্বোক্ত ৪ জন একুনে এই ৩১ জন হচ্ছে মক্কা বিজয়কালের বলি—যাদের জন্যে দু'দু'টি মহাযুদ্ধে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের প্রাণ হননের জন্যে দায়ী খৃষ্টান সময়ের পণ্ডিত মারগোলিয়াথ হাহাকার করে বুক কাটিয়েছেন—যার স্বধর্মীয় রাদোভান কারাজীদরা অতি সম্প্রতি বসনিয়ার লাখ লাখ মুসলিম হত্যার মাধ্যমে নিজেদের ধর্মগুরু যীশুখ্রীস্টরে 'তোমার একগালে কেউ চপেটাঘাত করলে তোমার অপর গালটিও তার চপেটাঘাত করার সুবিধার্থে পেতে দাও" বাণীর সার্থক রূপায়ণ করেছেন আর কয়েক শ' আমেরিকান হত্যার জন্যে দায়ী বলে সন্দেহভাজন কেবল দু'জন লিবীয় নাগরিককে তাদের হাতে তুলে না দেয়ায় তথাকথিত অপরাধে গোটা লিবিয়ান জাতিকে বিশ্বের সকল দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে মানবদরদী ও গণতন্ত্রীমনা

www.nagorikpathagar.org

হওয়ার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এ জাতীয় লোকদের মানবাধিকারের প্রতি অতি দরদের মায়াকান্না দেখে এখন আর আমরা বিগলিত হই না। তবে ৫১ সালে অধ্যাপক মারগোলিয়াথের প্রবন্ধটি যখন এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় প্রকাশিত হয়, তখন তা' বিশ্ব মুসলিমের জন্যে বিব্রতকর ছিল বৈ কি!

মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনি প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যে, মক্কাবাসীরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতিরেকেই আত্মরক্ষার সুযোগ পেয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি কা'বা প্রাঙ্গণে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ।। যে ব্যক্তি তার নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবে সে নিরাপদ। এজন্যেই অধিকাংশ মক্কাবাসী যুদ্ধের পরিবর্তে নিরাপত্তার পথই বেছে নেয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কা বিজয়ে তাদের ধ্বংস অনিবার্য ধারণা করলে তারা হয়তো যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী পথই বেছে নিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রজ্ঞা তাদেরকে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির পথ গ্রহণেই উদ্বুদ্ধ করে।

মক্কা বিজয় সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বার তওয়াফ করেন। দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। তারপর কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

"আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর ওয়াদা সত্য প্রতিপন্ন হলো। তাঁরা বান্দার জয় অর্জিত হলো। সমস্ত দলকে তিনি একাই পরাস্ত করলেন। সমস্ত প্রাপ্য ধন সম্পদ ও রক্তপণের দাবী আজ আমার পদতলে পিষ্ট। তবে বায়তুল্লাহ্র খেদমত ও পানি পান করানোর ব্যবস্থাপনার কথা স্বতন্ত্র। (মানে, এগুলো পূর্ববৎ বহাল থাকবে।)

হে কুরায়শ গোত্র, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জাহিলিয়ত যুগের আত্মম্ভরিতা এবং পিতৃপুরুষ নিয়ে গর্ব তিরোহিত করে দিয়েছেন। মানুষ মাত্রই এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।"

এ সময় তিনি কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ এ সময়ে তোমরা আমার কাছে কি ব্যবহার প্রত্যাশা কর? জবাবে তারা বললোঃ "আপনি তো আমাদের সহৃদয় ভাই, সহৃদয় ভ্রাতুষ্পুত্র!" তিনি বললেন ঃ তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আর আমার কোন অভিযোগ নেই ; যাও, তোমরা আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন! (তোমাদেরকে বন্দী করা হবে না।)

—মুহাম্মদ—রশীদ রেজা প্রণীত, পৃ ঃ ৪৩১-৪৩২, কায়রো ১৯২৮।

প্রফেসার মারগোলিয়াথের কথা মত, মুহাম্মদ (সা) যদি একজন স্বৈর শাসক হতেন, তা হলে এ ক্ষমাসুন্দর আচরণ তিনি ঐ সব লোকদের প্রতি কোনদিনই প্রদর্শন করতে পারতেন না, যারা তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে দীর্ঘ তেরটি বছর অবর্ণনীয় উৎপীড়ন করেছে এবং তাদের বাড়ী ঘর থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর মারগোলিয়াথের নিবন্ধ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইসলামের ইতিহাসের মৌলিক বইগুলো না পড়ে এ ব্যাপারে তাঁরই মত সংকীর্ণমনা এবং বিদ্বিষ্ট খৃষ্টান লোকদের পুস্তকাদির উপরই নির্ভর করেছেন এবং তারপর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যেমনটি ইচ্ছে 'ইতিহাস' রচনা করেছেন। একটি ধর্ম ও জাতি এবং তাঁর প্রবর্তকের সম্পর্কে আলোচনাকালে সে জাতির নিজস্ব ইতিহাসকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তা-ধারণা অনুযায়ী বক্তব্য প্রদান কোন ধরনের ঐতিহাসিকতা তা' অন্তত আমাদের বোধগম্য নয়। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনাদি পাঠের পর কোথাও যদি ভিন্নমত পোষণ করেন তবে অমুসলিম ইতিহাসবিদ বা নিবন্ধকার যুক্তির আলোকে তার জবাব দিতে পারেন বা মুসলিম ঐতিহাসিকদের বক্তব্যকে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে খণ্ডন করতে পারেন। তা না করে নিজেরাই স্ব-কপোলকল্পিত ইতিহাস রচনা করে 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার' মত জ্ঞানগর্ভ বলে বিশ্ববিধৃত পুস্তকে প্রকাশ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা চিন্তার দাবী রাখে বৈ কি!

তথ্যপঞ্জী

১. আল কুরআনুল করীম

২. সহীহ্ মুসলিম

৩. সরিাতুন নবী (সীরাতে ইবনে হিশাম), ইসলামকি ফাউণ্ডেশন, ঢাকা

৪. সীরাতুল মোস্তফা ঃ মওলানা ইদ্রীস কান্দেলভী

৫. Encyclopeadia Britanica "Muhammad" Vol-15 Page 650-654

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০তম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা (প্রকাশকাল, এপ্রিল ১৯৯৬)

৭. মাসিক খাতুনে পাকিস্তান, করাচী, রাসূল নম্বর ১৯৬৪ ইং

৮. নবী চিরন্তন—আল্লামা সাইয়েদ সুলমান নদভী (১ম সংস্করণ ১৯৭৫) আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ অনূদিত, বুক সোসাইটি, ৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা

৯. মহানবী স্মরণিকা ১৪০২ হিঃ / ১৯৮২ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী সম্পাদিত, প্রকাশনায় ঃ মহানবী স্মরণিকা পরিষদ, ইউ / ১১ নূরজাহান রোড, ঢকা-১২০৭

১০. মুহম্মদ (আরবী গ্রন্থ) রশীদ রেজা প্রণীত, কায়রো (১৯২৮)

www.nagorikpathagar.org

বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত আবেদন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আপনিও ভূমিকা রাখুন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

- *বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন।* আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।

- বিভিন্ন এলাকার *শিল্প-কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একই দিনে ছুটি না দিয়ে* ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় *ভিন্ন ভিন্ন দিনে ছুটির ব্যবস্থা করুন।* এর ফলে বিদ্যুতের চাহিদা কমবে এবং সীমিত বিদ্যুৎ দিয়েই আপনার চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

- *লোড-শেডিং মুক্ত থাকার জন্য পিক-আওয়ার* (বিকেল ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) *পরিহার করে অন্য শিফটে আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করুন।*

- আধুনিক প্রযুক্তির *'এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও ইন্টেলিজেন্ট মোটর কন্ট্রোলার (IMC)'* ব্যবহারে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয়। ফলে, *বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিল কম হয়,* সুতরাং আজ থেকেই 'এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও ইন্টেলিজেন্ট মোটর কন্ট্রোলার (IMC)' ব্যবহার করুন।

- *আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন।* অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অধিক লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। *তাই সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।*

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

www.nagorikpathagar.org

নতুন বীমা স্কীম

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দু'টি নতুন বীমা স্কীম চালু করেছে

১। মারাত্মক ব্যাধি বীমা (Dread Disease Insurance)
২। বিদেশে অবস্থানকালীন চিকিৎসা ব্যয় বীমা (Overseas Mediclaim Insurance)

নতুন প্রবর্তিত বীমা স্কীম-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

(১) মারাত্মক ব্যাধি বীমা :

- বীমা গ্রহীতা নিম্নলিখিত মারাত্মক ব্যাধি নির্ণয়ের পর সম্পূর্ণ বীমাংক পাবেন
  - হার্ট
  - স্ট্রোক
  - ক্যান্সার
  - কিডনী অকেজো
  - দেহযন্ত্র প্রতিস্থাপন (কিডনী, ফুসফুস, অগ্নাশয় অথবা হাড়)
  - বহুমুখী সিরোসিস (Sclerosis)
- ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক এই বীমা পলিসি গ্রহণ করতে পারবেন
- পলিসি গ্রহণের জন্য কোন মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় না

(২) বৈদেশিক চিকিৎসা সংক্রান্ত বীমা :

- যে সমস্ত বাংলাদেশী নাগরিক ব্যবসায়িক কাজে, অবকাশ যাপন, চাকুরী এবং শিক্ষার জন্যে বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁরাই এই পলিসি গ্রহণ করতে পারবেন
- বৈদেশিক মুদ্রায় চিকিৎসকের ফিসহ চিকিৎসা ব্যয়, হাসপাতাল ব্যয়, জরুরী চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর ব্যয়, বিমান যোগে মৃতব্যক্তির লাশ আনয়ন ব্যয় ইত্যাদি পরিশোধযোগ্য

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে প্রধান কার্যালয়ের দায়গ্রহণ বিভাগে (ফোন : ৯৫৬১২৪৯) যোগাযোগ করুন :

রাষ্ট্রীয় খাতে সাধারণ বীমার একমাত্র প্রতিষ্ঠান
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

বাংলার ঐতিহ্যে লালিত
বাংলাদেশের শিল্প-বানিজ্যায়নে নিয়োজিত
এদেশের প্রথম ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

১৯৫৯ সনে বাংলাদেশে
বাঙ্গালী উদ্যোগে শুরু হয়েছিল
ব্যাংকিং এর এক নতুন অধ্যায়

৩৫০টি শাখায় ৫০০০ কর্মী
নিয়ে পরিচালিত ব্যক্তিখাতের
সর্বাধিক সম্প্রসারিত ব্যাংক

সকল শাখাই কম্পিউটারাইজড।
আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া চলমান

পার্সোনালাইজড সার্ভিস এবং
আধুনিক প্রযুক্তির দেশীয়করন
আমাদের কৌশল।
গ্রাহক সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্য।

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
ঐতিহ্যের পথ বেয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি
ওয়েব সাইট : www.pubalibangla.com

www.nagorikpathagar.org

অপ্রয়োজনে জ্বলতে থাকা
গ্যাসের শিখা দুর্ঘটনার অন্যতম উৎস

কাজ শেষে গ্যাসের চুলা
নিভিয়ে ফেলুন

বিনা প্রয়োজনে গ্যাস জ্বলতে
থাকলে জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট হয়

বিনা প্রয়োজনে গ্যাস জ্বলতে থাকা
আর বিপদকে ডাকা একই বিষয়

প্রাকৃতিক গ্যাসের অপব্যবহার রোধ করুন

নিয়মিত গ্যাস বিল
পরিশোধ করুন

জনসেবায় নিয়োজিত
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
ফোন : ৯৫৬৩৬৬৭, ৯৫৬৩৬৬৮, ৮১১৯৩৭৯ (দিবারাত্রি), পিএবিএক্স : ৮১১২১৩৫-৪২

ডিএফ পি ৩৭২ (২২-১২-০৩

www.nagorikpathagar.org

বনু কুরায়যার য়াহুদীদের ব্যাপারে সাহাবী সা'দ ইবন মু'আযের ঐতিহাসিক ফয়সালা ও মারগোলিয়থের অন্যায় সমালোচনা

মদীনার জনপ্রিয় আওস নেতা রসূলুল্লাহ্ (স) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)। বনূ কুরায়যার য়াহুদীরা ছিল আওস গোত্রের পুরনো মিত্র গোত্র। কিন্তু সেই পুরনো মিত্র গোত্রই খন্দকের যুদ্ধের সময় মক্কার কুরায়শদের সাথে সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করে বসে। অথচ বিখ্যাত মদীনাচুক্তি অনুসারে তারাও বহিরাক্রমণের মোকাবেলায় মুসলমানদের সহিত মদীনার প্রতিরক্ষার সমান ভাগীদার হওয়ার কথা ছিল। মুসলমানদের সহিত চুক্তিকালে য়াহুদীদের প্রতিনিধিত্বকারী নেতা কা'ব ইবনে আসাদ এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করে ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (স) এর সহিত যোগদান করার প্রস্তাব দিলেও অপর য়াহুদী নেতা হুয়াই ইবন আখতাবের গোঁড়ামী ও জেদের দরুন শেষ পর্যন্ত তা' হয়ে উঠেনি।

ইতপূর্বে য়াহদী নেতা কা'ব ইবন আশরফের হত্যার পর তারা একটু ভীতসন্ত্রস্ত বোধ করলেও জনৈকা মুসলিম নারীকে বিবস্ত্র করে উপহাস করা থেকে উদ্ভূত উভয়পক্ষের লোক খুন হওয়া এবং যুদ্ধাবস্থা থেকে তাদেরকে সাবধান করে ফেরাবার চেষ্টা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) তাদের পল্লীতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে করা সত্ত্বেও তারা পাল্টা তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলে যে, কুরায়শের মত যুদ্ধে অনভিজ্ঞদের সাথে জয়লাভের দরুন যেন তাঁর মতিভ্রম না ঘটে, তাদের সাথে পালা পড়লেই বুঝতে পারবেন যুদ্ধ কাকে বলে। তাদের এরূপ ঔদ্ধত্যের ফলে বনূ কায়নুকা ও বনূ নযীরের য়াহূদীদেরকে পরপর দুইবার অবরোধ করে খয়বরে নির্বাসিত করা হয়। মদীনার মুসলমানবেশী মুনাফিক-নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে তলে তলে উৎসাহিত করতো। প্রথম দফায় বনু কায়নুকার বিশ্বাসঘাতকতার পরই নবী করীম (স) তাদের সাত শ' পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড দানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন; কিন্তু ঐ মুনাফিক-নেতার উপর্যুপরি অনুরোধে তিনি শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নির্বাসন দিয়েই ক্ষান্ত হন। তারপর বনূ নযীরের য়াহুদীরাও ষড়যন্ত্রের ঐ একই চোরাপগলি পথে অগ্রসর হয়ে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে নির্বাসন বরণ করে। এদেরকেও মুনাফিক সর্দার ইবনে উবাই বাস্তুভিটা ত্যাগ না করে মদীনায় টিকে থাকলে সর্বতোভাবে সাহয্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল: কিন্তু মাত্র দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ না করলে হত্যার হুমকি দিলে শেষ পর্যন্ত তারা নিজ হাতে নিজেদের বাড়িঘর ধ্বংশ করে প্রাণে রক্ষা পাওয়ার আনন্দ মিছিল করে মদীনা ত্যাগ করে। খন্দক যুদ্ধের আগে কুরায়শদেরক মদীনা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে মদীনার যাহূদী নেতারা মক্কায় আসলে ওরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে,আচ্ছা বলুন তো,আমাদের বহু দেবদেবীর উপাসনার ধর্মটি উত্তম, নাকি মুহম্মদের একত্ববাদের নতুন ধর্মটি ? য়াহূদী নেতারা ওদের মনোরঞ্জনের জন্যে নির্দ্বিধায় জবাব দেয়:

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের ধর্মই তো উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসার ৫১ ও ৫২নং আয়াতে আহলে কিতাবদের একাংশের এ নীতিভ্রষ্টতার তীব্র নিন্দা করে তাদেরকে এজন্যে অভিশপ্ত বলে অভিহিত করেছেন।

খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে য়াহূদীদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার কথা নিজের নবীসুলভ প্রজ্ঞার মাধ্যমে অবহিত হয়ে নবী করীম (স) হযরত সা'দ(রা)কেই আরো তিন জন সাহবীসহ তাদেরকে এরূপ আত্মঘাতী তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু হযরত সা'দের পুনঃপনঃ সতর্কবাণী উচ্চারণ কর সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব দিয়ে তাঁদেরকে বিদায় করে। তারপর যুদ্ধকালে পুনরায় ঐ য়াহূদীরা খালাখুলিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করায় যুদ্ধশেষে সাহাবীগণ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে না করতেই আসমানী নির্দেশে নবী করীম (স) ঐ দিন আসরের পূর্বেই দীর্ঘ এক মাসের মদীনা অবরোধে ক্লান্ত সাহাবীগণকে বনু কুরায়যা পল্লীতে পৌঁছার নির্দেশ দেন। সে মতে মুসলিম বাহিনী কাজ করে এবং দীর্ঘ পঁচিশ দিন পর্যন্ত বনু কুরায়যা গোত্রকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গে অবরুদ্ধ করে রাখে। অবশেষে তারা অতিষ্ঠ হয়ে আত্মসমর্পণ করে। তবে শর্ত আরোপ করে যে, তাদের ব্যাপারে আওস নেতা সা'দ ইবন মু'আযই চরম সিদ্ধান্ত দেবেন।

সে মতে রসূলুল্লাহ্(স)খন্দকের যুদ্ধে গুরুতর আহত সা'দ(রা)কে নবী-দরবারে পৌঁছে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবার জন্যে আহবান জানালেন।স্ব-গোত্রের লোকদের আবদারকে উপেক্ষা করে য়াহুদীদের তওরাত কিতাবের বিধান অনুসারেই হযরত সা'দ বিশ্বাসঘাতক য়াহুদীদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদের হত্যার এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করার ফায়সালা দিলেন। রসূলুল্লাহ্(স) তাঁর এ ফয়সালাকে "আল্লাহ্র অভিপ্রায় অনুযায়ী উর্ধাকাশের ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালা"বলে মত ব্যক্ত করলেন এবং সাথে সাথে তা' কার্যকরীও হলো। দ্র.সহীহ বুখারী, পারা-১৬, হাদীছ নং- ১২৭৬ (কিতাবুল মাগাযী) মিশকাত, হাদীছ নং-৪৪৬৩ (কিয়ামের বর্ণনা) আবূ দাউদ, অধ্যায়-৫৭১, হাদীছ নং-১৭৭৪, সীরতে ইবনে হিশাম, খ.২, পৃ. ২৩০-৪০)।

তাওরাতের বিধান

বনূ কুরায়যার পুরুষদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ সংক্রান্ত ঐ রায় যে তাওরাতের বিধান অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছিল- তা অন্তত মারগোলিয়থ সাহেবের মত য়াহূদী পণ্ডিতের জ্ঞাত থাকা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে তাওরাতের বিধান নিম্নরূপঃ

When thou comest night unto a city to flight against it, then proclaim peace unto it. And it shall be, if it make thee answer of peace and open unto thee, then it shall be that all the people that is found therein shall be tributaries into thee and they shall serve thee. And if it will make no peace with thee, but will make war against thee, then thou shalt besiege it.

www.nagorikpathagar.org

And when the Lord thy God hath delivered it unto thine hands, thou shalt smile every male thereof with the edge of the sword.

But the women and the little ones and the cattle and all that is in the city, even all the spoil thereof shalt thou take unto thyself; and thou shalt it the spoil of thine enemics which the Lord thy God hath given thee (Deut, 20: 10-14)

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রচারিত পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম হতে তাদের নিজস্ব বিশ্বস্ত অনুবাদই আমরা নিম্নে পেশ করছি যাতে কেউ আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনুবাদে হেরফের করেছি বলে অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ না পান। বাংলা অনূদিত তাওরাতের উক্ত বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"তোমরা কোন গ্রাম বা শহর আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে সেখানকার লোকদের কাছে বিনাযুদ্ধে অধীনতা মেনে নেবার প্রস্তাব করবে। যদি তাতে তারা রাযী হয়, তাদের কপাট খুলে দেয় তবে সেখানকার সমস্ত লোকেরা তোমাদের অধীন হবে এবং তোমাদেব জন্য কাজ করতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু তারা যদি প্রস্তাবে রাজী না হয়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তবে সেই জায়গা তোমরা আক্রমণ করবে। তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন সেই জায়গাটা তোমাদের হাতে তুলে দেবেন তখন সেখানকার সব পুরুষ লোকদের তোমরা মেরে ফেলবে। তবে স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে, পশুপাল এবং সেই জায়গার অন্য সবকিছু তোমরা লুটের জিনিষ হিসাবে নিজেদের জন্য নিতে পারবে। শত্রুদের দেশ থেকে লুট করা যেসব জিনিষ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের দেন তা তোমরা ভোগ করতে পারবে।" (দ্র. পবিত্র বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, গণনা পুস্তক, অধ্যায় ২০, যুদ্ধযাত্রা ১০-১৪)।

এ তো গেল তাওরাতের বিধানের কথা। তাওরাতে তার প্রয়োগ বা আচরণের যে বর্ণনা দেওয়া যায় তা আরও কঠোর, লোমহর্ষক এবং নিষ্ঠুরতম। তাতে মহিলাদের বা শিশুদেরও [illegible] ছিল না। এই প্রসঙ্গে তাওরাতের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

"মোশিকে দেওয়া সদাপ্রভুর আদেশ মতই তারা মিদিয়নীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সমস্ত পুরুষ লোকদেরকে মেরে ফেলল। ইস্রায়েলীয়েরা ধিয়োরের ছেলে বিলিয়ামকেও মেরে ফেলল। তারা মিদিয়নীয়দের স্ত্রীলোক ও ছেলে-মেয়েদের বন্দী করল আর তাদের সমস্ত গরু ছাগল ও ভেড়ার পাল এবং জিনিষপত্র লুট করে নিল। মিদিয়নীয়েরা যে সব শহরে বাস করত সেই সব শহরগুলো এবং শহরের বাইরে তাম্বু খাটিয়ে বাস করার জায়গাগুলো তারা পুড়িয়ে দিল। তারপর তারা মোশি পুরোহিত ইলিয়াসর ও সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের কাছে যাবার জন্য তাদের লুট করা জিনিষপত্র মানুষ এবং পশুপাল নিয়ে ছাউনির দিকে এগিয়ে চললো। মোশি তাদের সেনাপতিদের উপর রাগ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তাহলে সমস্ত স্ত্রীলোকদের বাঁচিয়ে রেখেছো? এখন তোমরা

www.nagorikpathagar.org

এই সব ছেলেদের এবং যারা কুমারী তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ।" (দ্র. পবিত্র বাইবেল, গণনা পুস্তক ৩১, মিদিয়নীয়দের ধ্বংস ৭-১৮; বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি)।

যেখানে এই তাওরাতের থিয়োরী ও প্র্যাকটিস; সেখানে অন্তত ইয়াহূদী এবং উপর্যুক্ত বাণী সম্বলিত বাইবেল পুরাতন নিয়ম প্রচারক খ্রিষ্টান জাতির পণ্ডিতগণের উক্ত ঘটনার বা হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর ঐতিহাসিক রায়ের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশের অবকাশ কোথায়?

হিন্দু শাস্ত্রের বিধান

ইস্রায়েলীদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ভারতীয় হিন্দুগণ মুশরিক, যারা মুসলমানদের বিরোধিতা ও তাদের প্রতি বৈরিতা পোষণে তাদের সমপর্যায়ের, তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখতে পাবে।" দ্র. ৫ মায়িদাঃ ৮২

ঐ হিন্দুজাতির অনুসরণীয় বেদের বাণী তা হতে কোন অংশে কম নয়। ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে:

ঋগ্‌বেদ ৪র্থ বৃত্ত, মন্ত্র ১৬, শ্লোক ১০ এ আছে:

"তিনি পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণকায় শত্রুদের যুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংস করেন।

"আমরা দাসদিগকে দুই টুকরা করে কর্তন করে দিলাম। নিয়তি তাদেরকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন।"

"সেই ইন্দ্র যিনি ভরত্রাকে নিধন করেন এবং যিনি সম্পদের পর সম্পদ, গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত করেন, তিনি কৃষ্ণকায় বাহিনীকে সংহার করেন।"(মিঃ আর. সি. দত্তের প্রাচীন ভারতের কৃষ্টির উর্দু অনুবাদ, পৃ.৩৭; রহমাতুল লিল-আলামীন, খ.১ পৃ. ১৫৬-১৫৭)।

ঋগ্বেদের শ্লোকে উল্লিখিত কৃষ্ণকায় দাস বা বৈশ্য বলতে কাদেরক বুঝানো হয়েছে? তারা যে মধ্যএশিয়ার গৌরবর্ণের মরুচারী আর্যদের দৃষ্টিতে কৃষ্ণকায় আদিম ভারতীয় ডোম, কোল, তামিল, দ্রাবিড় ও আদি সমাজের সাধারণ লোকজন ছিল তা বলাই বাহুল্য। মনুসংহিতার পাতায় পাতায় তাদের মনুষ্যত্বেরও অধিকারবঞ্চিত জীবনের চিত্র বিধৃত হয়েছে– যার দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। হযরত সা'দ (রা)-এর বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়ে যে বিরোধিতা করার কোন সুযোগ কোন ইয়াহূদী, খৃস্টান বা হিন্দু আর্য পণ্ডিতের নেই, এই কথাটি বুঝাবার জন্যই কেবল এই আলোচনাটুকু করতে হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করে আহমদাবাদ, গুজরাট ও আফগানিস্তান-ইরাক ও ফিলিস্তীনে আজ পর্যন্ত ইহুদী, খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের হাতে যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মুসলমানের বিভীষিকাময় রক্তপাত প্রতিনিয়ত চালু রয়েছে, তার কথা নাই বা বললাম।

www.nagorikpathagar.org

রসূলুল্লাহ্ (স) নিজে যদি ফয়সালা দিতেন

বনূ কুরায়যার য়াহূদীরা এবং তাদের খাযরাজ বংশীয় বন্ধুগণ হযরত মু'আয (রা)-কে বিচারকরূপে মনোনীত করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল এবং এই শর্তেই তারা আত্মসমর্পণ করেছিল যে, তিনি যে রায় দেবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তারা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। তা না করে তারা যদি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতো, তা'হলে তিনি কী সিদ্ধান্ত দিতেন ? বনূ কুরায়যা খন্দকের যুদ্ধেই যে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তা নয়, বদর যুদ্ধেও তারা মক্কার কুরায়শদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে মদীনা সনদের শর্ত লঙ্ঘন করেছিল। কাজী সুলায়মান মনসুরপুরী বলেন:

"আমাদের কাছে এমনটি বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ ও নজীরসমূহ রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে বলা চলে যে, বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা যদি তাদের ভাগ্যের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর ছেড়ে দিত তবে তাদের বেশি হতে বেশি যে শাস্তি দেয়া হতো তা হতো, যাও, খায়বারে গিয়ে বসবাস কর। বনূ নাযীর ও বনূ কায়নুকার য়াহূদীদের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই এর বাস্তব নজীর। রাসূলুল্লাহ্ (স) তো স্বয়ং বনূ কুরায়যার কোন কোন ইয়াহূদীর প্রতিও দয়া প্রদর্শন করে রাজকীয় বদান্যতাস্বরূপ উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম ঘোষণা করেছিলেন।" উদাহরণস্বরূপ য়াহূদী যুবায়রকে তার পরিবার-পরিজনসহ রেহাইর হুকুম দিয়েছিলেন। এ ছাড়া রেফা'আ ইবন শামুয়েল নামক ইহুদীকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। দ্র. রহমতুললিল আলামীন (উর্দু) খ.১, পৃ. ১৫৬-১৫৭

নাভির নীচে কেশ উদ্গাত না হওয়ায় আতিয়্যা কুরাযী নামক তরুণকে অব্যাহতি দেয়ার নির্দেশ দেন রসূলুল্লাহ্ (স)। এই বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাহাবী হযরত ছাবিত ইবন কায়সের প্রতি যুবায়র ইবন বাতা ইহুদীর কোন একটি অনুগ্রহ ছিল বিধায় তিনি রসূলুল্লাহ্ (স) এর নিকট হতে চেয়ে তাকে এবং তার পরিবারের লোকজনকে নিজ অংশে নিয়ে তাদেরকে তাদের সহায়সম্পদসহ মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যুবায়র ছিল গোঁড়া ইহুদী, তাই তার নিহত বন্ধুদের সাথে মিলিত হওয়ার জেদ ধরলে তাকেও শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি বরণ করতে হয়। হযরত ছাবিত তাঁর পুত্র আবদুর রহমানকে রক্ষা করেন এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেন। বনূ নাজ্জারের জনৈকা মহিলার অনুরোধে স্যামুয়েল কুরাজীর পুত্র রিফা'আকেও অব্যাহতি দেয়া হয় এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতায় অংশগ্রহণ না করায় তাদের আরো কয়েক ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী (বাংলা) খ.৩, পৃ. ২৩৪-২৩৫ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (উর্দুভাষ্য) পৃ. ৪৩)

নিহতদের সংখ্যা সম্পর্কে মতবিরোধ ও তার সমন্বয়

www.nagorikpathagar.org

বনূ কুরায়যার নিহত ইহুদীদের সংখ্যা নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কেননা এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত।ইবন ইসহাকের ভাষ্য, তাদের সংখ্যা ছিল ছয় শ' হতে সাত শ'। যারা এই সংখ্যা আরও বেশী মনে করেন, তাদের মতে তারা ছিল আট শ' হতে নয় শ'য়ের মাঝামাঝি। দ্র. ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, খ.৩, পৃ. ২৩১ (বাংলা ভাষ্য,ই.ফা.)

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রশংসা অর্জনকারী সীরতগ্রন্থ অধ্যাপক আবদুল খালেকের "সাইয়েদুল মুরসালীন"-এ আছে: নিহতদের সংখ্যা বুখারী শরীফ অনুসারে চার শত এবং ঐতিহাসিকদের মতে ছয় শত। দ্র. সাইয়েদুল মুরসালীন, খ.২ পৃ. ৬৮৬

উর্দুভাষার বিখ্যাত সীরতগ্রন্থ আল্লামা ইদ্রীস কান্দেলভীর 'সীরতুল মুস্তফা'তে আছে:তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবন হিব্বান হযরত জাবির (রা) হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন যে, তাদের সংখ্যা চার শ' ছিল। তাদের বন্দী নারী ও শিশুদেরকে নজদ ও সিরিয়ার দিকে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং ঐ বিক্রিত মূল্যে ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করা হয়। দ্র.সীরাতুর রাসূল, খ.২,পৃ. ৩৩৩

সুদীর্ঘকালের মাদ্রসাপাঠ্য 'তারীখূল ইসলাম' প্রণেতা উস্তাদ হযরত মওলানা সাইয়েদ মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী (র) তাঁর সংক্ষিপ্ততম আরবী নবীচরিত পুস্তিকা 'আও জাযুস্ সিয়রে' লিখেন: "সা'দ (রা) তওরাতের বিধান অনুসারে বিচার করলে বনূ কুরায়যার চার শ' যুবক নিহত হয়।"দ্র. মহানবী স্মরণিকা, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৪ খ্রি পৃ. ২৬ (ইউ/১১ নূরজাহানরোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা)

বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদের বর্তমান খতীব ও মাদ্রাসা আলীয়া ঢাকার প্রাক্তন হেডমওলানা উস্তাদ হযরত মওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী তাঁর উর্দু ভাষায় লিখিত মাদ্রাসাপাঠ্য 'তারীখুল ইসলাম' গ্রন্থে লিখেন:

"সহীহ রিওয়ায়াত অনুসারে চার শ' ইহুদী -যাদের মধ্যে অবরোধকালে নিহতরাও রয়েছে–ঐ সময় নিহত হয়।" দ্র.তারীখে ইসলাম, পৃ,১৮৬ প্রথম মুদ্রণ ১৯৭৮ (এমদাদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার,ঢাকা)

উর্দু ভাষার বৃহত্তম ও সর্বাধিক প্রচারিত সীরতগ্রন্থে আল্লামা শিবলী নু'মানী লিখেন:"নিহতদের সংখ্যা সীরতবেত্তাগণ, ছয় শতাধিক বলেছেন কিন্তু হাদীছের 'সহীহ' কিতাবসূহে এই সংখ্যা চার শ।" দ্র.সীরাতুন্নবী, খ.১, পৃ.৪৩৮

বাংলাভাষার সর্বপ্রথ: উল্লেখযোগ্য ও বলিষ্ঠ ভাষায় সীরতগ্রন্থ রচনাকারী মওলানা আকরম খাঁ লিখেন: (বানান তাঁর নিজস্ব)

"ইবন আছাকের একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ, ওয়াকেদী ও এবনে এছহাক অপেক্ষা তাঁর মর্যাদা কত অধিক, অভিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।" বনূ কুরায়যার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি নিম্ন লিখিত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন:

অর্থাৎ-'অত:পর হযরত তাহাদের তিন শত পুরুষকে নিহত করিলেন এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে বলিলেন- তোমরা সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া যাও, অবশ্য, আমরা

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের গতিবিধির সন্ধান রাখিতে থাকিব অত:পর তাহাদিগকে সিরিয়াপ্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। দ্র. মোস্তফাচরিত, পৃ. ৭১৫ বরাতঃ কানযুল উম্মাল, খ.৫, পৃ. ২৮২

মওলানা আকরম খাঁ এ ব্যাপারে একটি জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারকথা হলোঃ তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থে জাবির (রা) এর প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীছে বনূ কুরায়যার মোট পুরুষ সংখ্যা বলা হয়েছিল,"তারা ছিল সংখ্যায় চারশত।" কিন্তু হযরত সা'দ (রা) তাঁর রায়ে বলেছিলেনঃ

-"আমি আদেশ করছি যে যুদ্ধে লিপ্ত (অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হতে সমর্থ) পুরুষদেরকে নিহত করা হউক।" এই পদটি "পুরুষদেরকে নিহত করা হউক" পদে পরিণত হতে গিয়েই যত সব গোল বাঁধিয়েছে। মওলানা বলেনঃ

"এখন তিরমিযী ও নাছায়ী প্রভৃতির হাদীছটিকে বোখারী ও মোছলেমের হাদীছের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে, সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কোরেজার বন্দীদের সম্বন্ধে ছা'আদের আদেশ প্রচারিত হওয়ার পর, কে মোকাতেল (যুদ্ধে লিপ্ত) আর কে মোকাতেল নয় তৎসম্বন্ধে একটা বিচার হইয়াছিল। বিচারের পর ঐ চার শত পুরুষের মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া বা বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।"

এই বক্তব্যের সমর্থনে মওলানা আকরম খাঁ কুরআন শরীফের নিম্নবর্ণিত আয়াত ও উদ্ধৃত করেছেনঃ

অর্থাৎ- "যে সকল গ্রন্থধারী (ইহুদী) কোরেশদের সহায়তা করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গমালা হইতে বহির্গত করলেন এবং তাহাদের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিলেন, (তাহাতে) তাহারা একদলকে নিহত করিতে এবং একদলকে বন্দী করিতে লাগিল ...।" (৩৩আহজাব ২৬) এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টত: প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোরেজার যে সকল বন্দী পুরুষ কোরেশদের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদের এক দলকে বন্দী করা হইয়াছিল- সকল পুরুষকেই নিহত করা হয় নাই। সুতরাং নাছায়ী ও তিরমিযী বর্ণিত চারশত পুরুষের মধ্য হইতেও যে কতকগুলি লোককে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল,তাহা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

দ্র.মোস্তফা চরিত, পৃ. ৭১৩

মওলানা আকরম খাঁ বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবন আসাকিরের একটি রিওয়ায়াত এবং কুরআনুল কারীমের আয়াতের বরাতে এ ব্যাপারে নিহতদের সংখ্যা বর্ণনায় যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা একদিকে যেমন প্রশংসনীয়, অপরদিকে ঠিক তেমনি অনস্বীকার্য্য। ঐ হাদীছটি হচ্ছেঃ

—"অতঃপর হযরত তাহাদিগের তিন শত পুরুষকে নিহত করিলেন এবং অবশিষ্টদিগকে বলিলেন—তোমরা সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া যাও। অবশ্য আমরা তোমাদিগের গতিবিধির সন্ধান রাখিতে থাকিব। অতঃপর হযরত তাহাদিগকে সিরিয়া প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন।" দ্র.মোস্তফা চরিত, পৃ.৭১৫(বরাতঃ কানযুল উম্মাল,খ.৫,পৃ.২৮২

www.nagorikpathagar.org

পূর্বে উল্লিখিত হাদীছসমূহে উক্ত বনু কুরায়যার পুরুষদের সংখ্যা ছিল চার শ'-এর যথার্থতা স্বীকার করিয়া নিয়াই মওলানা আকরম খাঁ বলেন: কিন্তু হযরত সা"দ (রা) তাঁহার রায়ে বলিয়াছিলেন:

"আমি আদেশ করিতেছি যে যুদ্ধেলিপ্ত (অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সমর্থ) পুরুষদিগকে নিহত করা হউক।"........

বলাবাহুল্য, এটি ছিল তওরাতেরই বিধানের বাস্তবায়ন। আর "কুরআন মজীদে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স) তওরাতের বিধানেরই অনুসরণ করতেন। তাই নামাযের কিবলা, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান, হত্যার দণ্ডবিধি (কিসাস), নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, চক্ষুর বদলে চক্ষু, দাঁতের বদলে দাঁত প্রভৃতি দণ্ডবিধিসংক্রান্ত নূতন কোন ওহী না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (স) পালন করে গিয়েছেন।" দ্র. সীরাতুন নবী, ১ম., পৃ.৪৩৫

এ ব্যাপারে আমি সীরত বিশ্বকোষের প্রকাশিতব্য ৬ষ্ঠ খণ্ডের জন্যে লিখিত "রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল" শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ।

হযরত সা'দের এ ফয়সালাটি অত্যন্ত ন্যায়ানুগ এবং তওরাতসম্মত হওয়া সত্ত্বেও য়াহুদী প্রাচ্যবিদ মারগোলিয়থ সত্যের অপলাপ করে এতটুকু বলতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হন নি যে, যেহেতু খন্দকের যুদ্ধে জনৈক য়াহুদী দ্বারা হযরত সা'দ তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং এ জখমেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এ জন্যেই হযরত সা'দ এরূপ নিষ্ঠুর ফয়সালা দিয়েছিলেন। দ্র. আল্লাম শিবলী নু'মানী প্রণীত সীরতুন্নবী.খ. ১ পৃ. ৪৩৫ (পাদটীকায়)

হযরত সা'দ (রা) তখন মৃত্যুশয্যায়। সংসারের পাওয়া চাওয়ার তখন তিনি অনেক উর্ধে। বরং তাঁর নিজ ভাষায় বলতে গেলে "সাদ এখন সমস্ত তিরস্কারকারীর তিরস্কারের উর্ধে।" মৃত্যুর খড়গ যার মাথার উপর ঝুলছে, যে কোন মুহূর্তে যার প্রাণ বায়ু নির্গত হওয়ার আশংকা, এমন ব্যক্তির লোক-নিন্দার কী পরোয়াই বা থাকতে পারে? বস্তুত দীর্ঘদিন পর্যন্ত রক্তক্ষরণে তাঁর জীবনীশক্তি একেবারে নি:শেষিত হয়ে এসেছিল। ঐ দিনই মাত্র তাঁর রক্তক্ষরণ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছিল। একান্তই আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ পালনার্থ তিনি ঐদিন হাযির হয়েছিলেন এক গাধার উপর সওয়ার হয়ে। আল্লাহর নবী (স) ও তাঁর এ নাজুক অবস্থার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই সওয়ারী থেকে অবতরণকালে যেন পুনরায় তাঁর রক্তক্ষরণ শুরু না হয়ে যায়, সে জন্যে উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন "তোমাদের নেতাকে (অবতরণ করাতে) তাঁর প্রতি উঠে দাঁড়াও।" সেমতে সাহাবীগণ সত্যি সত্যি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁকে সযত্নে সওয়ারী থেকে নামিয়ে আনতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রদত্ত ঐতিহাসিক ফয়সালাটি দেয়ার জন্যেই হয়ত আল্লাহ তাআলা ঐ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এর অব্যবহিত পরেই আবার তাঁর রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং ঐ জখম থেকেই তিনি শাহাদত বরণ করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন!

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এহেন ন্যায়ানুগ একটি ফয়সালার জন্যেই য়াহুদী প্রাচ্যবিদ মারগোলিয়থ তার হীনমন্যতার জন্যেই নাকি অজ্ঞতার জন্যে বলেছেন যে, হযরত সা'দ জনৈক য়াহুদী কর্তৃক তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন বলেই এরূপ কঠোর ফয়সালা দিয়েছিলেন। কিন্তু মারগোলিয়থের দুর্ভাগ্যই ‌লতে হবে যে তাঁর বর্ণিত বাক্যটি আদৌ সত্য নয়। আসলে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপক‌ি ব্যক্তিটি ছিল একজন নির্ভেজাল কুরায়শ, তার নাম ছিল ইবনুল আরিকা। দ্র. মুসলিম, ৬ষ্ঠ খণ্ড হাদীছ নং ৪৪৪৬ (ই. ফা. প্রকাশিতও আমার অনূদিত) - আসাহ্হুস সিয়র, পৃ. ১৪৯ (বুখারী -মুসলিমের বরাতে)

এবার এ ব্যাপারে স্বয়ং পাশ্চাত্যের কয়েকজন পণ্ডিতের মন্তব্য শুনুন!

ডা. ‌‌এংহাম-এর ভা‌‌ষ্য:

"Quraish had allied themselves to the Bedouins and the Jews, and their formixable Clayton was preparing to deal a decision bl ' to Islam. The Banu Nadir who had taken refuge at Khaibar incited their hosts against the new power that had risen threatening all anarchistic Arabia; they represented Muhammad as a tyrant waiting to put all the tribes into chains. The Bedouins of Tihama and Nejd Joined Quraish in a body and the confed' ..ion had s. ies in the very heart of Medina amongst the Je ws of Banu quraidhah who designed, almost openly the ruin of their burdensome ally. The situation, if prolonged might have become serious, the more so because Banu Quraidhah had allied themselves with the Ummah" *(The Life of Mohammet, p.326).*

অর্থাৎ—"কুরায়শদের সাথে বেদুঈন ও ইয়াহূদীদের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল এবং তাদের ভয়ংকর ঐক্যজোট ইসলামের উপর একটি সিদ্ধান্তকারী ও চূড়ান্ত আঘাত হানবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। খায়বা‌রে আশ্রয় গ্রহণকারী বনূ নযীর গোত্রীয়রা তাদের মেযবানগণকে সেই উদীয়মান শক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেই চলেছিল– যা' গোটা নৈরাজ্যবাদী আরব শক্তিগুলির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা'রা মুহাম্মদ (স)-কে সমস্ত গোত্রকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে উদ্যত স্বৈরাচারীরূপে চিত্রিত করছিল। তেহামা ও নজদের বেদুঈনরা ঐক্যবদ্ধভাবে সেই ঐক্যজোটে যোগ দিয়েছিল।মদীনার কেন্দ্র বিন্দু তে সেই বনূ কুরায়যা গোত্রীয় গুপ্তচররা সক্রিয় ছিল—যারা তাদের বোঝাস্বরূপ মিত্রশক্তি ইসলামকে প্রায় খোলাখুলিভাবে ধ্বংসের আকাঙ্খা ব্যক্ত করত। এ পরিস্থিতি আর বেশি কাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হলে আরও মারাত্মক ‌রূপ ধারণ করতে পারত। কেননা, বনূ কুরায়যা ততক্ষণে আরও বেশি শক্রদের সাথে জোটবদ্ধ হত। "(দি লাইফ অব মাহামেৎ, পৃ. ৩২৬, , London, Routledge & Sons, 1930)

www.nagorikpathagar.org

ষ্ট্যানলী লেনপুল বলেন:

"Of the sentences on the three clans, that of exile, passed upon two of them, was clement enough. They were a turbulent set, always setting the people of Medina by the ears; and finally, afollowed by an insurection resulted in the expulsion of one tribe; and insubordination, alliance with enemies and a suspicion of conspiracy against the Prophet's life, ended similarly for the second. Both tribes had violated the original treaty and had endeavour in a very way to bring Muhammad and his religion to ridicule and destruction. The only question is whether punishment was not too light. Of them an arbiter appointed by themselves. When Quraish and their allies are beseizing Medina and had well night stormed the defences, thes Jews tribe entered into negotiations with the enemy, which were only circus dented by the diplomacy of the prophet. When they beseizers had returned, Muhammad naturally demanded an explanation at the Jews. They reinstated in their dogged way and were themselves besieged and consened and consented to surrender of discretion. Muhammad, however consented to the appointing a chief of a tribe allied to the Jews as the judge who should pronouns sentence upon them. This chief gave sentence that the men, in number some 600 should be killed, and the woman and children enslaved, and the sentence was carried out. If was a harsh, bloody sentence; but it must be remembered that the crime of these men was high treason against the state,during a time of seize and one need not be surprised of the summary executing of a traitorous clan (Studies in a Mosque. p-69)

"পূর্বোক্ত তিনটির মধ্যে দুইটি গোত্রের প্রতি প্রদত্ত নির্বাসনের দণ্ডাদেশ ছিল যথেষ্ট মৃদু বা হালকা । তা'রা ছিল একটি উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী। অহরহ তারা মদীনার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত থাকতো। অবশেষে কলহ,তারপর বিদ্রোহ একটি গোত্রের নির্বাসন পর্যন্ত গড়ায়। অবাধ্যতা,শত্রুদের সাথে যোগসাজশ ও নবীর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রজনিত অবিশ্বাস দ্বিতীয় গোত্রটিরও অনুরূপ পরিণতি ডেকে আনে। উভয় গোত্রই মূল সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করে। তা'রা মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর ধর্মকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ধ্বংস করার কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেয়নি। এ ব্যাপারে একটি মাত্র প্রশ্ন, তাদের এই শাস্তি কি

www.nagorikpathagar.org

একান্তই হালকা ছিল না ? কেবল তৃতীয় গোত্রটি ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন হয়, তাও আবার মুহাম্মদের দ্বারা নয়, বরং তাদেরই স্ব-নিয়োজিত একজন সালিশের দ্বারা। কুরায়শ এবং তাদের মিত্রবাহিনীর দ্বারা যখন মদীনা অবরুদ্ধ হয় এবং মদীনার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় তখন উক্ত ইয়াহূদী গোত্রটি শত্রুদের সাথে যোগ সাজশে লিপ্ত হয়। নবীর কূটনৈতিক ব্যবস্থার ফলেই তাথেকে নিস্তার পাওয়া যায়। অবরোধ প্রত্যাহৃত হলে মুহাম্মদ (স)স্বভাবতই য়াহূদীদের নিকট তার কৈফিয়ত তলব করেন। তারা তার একগুয়েমীপূর্ণ জবাব দেয়, নিজেরাই নিজেদের জন্য অবরোধের পথ বেছে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যেমন করেই হোক, মুহাম্মদ (স)য়াহূদীদের একজন মিত্র গোত্রপতিকে তাদের ব্যাপারে রায় দেওয়ার জন্য বিচারক নিয়োগে সম্মতিদান করেন। সেই গোত্রপতিই যে রায় দিলেন সেই রায় কার্যকরী করা হয়। এটা একটি রূঢ় ও রক্তক্ষয়ী রায় ছিল সন্দেহ নেই, তবে বিশ্বাঘাতক গোত্রের বিরুদ্ধে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিচারের রায় কার্যকরী হওয়ার জন্য কারো বিস্মিত হওয়ার মত কিছু নেই।"দ্র.স্টাডিজ ইন এ মস্ক, পৃ.৬৮London, Eden Remington, 1893)

অন্যত্র লেনপুল লিখেন:

"মনে রাখতে হবে যে, তাদের অপরাধ ছিল দেশের সঙ্গে গাদ্দারী এবং তাও আবার অবরোধকালীন। যে সব লোক ইতিহাসে এটা পড়েছে যে, (জেনারেল) ওয়েলিংটনের ফৌজ যে পথ দিয়ে যেত, সেসব পথ চিনতে পারা যেত পলাতক সৈনিক ও লুটপাটকারীদের লাশ দ্বারা যা গাছের ডালে লটকানো থাকতো, তাদের একটি গাদ্দার গোত্রের একটি কাতুকুতু ফয়সালার প্রেক্ষিতে নিহত হওয়ার ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই।" দ্র.নবীয়ে রহমত, পৃ. ২৭৭, *(Selection from the koran, page IXV -এর বরাতে)*।

আর,সি বডলী বলেন:

মুহম্মদ আরবে একা ছিলেন। এই ভূখণ্ডটি আকার আয়তনের দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক তৃতীয়াংশ এবং এর লোক সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লাখ। একটি ক্ষুদ্র সেনাদল ছাড়া তাদের নিকট এমন কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না যারা লোকদের আদেশ পালনে ও আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে। এই বাহিনীও আবার পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। আর মুহম্মদ যদি এক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য কিংবা গাফলতিকে প্রশ্রয় দিতেন এবং বনী কুরায়যাকে তাদের বিশ্বাসভঙ্গের কোনরূপ শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দিতেন, তা'হলে আরব উপদ্বীপে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা সুকঠিন হতো। ইহুদীদের হত্যার ব্যাপারটি কঠোর ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের নিজেদের ধর্মের ইতিহাসে এটা কোন অভিনব ব্যাপারই ছিল না এবং মুসলমানদের দিক দিয়ে এ কাজের পেছনে পূর্ণ বৈধতা ও অনুমোদন বর্তমান ছিল। এর ফলে অপরাপর আরব গোত্রসমূহ ও ইহুদীরা কোনরূপ চুক্তি ভঙ্গ ও গাদ্দারী করবার পূর্বে তার পরিণতি কত খারাপ হতে পারে, তা চিন্তা করতে বাধ্য হয়। কেননা, মুহম্মদ (স) যে তাঁর ফয়সালা কার্যকরী করতে কতটা পারঙ্গম, তা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল।"দ্র.প্রাগুক্ত,সূত্র: *The Messenger- The Life of Muhammad, London1946,p.202-3)* (আবু সাঈদ ওমর আলীর অনুবাদ ঈষৎ সম্পাদিত)

www.nagorikpathagar.org

নিরপেক্ষ য়াহূদী পণ্ডিতের মন্তব্য

ইস্রাঈল উলফ্যান্সন নিজে জাতিতে য়াহূদী হওয়া সত্ত্বেও সত্যের খাতিরে তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে :

It was the duty of the jews not to allaw themselves to get involved in such a scandalous mistake. They should have never declared to the leaders of Quraysh that the worship of idols was better than Islamic monotheism, even if this were to imply frustation of there requests.The jews, who have for centureis raised the banner of monotheism in the world among the pagan nations, who have remined true to the monotheistic tradition of the fathers,and who have suffered throughout history the greatest misfortunes,murders and persecutions for the sake of theire faith in the one God should,in loyalty to this tradiotion, have sacrificed every interest-nay there very lives to bring about the down.-fall of paganism. Farthermore,by allying themselves with the pagans they were in fact figting them-sel ves and contradic the teachings of the Torah which commands them to avoid ,repudiate-indeed to fight the pagans.

অর্থাৎ-"এমন একটি কেলেংকারীপূর্ণ ভুলের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলা য়াহূদীদের জন্যে মোটেও সমীচীন হয়নি। তাদের কুরায়শ-সর্দারদের কাছে একথা স্বীকার করে নেয়া মোটেও উচিত হয়নি যে,মুসলমানদের একত্ববাদের তুলনায় কুরায়শদের পৌত্তলিকতাই উত্তম-যদিও এমনটি না করলে কুরায়শরা তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিত না এমন একটা হতাশাবোধ তাদেরকে তাড়া করেছিল। কেননা,বনী ইস্রাঈলরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর পৌত্তলিক জাতিসমূহের সম্মুখে তাদের পিতৃপুরুষদের একত্ববাদের পতাকা সমুন্নত রেখেছে, এজন্যে তাদেরকে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও নির্যাতন বরণ করতে হয়েছে. তাদেরকে অনেক জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে! প্রতিমাপূজারীদের কাছে এভাবে নতি স্বীকার করে তারা আসলে নিজেদের বিরূদ্ধেই লড়াই করেছে, তৌরাতের মহান শিক্ষারই বিরোধিতা করেছে-যা' তাদেরকে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে লড়বার এবং তাদের বিরুদ্ধে বৈরিতামূলক অবস্থান গ্রহণেরই শিক্ষা দিয়েছে।"চ্দ্রমুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল, হায়াত-ই-মুহাম্মদ,(আরবী)পৃ৩৩৯,(১৫তম সংস্করণ১৯৬৮-কায়রো) ইংরেজী ভাষ্যটি উক্ত য়াহূদী লেখকের *THE JEWS IN ARABIA* পুস্তকের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন "হায়াত-ই-মুহাম্মদ-এর ইংরেজী অনুবাদক ই রাজী আল-ফারূকী তাঁর অনূদিত ও ইরাণের কুম নগরী থেকে প্রকাশিত পুস্তকের৩০১-ইসমাঈল৩০২ তম পৃষ্ঠায়।

মোটকথা,সমরকৌশল হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (স)এর উক্ত পদক্ষেপ বা হযরত সা'দের ফয়সালা যে নির্ভুল ছিল, তা' নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মাত্রই স্বীকার করবেন।

***

www.nagorikpathagar.org

সুখবর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য *মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড* এবং *মার্কিন ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড* চালু করেছে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ এবং অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে (FC A/C.) রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে এ সব বন্ড কিনতে পারবেন।

○ **বন্ডের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঃ**
★ মেয়াদকাল ঃ ৩ বছর।
★ সুদ ষান্মাসিক ভিত্তিতে উত্তোলনযোগ্য।
★ আসল ও সুদ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ক্রেতার ইচ্ছায় বাংলাদেশী টাকায়ও পরিশোধযোগ্য।
★ আসল ও সুদ উভয়ই আয়করমুক্ত।
★ মেয়াদপূর্তির পর আসল পুনরায় বিনিয়োগ অথবা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য।
★ বন্ড হারিয়ে গেলে, চুরি হলে, নষ্ট হলে অথবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ডুপ্লিকেট বন্ড প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।
★ মেয়াদপূর্তির আগেও বন্ড ভাঙানো যাবে।

○ **ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ঃ**
★ সুদের হার ৬.৫%। আসল ও সুদ মার্কিন ডলারে পরিশোধযোগ্য।

○ **প্রিমিয়াম বন্ড ঃ**
★ সুদের হার ৭.৫%। আসল মার্কিন ডলারে ও সুদ বাংলাদেশী টাকায় পরিশোধযোগ্য

○ বন্ডের মূল্যমান ঃ মার্কিন ডলার ৫০০, ১০০০, ৫০০০, ১০০০০, ৫০০০০।

○ ক্রয়সীমা ঃ সর্বনিম্ন মার্কিন ডলার ৫০০ এবং ৫০০-এর গুণিতক যে কোন পরিমাণ।

○ **নমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি ঃ**
মেয়াদপূর্তির আগে ক্রেতার মৃত্যু হলে বন্ডের প্রাপ্য অর্থ (সুদ ও আসল এবং [illegible] সুবিধা, যদি থাকে) ক্রেতার মনোনীত ব্যক্তি উত্তোলন করতে পারবেন।

○ **বাড়তি সুবিধা ঃ**
১০.০০ লক্ষ মার্কিন ডলার বা তদূর্ধ্ব পরিমাণের বন্ড ক্রেতা সি আই পি সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন।

○ **রূপালী ব্যাংকের বন্ড ইস্যুকারী শাখা ঃ**
স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা।
বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
ইব্রাহিম ম্যানসন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
রূপালী সদন শাখা, চট্টগ্রাম।
নিউমার্কেট শাখা, সিলেট।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন

উপ-মহাব্যবস্থাপক	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	সহকারী মহাব্যবস্থাপক
আন্তর্জাতিক বিভাগ	আন্তর্জাতিক বিভাগ (পলিসি)	আন্তর্জাতিক বিভাগ (অপারেশন)
রূপালী ব্যাংক	রূপালী ব্যাংক	রূপালী ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৬৪১৬০	ফোন ঃ ৯৫৫৫২৭৯	ফোন ঃ ৯৫৬৯১৫৯

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা
Web site : www.rupali-bank.com
e-mail : rblhoid@bdcom.com
Fax No : 880-2-9564148

www.nagorikpathagar.org

গ্যাস জাতীয় সম্পদ। এর অপচয়
রোধ করে জাতীয় দায়িত্ব পালন করুন।

BAPEX

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড
(বাপেক্স)
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, আবিস্কার ও উন্নয়নে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল, সর্বাধুনিক
প্রযুক্তি ও অত্যাধুনিক যন্ত্রসম্ভারে নিবেদিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান

আমাদের বৈশিষ্ট ঃ

- দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সমন্বয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির স্বার্থক প্রয়োগ
- নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক তৈল আবিস্কার
- ভূ-তাত্ত্বিক (Geology)
  তৈল ও গ্যাস আবিস্কারের প্রতিশ্রুতি
- ভূ-তাত্ত্বিক জরিপের মাধ্যমে নিখুঁত
  ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ণয়ণ
- বেসিন ষ্টাডির মাধ্যমে তৈল ও গ্যাস
  প্রাপ্তির সম্ভাবনা যাচাই
- তৈল গ্যাস মওজুদ নির্ণয়ন

ভূ-পদার্থ (Geophysics)
ঐতিহ্যমন্ডিত সফলতার উজ্জ্বল প্রতীক
আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কম্পুটারাইজড

- সাইসমিক সার্ভে
- ডাটা প্রসেসিং
- ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন
- অন্যান্য জিওফিজিক্যাল জরিপ কাজে নিয়োজিত
- দেশে-বিদেশে সর্বোত্তম সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

- খনন (Drilling)
- গভীরতম কূপ-খননের বিরল অভিজ্ঞতা দক্ষ
  ও অভিজ্ঞ লোকবলসহ দেশে-বিদেশে
- কূপ খনন
- ওয়েল সিমেন্টেশন সার্ভিস
- ওয়েল টেষ্টিং সার্ভিস
- মাড ইঞ্জিনিয়ারিং
- মাড লগিং সার্ভিস
- ওয়্যারলাইন লগিং সার্ভিস প্রদানের নিশ্চয়তা

গবেষণা (Research Lab)
ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক উপাত্তের সফল
সমন্বয় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণা ভিত্তিক
তৈল ও গ্যাসের উৎপত্তি ও উৎস বিশ্লেষণ

- সেডিমেন্টলজী
- পেট্রোফিজিক্স
- পেলিনোলোজি
- মাইক্রোপ্যালিয়েন্টলজী
- জিওকেমিষ্ট্রি
- গ্যাস তৈল ও কনডেনসেট বিশ্লেষণে সদা নিয়োজিত

শাহজালাল টাওয়ার, ৮০/এ-বি সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ মোড়, ঢাকা- ১২১৭

www.nagorikpathagar.org

দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

সম্প্রতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে সম্পাদিত চুক্তির প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কৃষি ভিত্তিক ছয়টি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ (ট্রেড) উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দেশের সকল জেলা/উপজেলা/ইউনিয়নে (রাজশাহী বিভাগ ব্যতিত) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলাদের মাঝে দ্রুত ঋণ বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ট্রেড ছয়টি হচ্ছে :

১. ছাগল পালন
২. নার্সারী ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা
(ভেষজ বাগান ও ভেষজ ঔষধি পণ্য উৎপাদন)
৩. মৎস্য চাষ
৪. ব্রয়লার মুরগী পালন
৫. লেয়ার মুরগা পালন এবং
৬. গরু মোটাতাজাকরণ

উল্লেখিত ছয়টি ট্রেডের যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত যুবক-যুবমহিলাগণকে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের শাখা হতে ঋণ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানানো যাচ্ছে। আপনার নিকটস্থ কৃষি ব্যাংকের শাখায় আজই যোগাযোগ করুন।

ঋণ পেতে কোন জটিলতা বা দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক / বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক/প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) এর সঙ্গে জরুরী ভিত্তিতে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

www.nagorikpathagar.org

অতি আদরের শিশুর অনিশ্চিত
ভবিষ্যত মোকাবেলায় বহুমুখী
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে
জীবন বীমা কর্পোরেশনের

---- শিশু নিরাপত্তা বীমা

এই বীমা পরিকল্পনা যুগ্মভাবে প্রিমিয়ামদাতা অর্থাৎ শিশুর পিতা অথবা মাতা ও শিশুর জীবনের উপর দেয়া হয়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, অথবা আপনার নিকটস্থ আমাদের যে কোন অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন।

জীবন বীমা কর্পোরেশন

একমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়

২৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ডিএফ পি৩৭১ (২২-১২-০৩)

www.nagorikpathagar.org

প্রাচ্যবিদ পরিচিতি

ডেভিড ভারুস

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। ইনি জুলিয়াস সীজারের সমসাময়িক আমলের লোক ছিলেন। ৪০খণ্ডে পৃথিবীর প্রাচীনতম কাল থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত কালের ইতিহাস রচনা করেন। লিবীয় পণ্ডিত ড. ফৎহুল্লাহ যিয়াদী লিখেন:উক্ত ইতিহাসগ্রন্থটির পনেরো খণ্ড আমাদের হাতে পৌঁছেছে–যাতে মিশর,মা–ওরাউন্ নহর,ভারতবর্ষ, আরবও উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস ও রয়েছে। দ্র.আল-ইসতিশরাক–আহদাফুহু ও ওসাইলুহু, পৃ.২২০,

অগাস্টিন ওরসিয়ূস (AUGUSTIN PAULOS HORSOSIUS)

আরববিশ্বে হরশিয়ূশ নামে খ্যাত স্পেনদেশীয় বংশোদ্ভূত ধর্মযাজক ও ইতিহাসবিদ। ইনি খ্রিষ্টীয় ৫ম শতকের লোক। তাঁর যুগের শাসকের জীবনেতিহাস তিনি ল্যাটিন ভাষায় লিখেছেন। ইবন খলদূন সহ অনেক ইতিহাসবিদই তাঁর রচনাবলী বহুলভাবে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর পুস্তক ***The Historion of Rome*** (রোমের ইতিহাস) খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব-ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সর্বপ্রথম ইতিহাস পুস্তক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

দ্র.মুহম্মদ এনান, ইবনে খলদূন,পৃ,১৪৭; ড.ফৎহুল্লাহ যিয়াদী,আল-ইস্তিশরাক,পৃ.২০২

উইলি বোল্ড (WILIBOLD)

হিজরী প্রথম শতকে আরবদেশ ভ্রমণকারী বৃটিশ প্রাচ্যবিদ। তাঁর রচনাবলীকেই এ ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এর পর অনেক পর্যটক ও প্রাচ্যবিদই সে দেশ সফর করেছেন এবং আরব ও ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন। দ্র.ড.যিয়াদী,আল-মুস্তাশরিকূন...,পৃ,৭২

দ্বিতীয় সালফিস্তার

এ ফরাসী প্রাচ্যবিদ ৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে ইনি রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপ নির্বাচিত হন। উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইনি কর্ডোভায় যান এবং ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ঘড়ির কাঁটার মধ্যে তিনি আরবী সংখ্যার প্রচলন করেন। ইউরোপে আরবী জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার প্রসারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। আরবী পুস্তকাদির ল্যাটিন অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।১০০৩ খিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র.প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫

পেট্রোস আল-মুহ্তরম

ইউরোপের অন্ধকার যুগে মুসলিম শাসিত আলোঝলমল স্পেনে গিয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের কাছে বিদ্যাভাস করে যারা ধন্য হয়েছিলেন ইনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর জীবনকাল হচ্ছে১০৯২–১১৫৬খ্রি. ।ইনি ফ্রান্সের ক্লোনী আশ্রমের প্রধান ছিলেন। আল-

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের প্রথম ল্যাটিন অনুবাদকর্মটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এতে তাঁর ভূমিকা ছিল।"ইসলামের খণ্ডন বিষয়ককেটি পুস্তকসহ তাঁর রচিত কয়েকটি পুস্তক রয়েছে। দ্র. ড. আবদুর রহমান আল-বদভী,মওসূ'আতুল মুস্তাশরিকীন,পৃ,৬৮

পেট্রোস প্যাসকোয়্যাল (PETRUS PASCUAL)

স্পেনীয় পাদ্রী। জন্ম ১২২৭ সালে ব্যালানসিয়্যাতে। গীর্জার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় নিযুক্ত থাকায় গ্রাণাডার মুসলমানরা তাকে বন্দী করলে শেষ জীবন তাকে জেলেই কাটাতে হয়।১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে জেলেই তার মৃত্যু হয়। তার প্রসিদ্ধ দু'টি গ্রন্থ হল:"আল- ফিরকাতুল মুহম্মদীয়্যা" ও "যিদ্দাল জাবরিয়্যা আল-মুসলিমীন"।

দ্র.ড.আবদুর রহমান বদভী-আল-মওসূ'আতুলমুস্তাশরিকীন,৬৭

জর্জিস ইবনুল আমীদ

ইবনুল আমীদ জর্জিস ইবনুল আমীদ ইবনে ইলিয়াস।মাকিন নামে বিখ্যাত। সিরীয় খ্রিষ্টান লেখকদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন এ ক্রীট্স দেশীয় বংশোদ্ভূত প্রাচ্য বিদ। তাঁর জন্ম কায়রোতে। প্রতিপালিত হন দামেশকে। মিশরের দূতাবাসের অফিসে লেখকের/সচিবের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর অনেক পুস্তকের মধ্যে রয়েছে: আল-মাজমাউল মুবারক, ফিৎতারীখ মুনযুল কাদামি ও ইলা 'আসরিল মালিক আয্যাহির বি-বারিস প্রভৃতি। দ্র.যরকলি,আল-আ'লাম,খ.২,পৃ১১৬

তারীখুল 'আলম বা বিশ্ব ইতিহাস নামেও তাঁর একটি পুস্তক রয়েছে বলে জানা যায়। ১২৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র.ড.যিয়াদী, আল-ইস্তিশরাক,পৃ,২৩২

মিস জার্ট্রুড বেল (MISS GERTRUDE BELL)

এই ইংরেজ প্রাচ্যবিদ মহিলা ১৪৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আরব বিশ্ব ভ্রমণ করেন। পশ্চিমা রাজনীতিতে তাঁকে ব্যবহার করা হয়। মিশরের বৃটিশ দূতাবাসে এবং ইরাকে অবস্থিত তাঁদের দূতাবাসেও তিনি অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কূটনৈতিক ময়দানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বেশ কিছু ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা অনেক; বেশীর ভাগ-ই ভ্রমণ সংক্রান্ত।

(দ্র.ড.মিশাল জাহা,আদ্দিরাসাতুল আরাবিয়্যা ওয়াল ইসলামিয়্যা ফী উরুবা (ইউরোপে আরবী ও ইসলাম বিষয়ক অধ্যয়ন,পৃ.৪২)

স্যামুয়েল ক্লার্ক (CLARKE. S)

ইংরেজ প্রাচ্যবিদ। এঁর জীবনকাল হচ্ছে ১৬২৫-১৬৬৯খ্রি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। উচ্চশিক্ষা এখানেই সমাপ্ত করেন। এক সময় তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেন। তিনি অনেক কর্মস্মৃতি রেখে গেছেন। তাঁর বিশেষ কর্মকাণ্ড হচ্ছে তাঁর লিখিত "মু'জামুল আমা-কিনি যা-তিল আসমা-ইল আরাবিয়্যা"

দ্র.ড.আকীকী,আলহমুস্তাশরিকুন,খ.২, পৃ.৪৬৬

www.nagorikpathagar.org

রিযিতানো আম্বার্তো (RIZZITANO UMBERTO)

মিশরে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। ইটালীতেও শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। কায়রোর আইনুশ শাম্‌স" বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তারপর অধ্যাপনা করেন "বালইয়ারমু বিশ্ব বিদ্যালয়ে।" আরব সংস্কৃতির উপর তাঁর লিখিত অনেক বইপুস্তক রয়েছে। তিনি বেশ কিছু কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর অন্যতম পুস্তক হচ্ছে:"কিতাবু কাওয়া'ইদিল ইতা-লিয়্যা মাশরুহাতুন বিল্লাহজা আল-আরাবিয়্যা।"

দ্র.প্রাগুক্ত,খ. ১পৃ.৪০১

সেগুবী (JUAN ALFONSI DE SEGOBI)

আরববিশ্বে ইউহান্না আল-আশগুবী নামে বিখ্যাত স্পেনদেশীয় প্রাচ্যবিদ। ব্রাজিলের গীর্জায় তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। ১৪০০খ্রিষ্টাব্দে পোপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলমানদের কাছে খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক পরাজয়ের কারণে স্বল্পকালের মধ্যেই সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও লাভ করেন। তারপর থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যান। কারণ, তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, মুসলমানদেরকে অস্ত্রবলে পরাস্ত করা সম্ভবপর নয়,বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের মাধ্যমেই এদেরকে পরাজিত করতে হবে। তিনি জনৈক আরবের সংস্পর্শে এসে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন এবং কুরআন শরীফের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য কর্মের মত এ অনুবাদটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর পুস্তকগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "তা'নুল মুসলিমীন বি-সাইফির রূহ্"(রূহানী তরবারিতে মুসলমানদের আঘাত)। **দ্র.যরকলী,আল-আ'লাম,খ.২পৃ.১১৬**

টমাস রো

ষোল শ' শতকে ভারত সম্রাট শাহজাহানের কবি কন্যা-জাহানারা এক আগুন দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়ে গেলে এ ইংরেজ চিকিৎসক পাদ্রী তাঁর চিকিৎসা করে তাঁকে নিরাময় করে তুলে সম্যাটের মনস্তুষ্টি সাধন করেন।। বিনিময়ে তিনি সম্রাটের নিকট থেকে একখণ্ড জমি উপঢৌকনস্বরূপ আদায় করে নেন। পরবর্তীতে তা-ই ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্বের সূতিকাগার বলে প্রতিপন্ন হয়। এভাবে বাহ্যত সংসাবিরাগী একজন খ্রিষ্টীয় ধর্মযাজক তাঁর স্বজাতির সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন।

গিলক্রিষ্ট

ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তারূপে ভারতে বৃটিশ শাসনের শুরুর দিকে কর্মরত ছিলেন। এ বিদ্যুৎসাহী বিদেশী পণ্ডিতই ভারতের অন্যতম প্রধান দু,টি ভাষা উর্দু ও বাংলার আদি ব্যাকরণ রচনা করেন বা করান। তাঁর তত্ত্ববধান ও পৃষ্ঠ পোষকতায় এ উভয় ভাষার পন্ডিতগণ তাঁদের স্ব স্ব ভাষায় উন্নত মানের সাহিত্য রচনা করেন। ছাপা খানা আবিষ্কারের সেই প্রাথমিক যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রেসে সে গুলো ছাপা হয়ে প্রকাশিত হতো।ঐ যুগে কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত ফার্সী ভাষায় শেখ সা'দীর বিখ্যাত"গুলিস্তাঁ"এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও "তারীখে বাঙ্গালা"(বাংলার ইতিহাস) আমার

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগত সংগ্রহমালার অমূল্য রত্ন। গিলক্রিস্টের মত বিদ্যুৎসাহী সরকারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে সত্যিই এদেশের পরাধীন দরিদ্র লেখকদের পক্ষে তখন সাহিত্যসাধনা ও জ্ঞানচর্চা করা সুকঠিন ব্যাপার ছিল।

এডওয়ার্ড পুকোক (EDWERD POCOFC)

১৬৯১খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী ইংরেজ এ প্রাচ্যবিদ ছিলেন একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক। বসবাস করতেন ফিলিস্তীনে। আরবী ভাষার উপর তাঁর বেশ দখল ছিল। ফিলিস্তীন থেকে অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা করতে চলে যান। তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ হচ্ছে 'লামউম্ মিন আখবারিল আরব' (আরব ইতিহাসের এক ঝলক)।

দ্র ড.যিয়াদী,পৃ.৩৫

এডওয়ার্ড গিবন (E. GIBBON)

এ ইংরেজ ঐতিহাসিকের জীবনকাল হচ্ছে ১৭০৭-১৭৯৪খ্রি.। রোমক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন সংক্রান্ত ইতিহাসগ্রন্থ ***DICLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE*** রচনা করে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। মুসলিম শাসকদের প্রাপ্য প্রশংসা করতে তিনি কার্পণ্য করেন নি।

দ্র.উর্দু এনসাইক্লোপেডিয়া,পৃ.১২৯৬ (ফিরূয সন্স লিমিটেড লাহোর,১৯৬৬

কুণ্ডে (CONDE. I . A)

স্পেনদেশীয় প্রাচ্যবিদ। জীবনকাল ১৭১৫- ১৮২০ খ্রি.। স্পেনের রাজকীয় পাঠাগারের স্কুরিয়াল লাইব্রেরীর সচিবরূপে তিনি কাজ করেন। তিনি আল-ইদ্রীসীর' নুয্‌হাতুল মুশতাক' গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। আরবী সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁর একটি নিজস্ব পুস্তক রয়েছে।,স্পেনে আরব-শাসন সম্পর্কেও তাঁর একখানি পুস্তক আছে।

রেইস্ক (JOHANN JAKOB REISKE)

তাঁর জীবনকাল ছিল ১৭১৬-১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ। জার্মান বিশিষ্ট এ প্রাচ্যবিদ আরবী ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জ্ঞানার্জনে বেশ দুঃখ-কষ্ট মুকাবেলা করতে হয় তাঁকে। আরবী ক্লাসিক্স সাহিত্যের প্রসারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। রচনাবলীর অন্যতম হচ্ছে:রিসালাতু ইবন যায়দুন ইলা ইবন আবদুস,আল-জুয্‌উল আউয়াল মিন তারীখি আবিল ফেদা"। তুগরায়ী কৃত "লামিয়াতুল আজম"এর ও তিনি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবী সাহিত্যের জন্যে এঁর আজীবন সনিষ্ট সাধনার প্রতি সম্মান প্রদশনার্থ এঁকে 'আরবী সাহিত্যের শহীদ' বলা হয়ে থাকে।

দ্র ড.যিয়াদী,পৃ.৭৭

ভলনী (DE VOLNEY)

ফরাসী প্রাচ্যবিদ। ১৭৮২ সালে তিনি মিশর ও সিরিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁর কোন একটি বইতে লিখেছিলেন যে, তিনি তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনীর একটি কপি রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী কাতরীনকে এবং অপর একটি কপি নেপোলিয়ানকে দেন।

www.nagorikpathagar.org

নেপোলিয়ান এতে প্রলুব্ধ হয়ে মিশর জয়ের স্বপ্ন দেখেন এবং শেষপর্যন্ত মিশর আক্রমণ করেই বসেন। (দ্র. ড.তালাল আল-মুখতার,লেবানন বিশ্ববিদ্যালয়- আছারু হামলাতি বুনাবারত 'আলা মিস্‌র, পৃ. ২৪)

গ্লেইশ্চার (GLEISCHER. H.L.)

তাঁর জীবনকাল ১৮০১-১৮৮১ খ্রি.। জার্মানীতে প্রাতিষ্ঠানিক আরবী শিক্ষার জনকের কৃতিত্ব তাঁকেই দেয়া হয়ে থাকে। দীর্ঘ ৫০ বছর পর্যন্ত লিবযীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার অধ্যাপনা করেন। তাঁর অন্যতম গবেষণা কর্মগুলো হচ্ছে:

(১) তারীখুল আরব কাবলাল ইসলাম (ইসলাম পূর্ব যুগের আরব)
(২) ফিহরিস আল-মাখতূতাৎ আশ্ শারকিয়্যা ফী মাকতাবাতি দরসদন আল-ওতানিয়্যা
(৩) ফিহরিস আল-মাখতূতাৎ আশ্-শারকিয়্যা ফী মাকতাবাতি মাজালিসিশ্ শুয়ূখ দ্র. আল-আকীকী,আল-মুস্ত াশরিকূন- ১/৩৯৮

ফ্লুজেল (FLUGEL, G)

জার্মানের অন্যতম বিখ্যাত এ প্রাচ্যবিদ ১৮০২ সালে স্যাকসুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭০ সালে মৃত্যু মুখে পতিত হন। ইসলামী সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান-সম্ভারই ছিল তাঁর আজীবন সাধনার বিষয়বস্তু। তাঁর অন্যতম কর্ম হচ্ছে:

(১) হাজী খলীফার বিখ্যাত 'কাশফুয্ যুনূন' গ্রন্থ প্রকাশ
(২) নুজুমুল ফুরকান ফী আতরাফিল কুরআন (কুরআন-অভিধান)
(৩) ফিহ্‌রিস আল মাখতূতাৎ আল-আরবিয়্যা ওয়াল ফার্সিয়্যা ওয়াত তুর্কিয়া ফী মাকতাবাতি ফিয়ানা আল কায়সারিয়্যা(ভিয়েনার রাজকীয় পাঠাগারে রক্ষিত আরবী-ফার্সী ও তুর্কী ভাষার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ)

দ্র. আল- আকীকী- আল-মুস্তাশরিকূন ২/৭০১

উইস্টেনফিল্ড (H. F. WUESTENFELD)

বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ। জন্ম ১৮০৮ সালে। প্রাচ্যের নানা ভাষায় সুপণ্ডিত, বিশেষত: আরবী ভাষায়। তাঁর অন্যতম পুস্তকাদি হচ্ছে:

১) একাডামিয়াতুল আরব ও আসাতিযাতুহা (আরব একাডেমীসমূহ ও সেগুলোর শিক্ষকমণ্ডলী)
২) তারীখুল আতিব্বা ওয়াল উলামা-ইল আরব (আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও উলামা)

তিনি অনেক আরবী হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সেগুলোর মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি হচ্ছে:

(১) কাযবিনীর "আজাইবুল মাখলুকাত" (বিস্ময়কর সৃষ্টজীবসমূহ)
(২) ইবন দুরায়দের "আল-ইশতিকাক"
(৩) ইবন ইসহাকের "আস-সীরাহ"

দ্র.ড,বাদাভীর মওসূ'আতুল মুস্তাশরিকীন, পৃ. ২৭৬ থেকে পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ)

www.nagorikpathagar.org

পাদ্রী ফণ্ডার (DR.C.G.PFONDER)

ভারতে ইংরেজ শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায় ধর্মপ্রচারে রত উনবিংশ শতকের উগ্র ইসলামবিদ্বেষী ইংরেজ পাদ্রী। যতদূর মনে হয়,ঐ শতকের ত্রিশের দশকে তার কুখ্যাত "মীযানুল হক" পুস্তকটি ইসলাম ও তার নবী (স) সম্পর্কে মনগড়া অশ্রাব্য বক্তব্য নিয়ে ফার্সী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৪৯ সালে পুস্তকটির ৮ম সংস্করণ , ১৮৫০ সালে এর উর্দু ৩য় সংস্করণ এবং ১৯১০ সালে এর প্রথম ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৫৪ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে আগ্রার আকবরাবাদস্থ মহল্লা আবদুল মসীহ নামক স্থানে ইংরেজ উর্ধতন প্রশাসক ও শহরের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মওলানা রহমতুল্লাহ্ কেরানবীর সাথে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য বাহাছে বাইবেলের অন্তত আটটি স্থানে বিকৃতি রয়েছে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে তাকে শুধু মজলিসই নয় ভারতবর্ষই ত্যাগ করতে হয়। পরিণতিতে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসকদের চাপের মুখে মওলানা কেরানভীকেও দেশত্যাগ করে মক্কা শরীফে হিজরত করতে হয়। তুর্কী সুলতানের অনুরোধে মওলানা কেরানভী "এযহারুল হক" শিরোনামে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত জবাবী পুস্তকটি রচনা করেন–যা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সমাদৃত।এ কিতাবটির উর্দু ও ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে-যা' আমাদের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

রিণাঁ (RENAN)

ফরাসী এ প্রাচ্যবিদ লেবাননে বসবাস করতেন। তাঁর জীবনকাল হচ্ছে ১৮১২–১৮৯২খ্রি.। প্রাচ্যবিদ্যায় সিদ্ধহস্থ ছিলেন। তাঁর উপর নির্ভর করেই একসময় পশ্চিমা বিশ্ব মুসলিমবিশ্বের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন চালায়। তাঁর ভূমিকা ছিল আরব-বিশ্বে খ্রিষ্টীয় জগতের পক্ষে গোয়েন্দার ভূমিকা। ইন্টারপোলোজিয়া তথা আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাবৃত্তিতে তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন।দ্র. ড. আকীকী, আলমুস্তাশরিকূন,খ.১,প.২০২

আলফ্রেড গুইলিয়্যুম (ALFREDGUILLAUM)

ইংরেজ এ প্রাচ্যবিদ বৃটিশ সেনাবাহিনীতেও কাজ করেন। অনেক আরব সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন।"তাছীরুল য়াহুদিয়্যা 'আলাল ইসলাম"(ইসলামের উপর য়াহুদীয়তের প্রভাব),"আল-ইসলাম" "হায়াতু মুহাম্মদ"(লন্ডন ১৯৫৫) প্রভৃতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। এই শেষোক্ত পুস্তকটি আসলে ইবন ইসহাকের বিখ্যাত নবীচরিত পুস্তক আরবী ভাষায় লিখিত "আস্-সীরাহ"এর ইংরেজী ভাষ্য। শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহাম্মদ ইসহাক তাঁর *INDIAN CONTRIBUTION TO HADITH LITERATURE* গ্রন্থে এ লেখকের ১৯২৪ সালে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত TRADITION OF ISLAM নামক একটি পুস্তকের বরাত দিয়েছেন।

রবার্সন স্মিথ (ROBERSON SMITH)

স্কটল্যান্ড দেশীয় প্রাচ্যবিদ। তাঁর জন্ম হয় ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। আরববিশ্ব সহ প্রাচ্যের অনেক

www.nagorikpathagar.org

দেশভ্রমণ ও সে সব দেশে দীর্ঘকাল অবস্থানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ পণ্ডিত ব্যক্তিটি "এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা"র পণ্ডিতমণ্ডলীর শিরোমণি-ব্যক্তিত্ব ছিলেন।"আৎ-তারীখ আল-আরবী কাব্‌লাল ইসলাম"(ইসলামপূর্ব যুগের আরব ইতিহাস) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক।

গোল্ডযিহার (IGNAZ GOLDZIHER)

য়াহুদী প্রাচ্যবিদ। এঁর জীবনকাল হচ্ছে ১৮৫০-১৯২১খ্রি.। আজীবন তিনি বুদাপেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে গেছেন। ফিলিস্তীনস্থ 'আল-জামি'আতুল ইবরিয়্যা'য় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহমালা উৎসর্গ করে যান। আরব বিশ্বে তিনি ব্যাপক সফর করেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের সন্ধানে তিনি শায়খ তাহির আল-জাযায়েরীসহ অনেক আরব মনীষীর সাহচর্য্যে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করেন। পশ্চিমা বিশ্বে তিনি ইসলামী শিক্ষার পুরোধা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর নিবন্ধাদি পশ্চিমা পণ্ডিতদের জন্যে জ্ঞানের উৎসরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকগুলোর মধ্যে *Voriesungen uver den Is[am(heidelberg,1920-1925-2vols),Introduction to Islamic Theology And Law(1920),*'মাযাহিবুৎ-তাফসীর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তবে১৮৮৮-৯০ সালের মধ্যে ২খণ্ডে প্রকাশিত ***Muhammedaniche Studien*** ই বোধয় তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদগ্রন্থ হচ্ছে 'তাওযীহুন্ নযর ইলা ইলমিল আছার লি-তাহিরিল জাযায়েরী' ও 'ইমাম গাযালী (র) এর ফাদাইহুল বাতিনিয়্যা'। প্রফেসার আর্নল্ড তাঁর বিখ্যাত *THE PREACHIG OF ISLAM* এর১৯১৩ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের ভূমিকায় ঐ পুস্তকটি প্রকাশে উৎসাহ দানের জন্যে এঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

হেনরী ল্যামেন্স (HENRI LAMMENS)

বেলজীয় প্রাচ্যবিদ ও খ্রিষ্টান পাদ্রী। তার উগ্র ইসলামবিদ্বেষই খ্রিষ্টীয় মহলে তার জনপ্রিয়তার কারণ।প্রাচ্যবিদদের ইসলাম-বিদ্বেষের জ্বলন্ত প্রমাণরূপে প্রাচ্যবিদ-বিশেষজ্ঞ ড.বদভী এঁর নাম উল্লেখ করেছেন। ইসলাম-বিদ্বেষীকুলেরশিরোমণি এ ব্যক্তিটি দীর্ঘকাল বৈরুতে অবস্থান করে সেখানকার খ্রিষ্টীয় কলেজে অধ্যাপনা করেন। "আল-মাশরিক" ও "আল-বশীর" আরবী সাময়িকী দুটোর সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি পালন করেন। নবী চরিত ও উমাইয়া খিলাফতই ছিল তাঁর যাবতীয় গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ।(দ্র.মওসূ'আতুল মুস্তাশরিকীন,পৃ.৩৪৮)

www.nagorikpathagar.org

এণ্ডার্সন (ANDERSON J.N.D)

ইংরেজ এ প্রাচ্যবিদ ইসলামী শরীয়ত ও ফিক্হ তথা ব্যবহার-শাস্ত্রকে তাঁর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করেন। "আশ্-শার'উ ওয়াল ফিক্হুল ইসলামী(ইসলামী শারিয়্যা ও ফিক্হ),"ইবতালুয-যিওয়াজ 'আলাল মাযহাবিল হানাফী"(হানাফী মযহাবের আলোকে বিবাহ-বিচ্ছেদ), জারীমাতুল কাতলি ফিল ইসলাম" (ইসলামে নরহত্যার দণ্ড) প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক। দ্র.নজীব 'আল'আকীকী ,আল-মুস্তাশ্‌রিকূন,খ.২পৃ.

গুস্তাভ লি বোঁ (GUSTAVE LEBON)

বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ। আরব সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত তাঁর বিশাল দু'টি পুস্তক না পড়লে কেউ তাঁর প্রাচ্যসংক্রান্ত জ্ঞানের পরিমাপ করতে পারবে না। স্বয়ং আরবরা এবং ভারতীয়রাও নিজেদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এত বিস্ত ারিত যে জানেন না, তা' কেবল ঐ পুস্তকগুলির পাঠকরাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রথমোক্ত পুস্তকটির আরবী ও উর্দু অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে উস্তায 'আলী যা'তির ও সাইয়েদ 'আলী বেলগ্রামী। তমদ্দুনে হিন্দ শিরোনামে দ্বিতীয়োক্ত পুস্তকটির উর্দু ভাষ্য দেখার সুযোগও এ নিবন্ধকারের হয়েছে চল্লিশ বছর পূর্বে তার ছাত্রজীবনে। পৃথিবীর দু'দুটো প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস রচয়িতা ও বিশ্লেষকরূপে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। তবে বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ আলহারনিয়াম তারঁ বিরুদ্ধে সুকৌশলে ইবনে খলদুনের রচনা চুরির অভিযোগ করেছেন।ফফরাসী ইতিহাসবিদ মসিয়োঁ মালা এবং সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মসিয়োঁ সিনেবোসও এ ব্যাপারে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। দ্র. 'আল'-যিয়াদী ,আল-মুস্তাশ্‌রিকূন,পৃ.২ ৫৩ ।

যতদূর মনে হয়, ইনি অষ্টাদশ শতকের লোক ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমভাগেও হয়তো জীবিত ছিলেন।

এডওয়ার্ড সাখাও (EDWARD SSACHAU)

আলবিরুণীর বিখ্যাত "কিতাবুল হিন্দ্"(লণ্ডন,১৮৮৭),ইবন সা'দের"কিতাব আল-তাবাকাৎ আল-কবীর" (লাইডেন,১৯১৫) প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত আরবী ক্লাসিক কিতাব কৃতিত্বের সাথে সম্পাদনা করে প্রকাশ করে ইনি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

স্পেঙ্গার (SPENGER, ALOYS)

বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ। ১৮৫১ সালে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত এঁর নবী চরিত সংক্রান্তগ্রন্থ ***Life of Muhammad from Original Sources*** এর জন্যে ইনি বহুল আলোচিত । স্যার সৈয়দ আহমদ এঁকে একজন গোঁড়া খ্রিষ্টান লেখক এবং উগ্র সাম্প্র -দায়িক ব্যক্তি বলে অভিহিত করে তার পুস্তকটিকে একটি অগ্রহণযোগ্য ও আক্রমণাত্মক পুস্তক বলে অভিহিত করেছেন। এমন কি উইলিয়াম মুইরের মত লোকও তার পুস্তকটি সম্পর্কে লিখেন: ড স্পেপ্রংগারের পুস্তকটি এমন সময় আমার হাতে পড়ে যখন আমি এ বিষয়ে উপাদান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমি আমার পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে

www.nagorikpathagar.org

লিখেছি যে, উক্ত পুস্তকটির প্রবন্ধগুলো ভুল ভিত্তির উপর রাখা হয়েছে। কেননা, তিনি মুহাম্মদ-পূর্ব আরব ও মুহাম্মদ (স)এর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সবটাই ভুল রাবীদের থেকে নেয়া।

দ্র.মাকালাতে স্যার সৈয়দ আহমদ(খুৎবাতে আহমদীয়া) ১২তম খ.পৃ২৩

স্যার সৈয়দ আহমদ লিখেন: আমি শুনেছি , ড. স্প্রেংগার জার্মানী)থেকে জার্মান ভাষায় ৬ খণ্ডে একখানা নবীচরিত পুস্তক প্রকাশ করেছেন: কিন্তু আমি নিজে ঐ ভাষা না জানার কারণে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারছি না। তবে আমার এক জার্মান বন্ধু বলেছেন, ইবনে ইসহাক আর ওয়াকেদীর বরাতই তিনি বেশী ব্যবহার করেছেন। আমি অনুমান করতে পারছি যে তাঁর ঐ পুতকও নির্ভরযোগ্য মানের হবে না ; কেননা ঐটিতেও তিনি এমন সব উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন যেগুলো ভুল-শুদ্ধ সবকিছু তাল গোল পাকিয়ে আছে। দ্র. প্রাগুক্ত., পৃ.২৫-২৬

উইলিয়াম মুইর (MUIR, SIR WILLIAM)

আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় ইনি উনবিংশ শতকের কুখ্যাত ইসলামবিদ্বেষী পাদ্রী ফণ্ডারের ফরমাস মত ১৮৬১ সালে তাঁর *THE LIFE OF MOHAMMAD FROM ORIGINAL SOURCES* ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন। উক্ত পাদ্রীর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের নিকট নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির বরাতে যেন এটি রচিত হয়; কিন্তু ওয়াকেদীকে অনির্ভরযোগ্য বলে নিজে নিন্দা করা সত্ত্বেও ঐ জাতীয় উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহের কারণে একদিকে যেমন ঐ পুস্তকটি অভীষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পায়নি অপরদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করায় ইসলামের নবীকে অন্ধকারের দূত প্রতিপন্ন করে পাদ্রীর মনোরঞ্জন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। দ্র. স্যার সৈয়দ আহমদ, খুৎবা-ই-মহাম্মদীয়া,পৃ.২৭(প্রথম প্রকাশ১৮৮৭)

ঐ পুস্তকটিতে প্রকাশিত আপত্তিকর বক্তব্যসমূহ মুসলিম সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। স্যার সৈয়দ আহমদ ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজঘেঁষা ও উক্ত ভদ্রলোকের পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও কেবল এ পুস্তকটির জবাব লেখার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে১৮৬৯ সালে নিজের জমি জিরাত বিক্রী করে বিলাত সফর করেন এবং বিলাতে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়নরত তাঁর পুত্র(পরবর্তীকালে জাষ্টিস) সৈয়দ মাহমূদের সহায়তায় ESSAYS ON THE LIFE OF MUHAMMAD প্রকাশ করে তার জবাব দেন। উর্দু ভাষায় প্রকাশিত স্যার সৈয়দের বিখ্যাত "খুৎবাৎ-ই মুহাম্মদীয়া" আসলে ঐ ইংরেজী পুস্তকেরই আদি গ্রন্থরূপে লিখিত হয়েছিল।

১৯২৩ সালে জে, গ্রান্ট কর্তৃক নতুনভাবে সম্পদিত হয়ে এডিনবরা থেকে প্রকাশিত এবং১৯১৫ সালে উক্ত শহর থেকে প্রথম প্রকাশিত তাঁর ANNALS OF THE EARLY CALIPHATE প্রভৃতি পুস্তক আপনপর সকল মহলেই অত্যন্ত পরিচিত। বলাবাহুল্য, তাঁর প্রথমোক্ত পুস্তকটিই আগে প্রকাশিত এবং এর গুরুত্বও বেশী ।

www.nagorikpathagar.org

ফিশার (FISCHER AUG.)

তাঁর জন্ম ১৮৬৫সালে। প্রাচ্যদেশীয় ভাষাসমূহে বিশেষত আরবী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বারজিস্ত্রাসির,শাদা, জারাফ প্রমুখ বড় বড় প্রাচ্যবিদগণ তাঁর হাতে গড়া ছাত্র ছিলেন। দামেস্কের "আল-মাজালিসুল ইলমী' এবং মিশরের ভাষা ইস্টিটিউটের সদস্য ছিলেন। তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধগুলো বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ হচ্ছে "মাখারিজুল আস্ওয়াত ফিল্ লাহ্জাতিল আরাবিয়্যা" এবং "মু'জামুল্ লুগা আল-আরাবিয়্যা আল কাদীমা"। প্রাচীন আরবী ভাষার এ অভিধানটির সঙ্কলনে তাঁর দীর্ঘ চল্লিশটি বছর অতিবাহিত হয়। দ্র.ড. যিয়াদী,পৃ,২৩

প্রফেসার এল,ম্যাসিনিয়োঁ (MASSIGNON LOUIS)

এই সুপরিচিত ফরাসী প্রাচ্যবিদের জীবনকাল হচ্ছে ১৮৮৩-১৯৬২খ্রি.। আরববিশ্বে ব্যাপক সফর করেছেন এবং সেখানে অধ্যাপনার কাজও করেছেন। অনেক আরব সংস্থার সাথেও জড়িত ছিলেন। "আল-'আলম আল-ইসলামী' সহ অনেক আরবী সাময়িকীর সম্পাদনায় তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। প্রাচ্যবিদ্যায় বিশেষত সূফীবাদী দর্শনের ব্যাখ্যায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। হাল্লাজ সম্পর্কে তাঁর জানাশোনা ছিল বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের। এ সংক্রান্ত ১৯২২সালে ক্যাম্ব্রিজ থেকে ২ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর পুস্তকটির শিরোনাম হচ্ছে:*La Passion d'Hallaj*

তাঁর কৃতী শিষ্যসাগরেদের সংখ্যা প্রচুর। পরবর্তীতে তাঁরা তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করেন। কায়রো থেকে প্রকাশিত "মানু'আত মাসিনিয়্যূন", "যিকরু মাসিনিয়্যূন" প্রভৃতি ফ্রি ম্যাসন্স সংক্রান্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী পুস্তকের তিনি রচয়িতা। তাঁর মৃত্যুর মাত্র চার বছর পূর্বে ১৯৫৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্সে তিনি "ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকদের সমস্যাবলী "শীর্ষক একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। সে নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে *ANNUARY OF THE MUSLIM WORLD* নামক তাঁর একটি পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণ ১৯৫৪সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রফেসার আর্ণল্ড

স্যার সৈয়দ আহমদের সমসাময়িক এ ইংরেজ পণ্ডিত সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বসবাস করেন। যতদূর মনে হয়, তিনি আলীগড় কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। ইসলামের ঔদার্যে মুগ্ধ এই ইংরেজ প্রাচ্যবিদ তাঁর বিখ্যাত *THE PREACHING OF ISLAM* (ইসলাম প্রচার) পুস্তকের মাধ্যমে তরবারির জোরে ইসলাম বিস্তারের পাশ্চাত্য দেশীয় অপপ্রচারের একটা কার্যকরী ও নিরপেক্ষ জবাব দেন। আল্লামা ইকবাল সম্ভবত লাহোর ওরিয়েন্ট্যাল কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলেন। এঁদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। আর্ণল্ডের উপরোক্ত পুস্তকটি উর্দু-আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীব্যাপী সুনাম অর্জন করে। তাঁর উক্ত পুস্তকটি উনবিংশ শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত তার ২য় সংস্করণের ভূমিকায় স্যার

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ আহমদ ও আল্লামা শিবলী নোমানীকে তাঁর বন্ধু বলে উল্লেখ করে এ পুস্তক রচনায় তাঁকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহঝয্য ও উৎসাহ দানের জন্যে তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

রিচার্ড বুর্টন (RICHARD BURTON)

বিখ্যাত ইংরেজ এ আইন শাস্ত্রবিদ ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করেন। ভারতের বৃটিশ ক্যাম্পে তিনি সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। সমগ্র আরব রাজ্যে সফর করেছেন তিনি। আরব দেশের মরু অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্র সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। ইসলাম জানার অদম্য আগ্রহ তাঁকে প্রতিনিয়ত চুম্বকের মত আকর্ষণ করতো। মক্কা শরীফ সহ ইসলামের বহু তীর্থস্থান যিয়ারত করেছেন। লোকে তাঁকে আলহাজ আবদুল্লাহ বলে ডাকতো। সিরিয়ায় বৃটিশ দূতাবাসের কনসোলারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জীবদ্দশায় প্রচুর গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন। সেগুলোর মধ্যে "আলফ লাইলা ওয়া লাইলা"এর অনুবাদও রয়েছে। তিনি সিরিয়ার ভ্রমণকাহিনী নিয়ে একটি এবং মক্কার ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে আরেকটি উন্নত গ্রন্থ রচনা করেন–যার শিরোনাম হচ্ছে "রিহলাতু ইলা মাক্কা"। ১৮৯০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। (দ্র. ড.মিশাল জ্বাহা, আ্ দিরা-সা-তুল 'আরাবিয়্যা, পৃ. ৩৯)

ক্রোমার (CROMER)

'তারীখ-আল আদবিল আরবী' (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস) অত্যন্ত বিখ্যাত। তাঁর 'সুরিয়ানী ভাষার অভিধান' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। তুর্কী ভাষায়ও তিনি প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তাঁর নিবন্ধাদি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।'তারীখুশ শুউবিল ইসলামিয়্যা'(মুসলিম জাতির ইতিহাস) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

এডওয়ার্ড হেনরী পালমার (PALMER. E. H.)

বিশিষ্ট এ বৃটিশ প্রাচ্যবিদ ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভাষা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে তাঁর বেশ খ্যাতি রয়েছে। প্রাচ্যের অনেকগুলো রাষ্ট্র ভ্রমণ করে তিনি বেশ ক'টি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। আরবদেশের গ্রাম্য পরিবেশে বসবাস করেন। রয়েছে আরবী ভাষায় তাঁর পূর্ণ দখল ও আরব গোত্র সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকায় বৃটিশ সেনা কর্মকর্তারাতাঁকে গোয়েন্দার কাজে ব্যবহার করে । আরবরা তাঁকে শেখ আবদুল্লাহ্ বলে ডাকতো। মধ্য প্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলে আগ্রাসনের অভিযানে তিনি বিশেষ সহায়তা করতেন। ফলে সেখানকার দেশপ্রেমিকদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। তাঁর মৃত্যুতে আরবী সহ মোট পনেরোটি ভাষায় মর্সিয়া রচিত হয়। তিনি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। রচনা শৈলীতেও তিনি বেশ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে :

(১)"আত্ তাসাওউফ আশ্-শারকী"(প্রাচ্যের সূফীদর্শন)

(২)"তারজামাতুল কুরআনিল কারীম" (আল-কুরআনের অনুবাদ)

www.nagorikpathagar.org

(৩)সীরাতু হারুনুর রশীদ

(৪)রিহলাতু ফী শুবহি জাযীরাসাইনা(সিনাই উপদ্বীপ ভ্রমণ)

(৫)ফিহরিস আল-মাখতুতাৎ আল-আরাবিয়া(অআরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকা) দ্র আল আকীকী, আল মুস্তাশরিকূন,খ.২, পৃ৪৮২

হাওদাস (HOUDAS)

ফরাসী গবেষক ও প্রাচ্যবিদ। এঁর জীবনকাল হচ্ছে ১৮৪০-১৯১৬ খ্রি.। পশ্চিম মরক্কো ও সুদানের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ উভয় ভূখণ্ড সম্পর্কে তিনি বিরাট কীর্তি রেরে গেছেন। তাঁর রচনাসামগ্রীর অন্যতম হলো “তারীখুল মাগরিব আল-হাদীছ” বা আধুনিক মরোক্কের ইতিহাস। আর অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো “তারিখুস্ সুদান লি-আবদির রাহমান আত্-তানবাক্তী” ইত্যাদি। (দ্র. মাওসু'আতুল মুসতাশরিকীন, পৃ. ৪২৯)

গুইডি (IGNAZIO GUIDI)

ইতালীর অন্যতম সেরা প্রাচ্যবিদ। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমে জন্ম। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। আরব দেশসমূহ সফর করেন। মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষায় অধ্যাপনা করেন। আরবী ভাষার মিশরের অনেক আরবী চিন্তাধারার নেতৃবর্গ এ সুপণ্ডিত প্রাচ্যবিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বেশ ক'টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সে সব ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন। তাঁর গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে রয়েছে:

(১)কিসমুন মিন তারীখিৎ তাবারী (তাবারীর ইতিহাস-একাংশ)

(২)ফিহরিসুল 'আদীদ মিনাল মাখতূতাৎ ফী মাকতাবাতি ফিতোরীয় ইমানুয়েল ও মাকতাবাতি ইঞ্জেলিকা আফসেন্দ্রিনা।

(৩)তারীখুল জাযিরাতিল আরব কাব্লাল ইসলাম(ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব উপদ্বীপের ইতিহাস)দ্র.ড.মিশাল জাহা,আদ দিরাসাতুল আরাবিয়্যা আল-ইসলামিয়াফী 'উরূবা,পৃ. ৯৩

জুলিয়াস ফালহাওসেন (WELLHAUSEN JULIUS)

বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ।জীবনকাল১৮৪৪–১৯১৮খ্রি.।ইসলামের ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরূপে বিখ্যাত। ইসলামী বিভিন্ন ফের্কার ইতিহাস ছিল তাঁর নখদর্পনে। গোটেংগন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিয়াতের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে রয়েছে:

(১) ইম্রাতুরিয়া আল-আরাবিয়া ও সুকূতুহা (আরব সাম্রাজ্য ও তার পতন)

(২)আল-আহযাব আল মু'আরাযা ফিল ইসলাম

(৩)তানযীমু মুহাম্মদ লিল জামা'আত ফিল মাদীনা(মদীনায় মুহম্মদের জামাত সংগঠন) দ্র.ড.মিশাল জাহা,আদইদরাসাতুল আরাবিয়া,পৃ. ১৯৬

www.nagorikpathagar.org

মারগোলিয়থ (MARGOLIOUTH. D.S.)

বিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যবিদ। জন্ম লণ্ডনে ১৮৫৮ সালে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তার সর্বাধিক খ্যাতিমান শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন। ড. তাহা হোসায়ন তাঁর 'আশ শি'র আল-জাহিলী' পুস্তকে তাঁর মতামতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার পরিচয় রেখেছেন। বিভিন্ন আরব ও ইউরোপীয় সংস্থা ও একাডেমীর সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকাদির মধ্যে রয়েছে:

(১) *MOHAMMED AND THE RISE OF ISLAM* (Londonnn 1905) (মুহম্মদ ও ইসলামের অভ্যুদয়)

(২)ইনতিশারুল ইসলাম (ইসলামের প্রসার)

(৩)আল-'আলাকাতু বায়নাল ,আরব ওয়াল য়াহুদ (আরব-য়াহুদ সম্পর্ক)

দ্র. আল-আকীকী,আল্-মুস্তাশরিকূন,খ.২ পৃ. ৫১৮ ড. ফৎহুল্লাহ্ যিয়াদী আল-ইস্তিশরাক পৃ. ১২০-২১

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় প্রকাশিত তাঁর 'মুহম্মদ' প্রবন্ধে অনেক আপত্তিকর বক্তব্য রয়েছে– যার জবাবে এ পুস্তকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রয়েছে। বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত খোদা বখশের সাথে ১৯৩৭সালে পাটনা থেকে প্রকাশিত *RENAISSNCE OF ISLAM* শিরোনামের একটি গ্রন্থেও তাঁর নাম যৌথভাবে পাওয়া যায় ।

বোয়ার (BOER .T.J .DE)

আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি হচ্ছেন হল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধতম প্রাচ্যবিদ। তাঁর জীবনকাল হচ্ছে ১৮৬১-১৯৪২খ্রি.। তাঁরবিখ্যাত কর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে:

(১) তারীখুল ফলসাফাতিল ইসলাম(মুসলিম দর্শনের ইতিহাস)

(২) দায়েরাতুল মা'আরিফিল ইসলামী(ইসলামী বিশ্বকোষ)(৩)

(৩) দায়েরাতুল মা'আরিফিদ্ দীনিয়্যা (ধর্মীয় বিশ্বকোষ)

গাযালী,ইবনে রুশদ প্রমুখ মুসলিম দার্শনিকদের জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি প্রণয়ণ ও প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

দ্র.ড.আকীকী,আল-মুস্তাশরিকূন,খ.২,পৃ.৬৬২

পন্স বগীস(PONS BOIGIUES)

স্পেনদেশীয় প্রাচ্যবিদ। জীবনকাল হচ্ছে ১৮৬১-১৮৯৯ খ্রি.।এ স্বল্পজীবি প্রাচ্যবিদের কর্মকাণ্ড খুব বেশী নয়। তাঁর কাজগুলের মধ্যে রয়েছে:

(১)মাদ্রিদের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত তলীতলা(**Toledo**)এর আরববিদগণের গ্রন্থাদি

(২)মাগরিব ও আন্দালুস তথা মরক্কো-লিবিয়া ও স্পেনের ইতিহাসবিদ ও ভূগোল বিদগণের জীবনবৃত্তান্ত। এ ছাড়াও স্পেনীয় ভাষায় তিনি কয়েকটি আরবী গ্রন্থের অনুবাদ ও করেন। দ্র. ড. আকীকী, আল-মুস্তাশরিকূন,খ.২প্র.৬৬২

www.nagorikpathagar.org

রেইনল্ড এলেইন নিকলসন (REYNOLD ALLEYNE NICHOLSON)

বিখ্যাত বৃটিশ প্রাচ্যবিদ। জীবনকাল ১৮৬৮–১৯১৫ খৃ.। তিনি ছিলেন প্রাচ্যবিদদের অগ্রদূত। ইসলামী সূফীবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। সুফীবাদী দর্শন শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ দখল। বিশেষ কাজগুলির অন্যতম হলো: জালালুদ্দীন রুমী"র বিখ্যাত কাব্যগন্থের অনুবাদ,ব্যাখ্যা ও প্রকাশনা, এবং আস্-সূফিয়্যা ফীল ইসলাম, *(THE MYSTICS OF ISLAM-London1914),* "ফিকরাতুশ শাখাসিয়্যা ফিৎ-তাসাওউফ" *EASTERN POETY AND PROSE(Cambidge1924)* ইত্যাদি গ্রন্থাবলী রচনা।

গোট হেলফ বার্গস্ট্রেসার (BERGSTRASSER GOTHELF)

১৮৮৬ সালে জন্মগ্রহণকারী এ জার্মান পণ্ডিত ছিলেন তাঁর দেশের অন্যতম সেরা প্রাচ্যবিদ। ১৯৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আরবী ভাষা ও ইসলামী বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইসলামী সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন করেন। কুরআনী জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত অনেক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির উপর তিনি কাজ করেন যা' পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ব্র্যাৎসেল সম্পূর্ণ করেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থাদি হচ্ছে

(১) আতলাস আল্- লাহ্জাতিল আরাবিয়্যা (আরবী ধ্বনিসমূহের মানচিত্র)

(২) হুনায়ন ইবন ইসহাক ও মাদ্রাসাতুহু (হুনায়ন ইবন ইসহাক ও তাঁর চিন্তাধারা)

(৩) হুরূফুন নফী ফিল কুরআন (আল-কুরআনে নেতিবাচক অক্ষরসমূহ)

• মু'জামু কুর্রাইল কুরআন ও তারা জিমুহুম (কুরআন বিশেষজ্ঞ অভিধান ও তাঁদের জীবনী সমূহ) দ্র.ড.ফৎহুল্লাহ যিয়াদী- আল-ইস্তিশরাক আহদাফুহূ ও ওসাইলুহূ, পৃ.৭৯

লিওন কায়তানী (LION CAETANI)

এ ইটালীয় প্রাচ্যবিদ একজন ঐতিহাসিকও বটে।তাঁর জীবনকাল ১৮৬৯ –১৯২৬ খ্রি.। প্রাচ্যের দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে তিনি আজীবন প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন। আরবী সহ মোট ৭টি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিশাল লাইব্রেরীটি আরবী মূল্যবান পুস্তকাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইটালীর সেরা প্রাচ্যবিদ বলে গণ্য হতেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর কদর ছিল। ***Chronographia Islamica (Roma-1912)*** (ইসলাম প্রসঙ্গ) তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক। স্পেনের অনেক জ্ঞানীগুণী লেখকের পুস্তকাদি তিনি আরবউ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। স্পেনদেশীয় প্রাচ্যবিদ রিবিয়া সেগুলোর সংকলন প্রকাশ করেন। অনেক পরিশ্রম করে মাসকুইয়ার "তারাজিমুল উমাম"এর পাণ্ডুলিপিসমূহের তিনি সমন্বিত রূপ দান করেন।

(দ্র.যরকলী, আল- আ'লাম,খ.২,পৃ,১১

ক্রাইমস্কী (KRYMSKY. A.E)

বিখ্যাত রুশ প্রাচ্যবিদ। ১৮৭১ সালে ইউক্রেনে জন্ম এবং ১৯৪১ সালে মৃত্যু। ভাষা বিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক পড়াশোনা ছিল। ইউক্রেনীয় জ্ঞানচর্চা সংস্থার সচিব সহ বিভিন্ন জ্ঞানচর্চামূলক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তকাদি হচ্ছে:

www.nagorikpathagar.org

(১) আল-'আলমুল ইসলামী ও মুস্তাকবিলুহু (মুসলিম বিশ্ব ও তার ভবিষ্যৎ)
(২) তারীখুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস)
(৩) আশ্‌শাইর আল যিন্দীক আবান আল-লাহিযী (ধর্মদ্রোহী কবি আবান লাহিযী) দ্র.মুস্তাশরিকুন (আল-আকীকী)

আল্লামা আলী নদভী (র) এ লেখকের *A LITERARY HISTORY OF ARABS* পুস্তকের অত্যন্ত প্রশংসাা করেছেন।

ফাদার জুমোফীন (ZUMOFFEN,P.)

সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় পাদ্রী। প্রথম জীবন থেকেই সন্ন্যাসব্রত পালনে ব্রতী হন। ১৮৭১ সাল থেকে দীর্ঘ কাল একটানা শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আরববিশ্বের পরিস্থিতির উপর তাঁর বেশ কিছু লেখা রয়েছে। অনেক গবেষণাধর্মী পুস্তকের তিনি রচয়িতা।১৯২৮সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র. নযীর হামদান–গায়্‌উল ফিক্‌রী,পৃ.১৪৮

প্যালাশোস (MIGUEL ASIN PALACIOS)

স্পেনের এ বিশিষ্ট পণ্ডিত ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "জাহরাতুল মুসতা'রিব ফী ইস্পানিয়্যা" বা 'স্পেনের আরববিদকুলের পুষ্প' উপাধিতে ভূষিত হন। আরবী ভাষা, ইসলামিক ষ্টাডিজ ও ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন। প্রায় ২৪০টি নিবন্ধ-সন্দর্ভ উপহার দিয়ে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর রচনাবলীর অন্যতম:"মুখতারা-ত ফীল আদবিল আরাবী"(আরবী সাহিত্য সংকলন),"মফহূমুল হাশর ওয়ান-নাশর আল-ইসলামী ফিল কোমিডিয়া আল-ইলাহিয়্যা লি-দান্তে (দান্তের ডিভাইন কমেডিতে বিধৃত ইসলামী পুনরুত্থান দিবসের ধারণা)বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। দ্র.ড.মিশাল জ্বাহা–"আদ্‌-দিরাসাত আল-আরাবিয়্যা" পৃ. ১৩৮

কার্লো আলফোন্সো ন্যালিনো (CARLO ALFONSO NALLINO)

ইটালিয়ান বিশিষ্ট এই আরব বিশেষজ্ঞ ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় সব ক'টি আরব দেশ ভ্রমণ করেন তিনি। মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করেন। তিনি ইসলামী সংস্কৃতির উপর বিশেষ গবেষণা করেন। মিশরের বিতর্কিত লেখক, সাহিত্যিক, ত্বাহা হোসাইন ছিলেন তাঁর ছাত্র। তাঁর রচনাবলীর অন্যতম হলো, "তারিখুল আদাবিল আরাবী" তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধসম্ভার ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

আরবেরী , আর্থার জে (ARBERRY, ARTHUR J)

ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন। পাকিস্তানী আমলে একবার তিনি ঢাকায়ও এসেছিলেন।১৯৫০ সালে লণ্ডন থেকে তাঁর *SUFISM : AN ACCOUNT OF THEMYSTICS OF ISLAM* এবং ১৯৬৪ সালে অক্সফোর্ড থেকে *THE KORAN INTEPRETED* শিরোনামে তাঁর আল-কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

আলফ্রেড বেল (ALFRED BEL)

ফরাসী প্রাচ্যবিদ। জীবনকাল ১৮৭৩-১৯৪৫খ্রি.। দীর্ঘকাল আলজিরিয়ায় বসবাসকারী এ পণ্ডিত ব্যক্তিটি প্রাচ্যবিদ্যায় অত্যন্ত পাকা ছিলেন। তাঁর কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে:(১)নাযরান ফিল ইসলাম ইন্দা কাবাইলিল বর্বর(ইসলামের প্রতি বর্বরদের দৃষ্টিভঙ্গি)(২)ওছা-ইকুন হাদীছাতুন 'আন তারীখিল মুওয়াহহিদীন(মুয়াহহিদীনদের ইতিহাস বিষয়ক আধুনিক দলীল-দস্তাবেজ। (৪) আৎ-তাসাওউফ ফিল মাগরিব আল ইসলামী(মাগরিব ভূ-খণ্ডে ইসলামী তাসাওউফ) দ্র. ড.আকীকী,আল-মুস্তাশরিকূন,খ.১,পৃ ২৫৭

শাদা (SCHAADE. A.)

এ জার্মান প্রাচ্যবিদের জন্ম হয় ১৮৮৩ সালে। বিভিন্ন প্রাচ্যদেশীয় ভাষার উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দারুল কুতব আল-মিসরিয়্যা (লাইব্রেরী)-তে কর্মরত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম হচ্ছে :

(১) ইবন যায়দূন (২) আল-আরবিয়্যা ওয়াস সুরইয়ানিয়্যা (৩) আহমদ তৈমুর পাশা ওয়ান নাহ্দাতুল মিসারিয়্যা (আহমদ তৈমুর পাশা ও মিশরীয় পুনর্জাগরণ) ১৯৫২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র. আকীকীর 'আল-মুস্তাশরিকূন ২/৭

ফিল্‌বী (PHILBY H.J.B.)

ইংরেজ এ প্রাচ্যবিদ ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জর্দান দূতাবাস প্রধান ছিলেন। বিভিন্ন আরব পররাষ্ট্র মন্ত্রণ ালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর বেশ কিছু কর্মকাণ্ডের অন্যতম হল, তাঁর লেখা

(১)"উসাসুল ইসলাম"(ইসলামের ভিত্তিহসমূহ)

(২)"কাল্‌বু জাজিরাতিল আরাবিয়্যা"(আরব উপদ্বীপের হৃৎপিণ্ড),

(৩)"জাজিরাতুল আরাবিয়্যা ফী আহদিল ওহ্যাবিয়্যীন"(ওহাবী আমলে আরব উপদ্বীপ)ইত্যাদি। দ্র. নযীর হামদান, মুস্তাশরিকূন,পৃ.৪৩, মাকতাবাতুস্ সিদ্দীক,তায়েফ

লরেন্স (LAWRENCE T.E.)

এ প্রাচ্যবিদ আরবদের সাথে এমন ভাবে মিশেন যে , পরবর্তীতে তাঁদের সাথে তাঁর নাম সংযুক্ত হয়ে যায়। আরবরা তাঁকে লুরান্স আল-আরব (LAWRENCE OF ARABIA) অভিহিত করতো। ১৮৮৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আরব ভুমিতে তিনি বেশ সক্রিয় ছিলেন। আরব পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আরব রাজনীতিতে ও তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তুখোড় কূটনীতিবিদ হিসেবে। তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। এমন কি এক সময় তিনি সেনাবাহিনীর উঁচু পদ লাভ করতে সক্ষম হন। তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম "আ'মিদাতুল হিকমা আস্ সাব'আা"(সপ্ত হিকমতের ভিত্তি) "আল কিলা-উস্ সালিবিয়্যা" (ক্রুসেডের ঘাঁটি)

(দ্র. "আদ্-দিরাসা-তুল আরাবিয়্যা ওয়াল ইসলামিয়্যা ফী উরুব্বা" ড. মিশাল জ্বাহা, পৃ. ৪২)

www.nagorikpathagar.org

এঞ্জেল গাঞ্জালেস প্যালেন্সিয়া (ANGEL GONZALEA PALAENCIA)

স্পেনের প্রসিদ্ধতম প্রাচ্যবিদ। জন্ম ১৮৮৯ সালে এবং মৃত্যু ১৯৪৯ সালে। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন। স্পেনের রাজকীয় ইতিহাস একাডেমী ও রাজকীয় স্পেনিশ একাডেমীর সদস্য ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছেঃ

(১) তারীখু ইসবানিয়া আল-ইসলামিয়া (ইসলামী স্পেনের ইতিহাস) আল-মুসলিমুন ওয়াল মাসীহীউ্যন ফী ইসবানিয়াল কুরূনিল উস্তা (মধ্যযুগের স্পেনের মুসলিম ও খ্রিষ্টান জাতি) দ্র. মিশাল জ্বাহা, আদ দিরাসাতুল আরাবিয়্যা,পৃ.৩৯

প্যারেস (PERES. H)

ফরাসী প্রাচ্যবিদ। ১৮৯০ সালে আলজিরীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। স্পেন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে:

(১) তর্জমাতু মুসান্নাফাতে ইবন খালদুন(ইবন খালদূনের রচনাবলীর বিবরণ)

(২) আল হুব্বুল আযরা ফী ইসবানিয়া আল-মুসলিম

(৩) আন-নাখলু ফী ইসবানিয়াআল-মুসলিমা(মুসলিমস্পেনের খর্জুর বীথিকা)

মনেক আরব কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে তিনি লেখালেখি করেন।

দ্র.ড.আকীকী,আল-মুস্তাশরিকূ ন১/৩০৫

মন্তান (MONTAN. R)

১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণকারী এ ফরাসী প্রাচ্যবিদ ফরাসী সেনা বাহিনীতে কাজ করতেন। দামেশকের ফরাসী ইনষ্টিটিউট সহ অনেক জ্ঞানপীঠের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধাদি হচ্ছেঃ (১ আশ্ শারকু ওয়াল গার্বু ও শিমালী আফ্রিকা (প্রাচ্য-প্রতীচ্য ও উত্তর আফ্রিকা)

(২) তানযীমু কাবাইলিল বর্বর আল-মুস্তাকিল্ল তানযীমান ইজতিমাইয়ান ও সিয়াসিয়্যান (বর্বর গোত্রসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন)।

(৩)হায়াতুল বর্বর আস্ সিয়াসিয়্যা ফিল মাগরিব (মরক্কোতে বর্বরদের রাজনৈতিক জীবন)

এ.জে. উইন্সিঙ্ক (A..J.WENSINCK)

এ অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তিটি সহজে হাদীছ খুঁজে বের করার সহায়ক একটি নির্দেশিকা পুস্তক(INDEX) তৈরী করেন মিসরের বিখ্যাত লেখক ফুয়াদ আবদুল বাকী আরবীতে রূপান্তরিত করে হাদীছচর্চাকারীদের জন্যে এক চমৎকার খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লামা রশীদ রেযা ও আল্লামা আহমদ শাকের এ জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখতে গি য় এজন্যে সংকলকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সিহা সিত্তা বলে সুপরিচিত হাদীছের প্রখ্যাত ছয়খানা কিতাব ও মুসনদে দারেমী,মুওয়াত্তা মালিক,ও মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলসহ হাদীছের মোট চৌদ্দখানা কিতাবের একটি ফিরিস্তি-অভিধান তৈরীতেও তিনি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়

www.nagorikpathagar.org

এবং পূর্বোক্ত গ্রন্থটির তুলনায় এটি থেকে হাদীছ খুঁজে বের করা সহজতর বলে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী মত প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য অপর কয়েকজন প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত এ গুরুত্বপূর্ণ সংকলনকর্মটি আঞ্জাম দিয়েছেন। দ্র. আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর "ইসলামিয়্যাত আওর মাগরেবী মুস্তাশরিকীন ও মুসলমান মুসান্নিফীন',পৃ১২-১৩,

১৯৩২ সালে কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত তাঁর ***The Muslim Creed: its Genesis and Historical Development*** একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

স্যার উইলিয়াম হ্যামিল্টন গিব (SIR HAMILTON GIBB)

বৃটিশ এই বিখ্যাত গবেষক ও প্রাচ্যবিদ ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। আরব সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। কায়রোতে আরবী সংস্থার সদস্য হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: "আল-ফুতূহাতুল আরাবিয়্যা ফী আ'সিয়া-আল উস্‌তা"(মধ্যএশিয়ায় আরবদের বিজয়) এবং "আল মাদখাল ইলা তারীখিল আদাবিল আরাবিয়্যা"(আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের ক,খ,),তাফসীরুৎ-তারীখ-আল-ইসলামী *(AN INTERPRETATION OF ISLAMIC HISTORY)* "আল-মুজতামাউল-ইসলামী ওয়াল-গারব"(ইসলামী সমাজ ও পাশ্চাত্য জগত) প্রভৃতি। (দ্র.ড. মিশাল জ্বাহা,আদ্-দিরাসাতুল আরাবিয়্যা পৃ. ৫১)

অক্সফোর্ড প্রেস থেকে মুদ্রিত তাঁর একটি পুস্তক হচ্ছে *MOHAMADANISM*- যাতে তিনি আল-কুরআন,মুহাম্মদ(স) শরীয়্যা,ইসলামী সূফীবাদ এবং আধুনিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। (দ্র. ড. যিয়াদী-,আল-ইস্তিশরাক...পৃ,১৪(পাদটীকায়)

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী, তুজাহুল ইসলাম" *(WHITHER ISLAM)* শীর্ষক তাঁর আরেকটি পুস্তকের বরাত দিয়েছেন। *"THE ISLAMIC BACKGROUND OF IBN KHALDUN'S POLITICAL THEIORY"* শীর্ষক তাঁর একটি সুলিখিত প্রবন্ধ রয়েছে যা' *BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL STUDIES/ UNIV. OF LONDON/ VOL-VII 1933-35/* এ প্রকাশিত হয়। দ্র. ড. যিয়াদী, আল-ইশতিশরাক ... পৃ. ২০৬ (পাদটীকায়)

ফ্রানসিস্কো গ্যাব্রিয়েলী (FRANCESCO GABRIELI)

ইটালীর অন্যতম সেরা প্রাচ্যবিদ জুযিবী গ্যব্রিয়েলীর পুত্র। প্রাচীন আরবী ভাষা ও আরব ইতিহাস ছিল তাঁর আজীবন সাধনার বিষয়বস্তু। দামেশকের আল-মাজমাউল আরবী এবং কায়রোর আল-মাজমাউল-লুগাবী (ভাষা ইনস্টিটিউট)এর সদস্য ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে:

(১) তারীখুল আদাবিল আরবী (আরবী সাহিত্যের ইতিহাস)
(২) 'আলামুল ইসলাম (মুসলিম বিশ্ব)
(৩) খাসাইসুল হেদারাতুল-আরাবিয়্যা-ওয়াল-ইসলামিয়্য(আরব-সভ্যতাওইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যাবলী
(৪) *MUHAMMAD AND THE CONQUESTS OF ISLAM (London 1968)* দ্র.মিশাল জাহা আদ্‌দিরাসাতুল আরাবিয়্যাপৃ. ১০৪

www.nagorikpathagar.org

কারেণ আর্মষ্ট্রং তাঁর বিখ্যাত নবীচরিত পুস্তকেএ শেষোক্ত পুস্তকের উল্লেখ করেছেন।

লেভী প্রভেন্সল (LEVI PROVENCAL)

ফ্রান্সের বিখ্যাত গবেষক। প্রাচ্যবিদ্যায় প্রচুর সুনাম সুখ্যাতির অধিকারী। ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতেও যোগদান করেন। অনেক যুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন। রাজনীতির ময়দানে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। জ্ঞানরাজ্যে তাঁর অগাধ গভীরতা ছিল। বিরাট এ কর্মকাণ্ডের নায়ক বহু বই পুস্তকের লেখক ছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

(১)আৎ-তাকভীমুৎ-তারিখী লি-মাৎবূ'আতি ফাস"(ফেজ নগরীর প্রকাশনা সমূহের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন)

(২)"আদ দ্বীন ওয়া ইকরামুল আউলিয়া" (ধর্ম এবং ওলীগণের সম্মান)

(৩)"আল জামইয়্যাতুদ্ দীনিয়্যা ফী শিমালিল মাগরিব"(উত্তর মরক্কোর ধর্মীয় সংগঠনসমূহ)

(৪) **Les Histoire de I'Espane musalman,nouv...ed**

(একাদশ শতকের ইসলামী স্পেনের ইতিবৃত্ত,লেইডেন ও প্যাসি তৈকে ১৯৫০ –৫৩ সালের মধ্যে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত) ইত্যাদি।

ডোজী (RIENHART PIETER ANN DOZY)

ফরাসী বংশোদ্ভূত এ ওলন্দাজ প্রাচ্যবিদ হল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর পড়াশোনা করে আরবী সহ বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত অনেক সংস্থার সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধতম কীর্তি হল:

. (১) ***SUPPLIMENT AUX DICTIONNAiRES ARABES(Leiden1881)***

(২) তারীখুল মুসলিমীন ফী ইসবানিয়্যা (স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস)

আল-আলফায আল-ইসবানিয়্যা ওয়াল বুর্তুগালিয়্যা মুনহাদিরাতুন মিন উসূলিল আরাবিয়্যা (আরবী মূল থেকে উৎসারিত স্পেনীয় ও পর্তুগীজ শব্দসম্ভার)

দ্র. যরকলী,আল-আ'লাম,খ.৩,পৃ.৬৮

ইবনে খালদূনের" আল-মুকাদ্দমা" সর্ম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত মন্তব্যস্মর্তব্য–যাতে তিনি বলেন: মধ্যযুগের খ্রিষ্টান লেখকদের রচনাবলীতে এত সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি সম্বলিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না–যা এ গ্রন্থটির সাথে তুল্য হতে পারে।

দ্র.ড. যিয়াদী, আল-ইস্তিশরাক–পৃ.১৫৯

লোরা ভিশিয়া ভ্যাগলিয়ারী (LORA VECCIA VAGLIERI)

ইটালিয়ান মহিলা প্রাচ্যবিদ। ইসলামের ইতিহাস ও লিবিয়ার সমস্যাবলীই তাঁর গবেষণায় সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনি সত্যানুরাগী মহিলা ছিলেন। ইসলামের পক্ষে তার লেখনী বেশ ভূমিকা পালন করেছে, যা তাঁর রচিত গ্রন্থ "দিফা' আনিল ইসলাম" থেকে অনুমান করা যায়। এ পুস্তকটি মূলত ইতালীয় ভাষায় ১৯২৫ সালে রচিত এবং এর আসল শিরোনাম হচ্ছে: ***Apologia dell IslfmismoAn***

www.nagorikpathagar.org

Interpretation of Islam এর ইংরেজী অনুবাদ করে ড.এলডো কাযেলী **(Dr.Aldo Csselli)**এবং "দিফা' আনিল ইসলাম" শিরোনামে এর আরবী অনুবাদ করে মুনীর আল-বা'লাবাকী বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ইনি ইতালীর ন্যাপুলী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ের নামকরা অধ্যাপিকা। তাঁর রচনাবলীর অন্যতম অন্যান্য গ্রন্থ হলো:

(১)"কাওয়া-'ইদুল আরাবিয়্যা"(আরবী ব্যাকরণ)

(২)"রিহলাতু হাজ্জিন আবারা লিবিয়্যা ফিল কারনিস্ সাব্ই'আশার"(সপ্তদশ শতকের জনৈক হাজীর লিবীয়া অতিক্রমণ)

(৩)"ইশতিরাকু সুলায়মান আল-বারুণী ফী হারবি লিবিয়া"(সুলায়মান আল-বারুণীর লিবীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ) (দ্র. আল-মুস্তাশ্‌রিকূন,ড.আল-আকীকী, খ.১,পৃ. ৪০৪)

"দিফা' আনিল ইসলাম" এর ১৯৭৬সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত আরবী ৩য় সংস্করণ আমাদের সংগ্রহে আছে। ১৯৫৭সালে স্যার জাফরুল্লাহ খান পুস্তকটির ইংরেজী সংস্করণের জন্যে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী "তুজাহুল ইসলাম" ***(WHITHER ISLAM)*** পুস্তকটির প্রশংসা করেছেন।

ব্লাচেরি (BLACHERE)

এ ফরাসী প্রাচ্যবিদের জন্ম হয় প্যারিসে ১৯০০ সালে। মরক্কোতে শিক্ষালাভ করেন এবং আলজিরিয়ায় তাঁর লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। উচ্চতর মাগরিব ষ্টাডিজ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষরূপে কর্মরত ছিলেন। তারপর প্যারিসের ভাষা ইনস্টিটিউটে প্রাচ্য ভাষাসমূহের শিক্ষক ছিলেন। তারপর সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারাররূপে কাজ করেন। তাঁর অনেক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(১) মুকতাবাসাত'আল আশ্‌হুরিল জুগরাফিয়্যীন আল-আরব (প্রসিদ্ধতম আরব ভৌগলিকদের উদ্ধৃতিমালা)

(২) কাওয়া'ই দিল 'আরবিয়্যা আল-ফুসহা (আরবী সাধু ভাষার ব্যাকরণ)

(৩) তারীখুল আদবিল 'আরবী (আরবী ভাষার ইতিহাস)

(৪) মু' যালাতু মুহাম্মদ/ কুরআন দ্র. ড. আকীকী-,আল মুস্তাশরিকূন- খ.১ পৃ. ৩১৬

লিওপোল্ড উইস (WEISS. L)

অষ্ট্রীয় য়াহুদী প্রাচ্যবিদ।একাডেমিক ভাবে ইসলাম অধ্যয়ন করেন। ফল-শ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে লিখিত তাঁর দু'টি পুস্তক হচ্ছে "***Road to Mecca*** ও ***Road to medina*** (মক্কার পথ ও মদীনার পথ)তিনি ভারতের হায়দ্রাবাদ (দক্ষিণাত্য)থেকে প্রকাশিত মাসিক *ISLAMIC CULTURE*-এর মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঐ সাময়িকীতে তিনি অপর নওমুসলিম প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম পিকথলের সহযোগী ছিলেন। তাঁর অপর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদি হচ্ছে:

(১) ***Islam at the Crossroad*** (সংঘাতের মুখে ইসলাম),

www.nagorikpathagar.org

(২) উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী (ইসলামী ফিক্‌হ্ এর মূলনীতিসমূহ),

(৩)মাবাদিউদ্ দাওলা ইসলামী ওয়াল হুকূমা ফিল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ) প্রভৃতি। দ্র.ড.আল-আকীকী, আল-মুশ্‌রিকূন,খ.২,পৃ.৬৪২

উক্ত পুস্তকগুলোর প্রায় সব ক'টির আরবী,ইংরেজী,উর্দুওবাংলা ভাষ্য বহুল প্রচারিত। মক্কার পথে "জিব্রাইলের ডানা"খ্যাত অমর কথাশিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী মরহূমের আরেকটি সার্থক ও স্মরণীয় সাহিত্যকর্ম। "সংঘাতের মুখে ইসলাম" অনুবাদ করেন অপর কৃতি সাহিত্যিক সৈয়দ আবদুল মান্নান বিগত শতকের ষাটের দশকে এবং তাঁর এ অনুবাদটিও সুধী সমাজের দৃষ্টি কাড়ে।

যোসেফ শাখত (JOSEPH SCHACHT)

জার্মান বংশদ্ভুত এ মহান প্রাচ্যবিদ ১৯০২ সালে, জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যলয়ের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিতইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে বিশেষত ফেক্‌হ্ শাস্ত্রে তাঁর প্রচুর জ্ঞান রয়েছে। তাঁর লিখিত গ্রন্থের অন্যতম হচ্ছে: "কিতাবুশ্ শুফ'আ' লিস্-সাহভী" এবং "ইখতিলাফুল ফুকাহা প্রভৃতি । আল্লামা আলী নদভী তাঁর ***THE ORIGINS OF MOHAMMJURSPRUDENCE*** পুস্তকের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ড. এম,এম আযমী তাঁর ১৯৬৮ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত ***STUDIES IN EARLY HADITH LITERATURE*** সন্দর্ভে শাখতের অনেক গবেষণার এমনকি হাদীছ অনুধাবনে স্পষ্ট ভ্রান্তির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

দ্র. ***STUDIES IN EARLY HADITH LITERATURE*** -p.21 5-216

পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আহূত আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্সে ৩রা জানুয়ারী ১৯৫৮ সালে লাহোরে তিনি "ইজতিহাদ ও ইসলামী ফিক্‌হ" শীর্ষক একটি জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ পড়ে শুনিয়েছিলেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মরহূম ঐ কন্‌ফারেন্সে ৮ই জানুয়ারী তারিখে যে নিবন্ধটি পেশ করেছিলেন,তার শিরোনাম ছিল "বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সম্ভাব্য ভূমিকা"।

পল এলিজার ক্রাউস (PAUL ELIEZER KRAUS)

১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে বারাকে এক য়াহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন শাস্ত্রে ও অন্যান্য শাস্ত্রে প্রচুর গবেষণা করে গেছেন। সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর এ প্রবণতা পরবর্তীতে তাঁকে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করে। অবশেষে তিনি কায়রোতে নিজ প্রকোষ্ঠে আত্মহত্যাা করেন। জীবিতকালে তিনি মিশর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

এমিলো গার্সিয়া (EMILO GARCIA GOMEZ)

স্পেনের এ বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ১৯০৫ সালে মাদ্রিদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রিদ

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মাদ্রিদের আরবী ইনস্টিটিউট "মাদ্রাসাতুদ দিরাসাতুল আরাবিয়্যা আল-উলিয়্যা"-র পরিচালক ছিলেন। দামেশকের"মাজমাউল ইলমী আল-আরাবী"-এর সদস্য ছিলেন।"আল্লাজনা-আল ইছতিশারীয়্যা লি-ছাকাফাতিশ্ শারক ওরাল গারব"-এর পরিচালক হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। "মাছদার মুশতারাক লি- ইবনে তুফাইল ওয়া জারসিয়ান" সহ তাঁর লিখিত অনেক বই পুস্তক রয়েছে। বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ লিফি ব্রুফনেস্যালের সাথে মিলে যৌথভাবে তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য অনুবাদের কাজ করেন। তিনি ত্বাহা হোসাইন ও তাওফীক হাকীমের অনেক আরবী পুস্তকের অনুবাদ স্পেনীয় ভাষায় করেছেন।

দিঙ্গেমাঁস (DINGEMANS)

এ ওলন্দাজ প্রাচ্যবিদের জন্ম ১৯০৭ সালে। ইমাম গাযালীর এহ্ ইয়াউল উলূমএর প্রচার প্রসারের মাধ্যমে তিনি প্রাচ্যবিদদের তালিকায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত । দ্র.নযীর হামদান, মুস্তাশরিকূন,পৃ.৬০

মন্টগোমারী ওয়াট

এ যুগের প্রসিদ্ধতম বৃটিশ প্রাচ্যবিদ। জন্ম ১৯০৯ সালে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও অন্য অনেক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসররূপে কাজ করেন। মিশাল জ্বাহা তাঁর যে সব বিখ্যাত পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে আছে:

(১) মা হুয়াল ইসলাম (ইসলাম কি ?)
(২) আল-ফিকরুস সিয়াসী ফিল ইসলাম (ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা)
(৩) আল-ওহ্য়ুল ইসলামী ওয়াল 'আলামুল হাদীছ (ইসলামী ওহী ও আধুনিক বিশ্ব)

তাঁর প্রসিদ্ধ আরো ক'টি পুস্তক হচ্ছে (১) *Muhammad in Mecca* (Oxford,1953) *Muhammad in Medina*(Oxford,1956),Islam and the Intergration of Society(London,1961 *Muhammad's Mecca:History in the Quran* (Edinburgh, 1988) এ লেখকের আরেকটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক*MOHAMMAD PROPHET AND STATESMAN* এ নিবন্ধকারের নজরে এ পর্যন্ত পড়েনি। আমাদের ড. মওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিযুর রহমানের পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর ইনি অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন।

মারিয়া ন্যাললিনো (NALLINO MARIA)

ইনি বিখ্যাত ইটালিয়ান প্রাচ্যবিদ কার্লো ন্যাললিনোর কন্যা বিখ্যাত মহিলা প্রাচ্যবিদ। ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণকারিনী এ মহিলা তাঁর পিতার নিকট আরবী ভাষা

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা করেন এবং সফরে ও সর্বদা তাঁর সাথে সাথে থাকেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর অসম্পূর্ণ কাজসমূহ পুনরায় শুরু করেন এবং সম্পূর্ণ করেন। মিশরের ভাষা ইনষ্টিটিউটের তিনি সদস্যা ছিলেন এবং পত্র মারফত ইটালীতে অবস্থান করেই ত্বার দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর গবেষণা কর্মগুলো হচ্ছে:

(১) মজমুআ'আতু আদাবি কার্লো ন্যাললিনো (কার্লো ন্যাললিনোর রচনাসম্ভার)

(২) আল-ইসলাম ওয়াল আকল্লিয়াতিদ্-দীনিয়া ফিদ দাস্তুরি সূরী আল জাদীদ-(ইসলাম ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজ আধুনিক সিরীয় শাসনতন্ত্রে)

দ্র.ড. আকীকী,আল্ মুস্তাশরিকুনখ.১,পৃ৩৯৭

রোজী গারোদী (ROGI GARAUDY)

ফ্রান্সের এ বিখ্যাত চিন্তাবিদ ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে মারসিলিয়্যা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মীয় দিক দিয়ে খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতন্ত্রী ছিলেন। সমাজতন্ত্রী পার্টির সদস্য মনোনীত হন তিনি। তিনি ছিলেন খৃষ্টান যুবসংঘের চেয়ারম্যান। ১৯৪০ সালে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। আলজিরিয়ার মরুময় জেলের প্রকোষ্ঠে দিনাতিপাত করতে থাকেন। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে জানার কৌতুহল তাঁর সদাজাগ্রত ছিল। তিনি একজন বিশ্বাাবিখ্যাত দার্শনিক গবেষক । এ গবেষণা তাঁকে আধ্যাতিকতার সংস্পর্শে নিয়ে আসে। ইসলামের বিশেষ জ্ঞানীগুণী, অলি-আউলিয়াদের সংসর্গের ফলে ১৯৮২ সালে সুইজারল্যাণ্ড থেকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রচারিত হয়। এ ব্যাপারে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে "লিমাযা আসলামতু" (কেন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম?) "আল-ইসলামু দ্বীনুল মুসতাকবিল" বা "ভবিষ্যতের ধর্ম ইসলাম"অত্যন্ত বিখ্যাত।।

(দ্র.ড.মোহাম্মদ আল-মীলী-রুজিয়া জারুদী ওয়াল মুশকিলাতুদ-দীনিয়্যা")।

বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকেই ভাষা আন্দোলনের জনক প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম মরহুম গারুদীর ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সংক্রান্ত মন্তব্য সম্বলিত পুস্তিকার বাংলা ভাষ্য প্রকাশ করে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য বিগত দশকে গারুদীর ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে বলে আরবী পত্র পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে।

রোইমার (ROEMER)

এ জার্মান প্রাচ্যবিদ ১৯১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কায়রোস্থ জার্মান প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক সংস্থার প্রধানরূপে কর্মরত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্ম হচ্ছে:(১) আস্-সাফাবিউ্যন (২)ওছা-ইক লি-তারীখি মিসর ও ঈরান ফিল আস্রিল ইসলামী (মুসলিম শাসনামলে মিশর ও ইরানের ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেজ)দাওয়াভী প্রণীত "কানযুদ্ দুরার ও জাডিল গুরার" কিতাবের নবম খণ্ডের প্রকাশনা প্রভৃতি ।

(দ্র.নজীব 'আল'আকীকী ,আল-মুস্তাশ্রিকূন,খ.২পৃ.৮০৮

www.nagorikpathagar.org

দানিয়েল নরম্যান (DANIEL NORMAN)

ইংরেজ এ প্রাচ্যবিদের জন্ম ১৯১৯সালে। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে তিনি কাজ করেছেন। সর্বশেষ দায়িত্ব পালন করেন কায়রোর বৃটিশ ক্যালচারাল সেন্টারে। সেখানে তিনি পরিচালক ও সভাপতি ছিলেন। তাঁর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইসলাম ও প াশ্চাত্য বিশ্বের সুসম্পর্ক। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত পুস্তক হচ্ছে এডিনবার্গ থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত ***Islam and the West:The Making of an Image*** (ইসলাম ও পাশ্চাত্য জগত),"আল-ইসলাম ওয়াল উরূবা ওয়াল ইম্ব্রাতুরিয়া"(ইসলাম, ইউরোপ ও সাম্রাজ্যবাদ), লন্ডন ও বৈরুত থেকে১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ***The Islam and Medeival Eurupe*** (আরব ও মধ্যযুগের ইউরোপ) ড.মিশাল জুহা–আদ্-দিরাসাতুল আরাবিয়্যা ওয়াল ইসলামিয়্যা)

জন বাদু (JHON B.)

মার্কিন প্রাচ্যবিদ। কূটনৈতিক কাজে একাডেমিকভাবেই জড়িত ছিলেন।কলম্বিয়া মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিভাগের প্রধানরূপে ১৯৪৬ সাল থেকে কর্মরত ছিলেন। তারপর কায়রোস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে অধ্যাপকরূপে তারপর অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। (দ্র.নজীব 'আল'আকীকী ,আল-মুস্তাশ্রিকূন,খ.৩ পৃ. ৯৮০)

বার্ণার্ড লুইস (LEWIS, BARNERD)

এঁর জন্ম হয় ১৯২৬ সালে। লণ্ডন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন। তারপর কালিফোর্ণিয়া ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মনোনীত হন।ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনেও চাকুরী করেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অত্যধিক তৎপর ছিলেন। তাঁর গবেষণাধর্মী নিবন্ধগুলোর মধ্যে রয়েছে "উসূলুল ইসমাইলিয়্যীন ও ইসমাইলিয়্যা","ইহতিমামুল ইঞ্জলেজ বিল-উলূমিল আরাবিয়্যা"(ইংরেজ জাতির আরবী জ্ঞানসাধনা), "আল-গার্ব্ ফিৎ-তারীখ" (পাশ্চাত্য জগত : ইতিহাসের আলোকে)। ড.নাবীহ ফারিস ও ড. মুহম্মদ ইউসুফ শেষোক্ত গ্রন্থটির আরবী অনুবাদ করেছেন। দ্র. আল-মুস্তাশরিকূন,খ.২পৃ.২৮৮

কারেণ আর্মস্ট্রং তাঁর আরো কয়েকটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে:

(১).*Islam from the Prophet Muhammad to the Capture of Constantinople*, 2 vols, vol 1:*Politics and War,* vol. 11:*Religion and Society* (New York and

(২)*The Muslim Discovery of Europe*(New York and London1982)

(৩)The Jews of Islam (New York and London1982)

(৪) *Semmites and Anti-Semites:An Enquary into Conflict and Prejudice* (London1982)

www.nagorikpathagar.org

কাযানোভা (CASANOVA. P.)

অন্যতম সেরা ফরাসী প্রাচ্যবিদ। জন্ম ১৯২৬ সালে। তিনি মিসরে যান এবং সে দেশ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেন। মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জ্ঞানবত্তার জন্যে তাঁকে ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে নিযুক্তি দেয়। তাঁর রচনাদির সংখ্যা অনেক। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) মুহাম্মদ (স) (২)ইন্তেহাউল 'আলম ফী 'আকীদাতিল ইসলাম আল- আসলিয়্যা (আসল ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে মহাপ্রলয়) (৩) আকীদাতুল ফাতিমিয়্যীন আস্-সির্রিয়্যা ফী মিস্র (মিশরীয় ফাতিমীয়দের গোপন আকীদা-বিশ্বাস) (৪)আ-লেহাতুল আরব আল-জাহেলিয়্যা (জাহেলিয়তের যুগের আরবদের উপাস্যকুল)প্রভৃতি। (দ্র. ড.নজীব'আল'আকীকী ,আল-মুস্তাশ্‌রিকূন,খ.১পৃ.২২পিটার

ম্যান্সফিল্ড (PETER MANSFIELD)

এ ইংরেজ প্রাচ্যবিদের জন্ম ১৯২৮ সালে ভারতে। মানচেষ্টার ও ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে লেখাপড়া করেন। সানডে টাইম সহ বিভিন্ন কাগজে সাংবাদিকতা করেন। কোন কোন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসার রূপে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর *THE ARABS* আরবদের সম্পর্কে একটি মশহুর গ্রন্থ।

মার্টিনেয মন্টাভেয (MARTINEZ MONTAVEZ)

স্পেনের এ প্রাচ্যবিদ ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পি,এইচ,ডি ডিগ্রী কায়রোতেই সমাপ্ত করেন। ১৯৫৮-৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশরে স্পেন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বিশেষ কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য হল:

(১) উমারা-উল উন্দুলুস ওয়া খুলাফা-উহা"(স্পেনের রাজ-রাজড়া ও খলীফাগণ)

(২) আত-তাইয়্যারাতুল আদাবিয়্যা 'আলাল মাছরাহিল মিসরী",

(৩)'শাখসিয়্যাতুল মনসূর ফী নুসূসিল মুয়াল্লিফীনীন নাসারা" (খ্রিষ্টান লেখকদের রচনাবলীতে বিধৃত মনসুর-চরিত)

তিনি আরবী থেকে স্পেনীয় ভাষায় অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। বিশেষ করে নাজিব মাহফুজ এবং ইউসুফ ইদ্রীস প্রমুখের গ্রন্থাবলী অনুবাদ করেছেন।

ড.এলডো কাযেলী (Dr.ALDO CASSELLY)

ইনি ইতালীর ন্যাপলী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক বছর অতিবাহিত করেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভিজিটিং প্রফেসররূপে। তাঁর অধ্যাপনার বিষয়বস্তু হলো আরব জাতিসমূহের অবস্থা। ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী সংগঠনসমূহ সম্পর্কে ইতালীর পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রচুর রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সেখানকার প্যানসিলভ্যানিয়ায় অবস্থিত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে তিনি অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। "দিফা' আনিল ইসলাম" এর ১৯৭৬ সালে বৈরত থেকে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বইটির ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকার বরাতে ঐ বিখ্যাত পুস্তকটির ইংরেজী অনুবাদকরূপে এঁর পরিচয় জানা যায়।

www.nagorikpathagar.org

ওল্গা পিন্টো (PINTO, OLGA)

ইটালিয়ান মহিলা প্রাচ্যবিদ। রোমের জাতীয় গ্রন্থাগারের সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিধায় সেদেশের পাঠাগার সমূহে রক্ষিত দুর্মূল্য আরবী গ্রন্থাদি ছিল তাঁর নখ দর্পণে। তাঁর গবেষণাকর্মগুলো হচ্ছে:

(১) আল-কুতুবুল আরবিয়্যা ফী মাকতাবাত রূমা (রোমের পাঠাগার সমূহের আরবী গ্রন্থসমূহ)

(২) আল-মাখতূতাৎ আল-আরাবিয়্যা গায়রুল মুফাহরিসা ফল মাকতাবাতিল ওতানিয়্যা বি-ফ্লোরেন্সা (ফ্লোরেন্সার জাতীয় হস্তলিখিত গ্রন্থাগারে রক্ষিত ও ফিরিস্তি বহির্ভূত আরবী পাণ্ডুলিপি সমূহ)

স্নাউক হারগ্রোঞ্জে (CHISTIAN SNNOUCK HEERGRONJE)

ওলন্দাজ প্রাচ্যবিদ। সন্দেহজনক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতায় আজীবন জড়িত ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মক্কাশরীফে যান এবং বহিস্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। আজীবন তিনি ওলন্দাজঅধিকৃত উপনিবেশসমূহে কর্মরত ছিলেন। দ্র. ড.বাদাভী, মওসূ'আতুল মুস্তাশরিকীন,পৃ.২৪৫

৩রা জানুয়ারী ১৯৫৮ তারিখে লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী কন্‌ফারেন্সে প্রাচ্যবিদ রোডী পেরোট এর একটি বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হারগ্রোঞ্জে উনবিংশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। সে মল্যবান উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রোডী পেরোট সেদিন বলেছিলেন: মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে যে বিপুল সংস্কার কর্মসূচী কার্যকরী হচ্ছে তাথেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের পুনর্জাগরণের শুভসূচনা হয়ে গেছে। আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদরা সৌভাগ্যবানই বলতে হবে যে সে শুভ দিনের নতুন সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করার জন্যে আমরা বেঁচে রয়েছি। আজ আমরা পরম বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি যে, এমন একটি ব্যাপার সাফল্যের সাথে ঘটতে যাচ্ছে যা আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও অসম্ভব বিবেচিত হতো। তখনকার ওলন্দাজ পণ্ডিত স্নাউক হার গ্রোঞ্জে বলেছিলেন,"ইসলামী শরীয়ার বিন্যাস প্রচেষ্টা তার ক্ষতিই করবে। এজন্যে এটা একটা অসম্ভব কাজ বলে বিবেচনা করাই উত্তম।"দ্র.আধুনিক বিশ্বে ইসলামী শরীয়্যা বিন্যাসের সমস্যাদি শীর্ষক ভাষণের উর্দু ভাষ্য,পৃ.৮

মরিয়ম জমীলা

অষ্ট্রীয় য়াহূদী বংশোদ্ভূত মাত্র উনিশ বছর বয়সী এক সত্যান্বেষী বিদূষী মার্কিন তরুণী মার্গারেট মার্কুস বিগত শতকের ষাটের দশকের কোন এক শুভ সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে বসে আমাদের জজ-মওলানা ফযলুল করীম মরহূম অনূদিত হাদীছগ্রন্থ মিশকাত শরীফ(কোলকাতা,১৯৩৮) অধ্যয়ন করছিলেন। নবী করীম(স)এর বাণীসমূহ পড়তে পড়তে তিনি আনমনা হয়ে উঠেন। তাঁর কাছে মনে হয় ,এমন সত্যের বাণী কোন মিথ্যুক বা প্রবঞ্চকের হতে পারে না। অবশ্যই তিনি আল্লাহর সত্য নবী। তক্ষুণি তিনি কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান এবং নতুন নাম ধারণ

www.nagorikpathagar.org

করেন মরিয়ম জমীলা। মওলানা মওদূদী সহ মুসলিমবিশ্বের অনেক নামীদামী মনীষীর সাথে তিনি পত্রালাপ করে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেনএবং এক পর্যায়ে পাকিস্তানে চলে আসেন । তাঁর কষ্মিরধার লেখনী নিঃসৃত পুস্তকাদির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সম্মুখে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ***ISLAM VERSUS THE WEST*** ও ***ISLAM AND MODERNISOM , ISLAM IN THEORY AND PRACTICE*** (১ম সংস্করণ–১৯৬৭, লাহোর) তাঁর এমন তিনটি পুস্তক যেগুলোতে তাঁর তেজোদীপ্ত ঈমান ও মনীষাদীপ্ত প্রজ্ঞার পূর্ণ স্ফূরণ ঘটেছে। শুধু পাশ্চাত্য জগতেরই নয়,মুসলিম আধুনিকতা প্রিয়দেরও তিনি তাঁর রচনাবলীতে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁদের এ মানসিকতা হীনমন্যতাপ্রসূত বলে মন্তব্য করেছেন।

গ্যাষ্টন বুতূল

এ যুগের একজন প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ। সাহিত্য ও মানবাধিকার এ দুই বিষয়েই তিনি ডক্টরেট করেছেন। আন্তর্জাতিক সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ও উচ্চতর সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে প্যারিসে অধ্যাপনা করেন। সমাজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রচুর বইয়ের লেখক তিনি। বিশেষতঃ ইবন খালদুনকে অধ্যয়নের ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃত।

ফিশেল (WALTER. J. FISCHEL)

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও উন্নত শিষ্টাচার বিষয়ক অধ্যাপক এবং নিকট প্রাচ্যের ভাষা বিষয়ক বিভাগের প্রধান। মধ্যযুগের ইসলামী সভ্যতা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তঁার সন্দর্ভসমূহের মধ্যে আছেঃ (১) লি কা উ ইবন খালদূন ও তাইমূর লঙ্ক (ইবন খালদূন ও তৈমুর লঙ্গের সাক্ষাৎ) (২) আল ওলীজাতুল য়াহুদিয়্যা ফিল খিলাফাতিশ শারকিয়্যা ও আখিরিয়া (প্রাচ্যের খিলাফতে য়াহূদী অনুপ্রবেশ) (৩) দিরাসাতু সামিয়া ও শর্কিয়া। ***IBN KHALDUN'S USE OF HISTORICAL SOUCES*** শিরোনামেও তাঁর একটি বিখ্যাত পুস্তক রয়েছে। দ্র.ড.যিয়াদী,আলইসতিশরাক..,পৃ২০১

ডেভিড সান্তিলানা (DAVID SANTILLANA)

ইতালীয় প্রাচ্যবিদদের উজ্জ্বলতম তারকা বলে ইনি বি চিত হয়ে থাকেন। জীবনকাল ১৮৫৫-১৯৩১ খ্রি.। ইসলামী দর্শন ও ইসলামী আইন গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিউনিসিয়ার আইন প্রণেতা বোর্ডের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ

(১) আল মূজিয ফীল হুকূকিল ইসলামিয়া লিল-খালীল
(২) হুকূকুল ইনসানিয়্যা ওফ্কান লিল মাযহাবিল মালিকী (মালেকী মযহাব অনুসারে মানবাধিকার)। এটি এ বিষয়ের অত্যন্ত উঁচু মানের পুস্তক।

দ্র. মিশাল জাহা,আদ দিরাসাতুল আরাবিয়া, পৃ.৯১

www.nagorikpathagar.org

ইস্রাঈল উইলফেন্স (WOLFENSOHN Y.)

য়াহুদী বংশোদ্ভূত এ জার্মান প্রাচ্যবিদ আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও কুল্লিয়া দারুল উলূমে শিক্ষকতা করেন। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা অনেক। বিশেষভাবে খ্যাত তাঁর পুস্তকগুলি হচ্ছে:

(১) তারীখুল য়াহূদ ফিল বিলাদিল আরব ফিল জাহিলিয়তে ও সাদরিল ইসলাম (জাহেলিয়ত ও ইসলামের প্রথম যুগে আরব দেশীয় য়াহূদীদের ইতিহাস)

(২) তারীখু লুগাতিস সামিয়া (৩) মূসা ইবন মায়মূন : জীবন ও রচনাবলী (৪) কা'ব আল-আহবার দ্র. ড. আকীকী, মওসু'আতুল মুস্তাশরিকীন, খ.২, পৃ.৭৬২

জাতিতে নিজে য়াহূদি হওয়া সত্ত্বেও বনূ নযীরের য়াহূদীদের মুহম্মদ(স) এর বিপক্ষে কুরায়শদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন।

দ্র,হায়কল,হায়াতে মুহম্মদ এর কুম,ইরান)থেকে প্রকাশিত সমাঈল রাজী আল ফারুকী অনূদিত ইংরেজী ভাষ্য,পৃ৩০১-৩০২

পেল্টিয়া (PELTIER. FR.)

ফরাসী প্রাচ্যবিদ। তাঁর রচনা কর্মের সংখ্যা বেশী নয়। বুখারী শরীফ ও মুয়াত্তা মালিকের কিতাবুল বুয়ূ(ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়)-এর ফরাসী অনুবাদ করেছেন।

দ্র.ড. আল-আকীকী, আল-মুস্তাশরিকূন, খ.১, পৃ.২১৭

হেনরী পাশা (PASSET. H)

পাশা পরিবারের জনৈক প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ। এ পরিবারটি ইসলাম, মুসলিম জাতি এবং বর্বরদের সমস্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল। উচ্চতর অধ্যয়ন সংক্রান্ত সংস্থার প্রধান নিযুক্ত হন। তিনি ১৯২১ সালে মাগরিব ও বর্বরজাতি বিষয়ক ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মূল্যবান রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে:

(১) তারীখু আদাবি কাবাইলি বর্বর (বর্বর জাতির শিষ্টাচার সংক্রান্ত ইতিহাস)

(২) আত-তাছীরারাতুল ফিনিকিয়া লাদাল বর্বর (বর্বর জাতির উপর ফিনিশীয়দের প্রভাব) দ্র. ড. আকীকী, আশ-মুস্তাশরিকূন, খ.১,পৃ.২২৭

রুকার্ড ফ্রেডরিক (RUCHKERT FRIEDRICH)

জার্মান এ সুপণ্ডিত প্রাচ্যবিদ প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় ৫০টি ভাষা জানতেন। কাব্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। অনেক আরবী কবিতার অনুবাদ করেছেন। কুরআন শরীফের আংশিক অনুবাদও করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হচ্ছে:

(১) বিখ্যাত আরবী গ্রন্থ 'মাকামাতে হারীরীর' জার্মান অনুবাদ

(২) বিখ্যাত আরবী কাব্যগ্রন্থ "দীওয়ানে হামাসার" জার্মান অনুবাদ প্রভৃতি

দ্র. মিশাল জাহা, আদ্-দিরাসাতুল আরাবিয়্যা পৃ.১৯২

www.nagorikpathagar.org

কারেন আর্মষ্ট্রং (KAREN ARMSTONG)

লন্ডনে বসবারকারিণী আধুনিক কালের শক্তিশালী ও সৎসাহসিনী আলোড়ন সৃষ্টিকারিণী লেখিকা। দীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত একজন গোঁড়া ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরূপে জীবন যাপন করে তিনি খ্রিষ্টীয় মতাদর্শের অন্তঃসারশূণ্যতা উপলব্ধি করেন। তারপর শক্ত হাতে কলম ধারণ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বেডফোর্ড কলেজে উনবিংশ ও বিংশ শতকের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি একজন ফুলটাইম লেখিকা এবং টিভি ব্যক্তিত্ব। তাঁর সর্বাধিক সাড়া জাগানো পুস্তক হচ্ছে: লণ্ডনের VICTOR GOLLANCZ LTD থেকে ১৯৯১ সালে *প্রকাশিত MUHAMMAD A WESTERN ATTEMPT TO UNDERSTAND ISLAM.*

এ ছাড়া তাঁর লিখিত অন্যান্য সাড়া জাগানো বই হচ্ছে:

Through the Narrow Gate
Beginning the World
The First Christian: St Paul's Impact on Christianity
Tongues of Fire: an Anthology of Religious and Poetic Experience
The Gospel According to Woman: Christianity's Creation of the Sex War in the West
Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World

এ সত্যসন্ধিৎসু সৎ সাহসী প্রাচ্যবিদ মহিলাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

আরো কয়েকজন প্রাচ্যবিদ ও তাঁদের লিখিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো–যাঁদের জীবনবৃত্তান্ত এ মুহূর্তে দেয়া সম্ভব হলো না।

লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশ-স্থান প্রকাশকাল
Abbott,Nabia,	*Aisha,the beloved of Muhammad,*	Chicago 1942
Andrae,Tor	*Muhammad: the Man and His Faith*	1936
Trans. Theophil Menzel,		London
Bell, Richard,	*TheOriginn of Islam in Its Christian*	
Bodley ,Ronald Victor Courtency,	*The Messenger: The Life of Muhammad,*	New York1946
	Emvierment	London,1926
Boulares, Habib,	*Islam; The Fear and the Hope,* trans. Lewis Ware London,1990	
Bosworth Smith'R.	Muhammmed and Muhammedanism,.	London,1889
Campball,Joseph(with Bill Moyers),	*The power of Myth,*	New York & London.1988
Carlyle, Thomas.	*On Heros and Hero-worship*	London,1841
Chittick, William, (ed. and trans.),	*A Shi'ite Anthology*	London,1980
Corbin, Henri,	*Creative Imagination in the Sufism of-Ibn-Arabi,*(Trans.Ralph Manheim)	London,1970
Cupitt, Don,	Taking Leave of God	London,1980
Dan. Joseph,	The Religious Experience of the Merkavah',in Arthur Green(ed.) *Jewish Spirituality,* 2vols	London,1986

www.nagorikpathagar.org

লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশ-স্থান	প্রকাশকাল

Draycott,Gladys,M.,Mohamet Founder of Islam, NewYork, 1916
Draper,John William,Conflict between Religion& Scince
Davenport ,John, Aplozy Muhammad & Quran
Ernest de Bunsen, *Islam orTrueChristianity*
Foster ,H. Frank,`An Autoiography of Mohammed" Musllim World,xxvi(1936)130-152)
Gilsinan Michael, *Recognizing Islam,Religion and Society in the Modern Middle East* London & New York1982
Gulic, Robert, *Muammad,the Educator,* *Lahore,1953*
Hartwing Hirscfeld, *New Reaserches into composition and Exgesis of the Quran*
Heschel,Abraham J. *The Prophets* 2vols New York1962
Hodson, Marshall G.S. *The Venture of Islam:* Conscience and History in a World Civilization,3vols Chicago1974
Kedar,Benjamin,*Crusade and Mission: Eurupean Approaches towards the Muslims,* Princeton,1984
Irving,Washington,Life of Mahamet, London&NewYork,1911
Jeffery,Aurthur,*Islam : Muhammad and His Religion,* NewYork,1958
Keddie,Nikki R. (ed.) *Religion and Politics in Iran: Shiism From Quietism to Revolution* , New Haven & London 1983
Kedar, Benjamimmn,Crusade and Mission:European Appproaches towads the Muslims, Princeton, 1984 *London,1902*
Kepel,Gilles, *The Prophet and Pharaoh:*
(trans.Rothschild) *Muslim Extremism in Egypt* London,1985
Lane-Poole,Stanley. *The Prophet and Islam,abridged from1879edition,*
Lahore: National Book Society, 1964
Lawerence Brown, The Prospect of Islam 1949
Leaman,Oliver,*An Intruduction to Medieval Islamic Philosophy* Cambridge,1985
Levoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris'1887-96
Lings,Martin, *Muhammad:His LifeBased on the Earliest Sources,* .. ..
London,1983 Mansfield,Peter, *The Arabs* ,3rd edn. London,1985
Merrick, J.L(tr.)Life and Religion of Muhammed as Contained in theSheeah Tradition of the Hyat-ul-kulub . Booston:Philips,1850
Priddeaux, Humphry,*The True Nature of Imrosture Fitly Displayd in the Life of Mahamet* 7th edn. London,1708
Rodinson,Maxime, *Mohammed* trans. Anne Carter, London,1971
Ruthven,malise, *Islam in the World,* London,1984
A Satanic Affair:Salman Rushdie and theRage of Islam London,1990
Said ,Edward W.,*Orientalism: Western Conception of the Orient* New York. & London,1978
Covering Islam: Haw The Media and the .. Exparts
Determine Haw We See theRest of the World, London,1981
Saunder,J.J,*A History of Medieval Islam,* *London&Boston,1985*
Schmmel,Annemarie,*And Muhammad is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety,* *London1985*
Schuon,Frithjof,*Understanding Islam* London,1963
Sidersky,D,*Les Origines des Legendes musalmansdos le Coran et dons les vies des prophete* Paris,1933

www.nagorikpathagar.org

Smith,, WilfredCantwell,*Islam in Modern History,* London, 1957
_Towards a World Theolozy London, 1981
Steiner,George, *Is there anythingin What We Say?* *London, 1989*
Torry C.C.,The commercial-Theological Terms in the Koran, Leiden, 1892
Toyynbee A.J., A Study of History, London, 1951

Trimingham, J.,Spencer.,*Chistianity among the Arabs in Pre-Islamic times* *London, 1983*
Von Grunebaum, G. E.*Classical Islam: A History600-1258* *London, 1970*
(trans.Catherine Waston)

আরো অনেক নামী দামী প্রাচ্যবিদের কথা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ নিবন্ধে আলোচনা করতে পারিনি । বারান্তরে এ প্রসঙ্গে আরো আলোচনার আশা রইঅল্লাহই তওফীকদাতা।

চার দশক ধরে আলমজী পাইপ নামে খ্যাত
NATIONAL TUBES ব্রান্ডের
জি আই পাইপ ও এপিআই পাইপ নিজস্ব কারখানায়
উৎপাদন করে বাজারজাত করছি।

জি আই পাইপ
আপনার অতি প্রিয় ও মূল্যবান বাড়ী এবং অন্যান্য স্থাপনায় নিরাপদ/ খাটি পানি সরবরাহ নিশ্চিত করনার্থে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড জি আই পাইপ দেশে উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে।

এ পি আই পাইপ
প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কাজে ব্যবহৃত আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট কর্তৃক লাইসেন্সকৃত এপিআই পাইপ উৎপাদনকারী দেশীয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

NATIONAL TUBES ব্রান্ডের জি আই পাইপ
দীর্ঘস্থায়ী, পুনঃব্যবহারযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ।
এবং
API LICENSEE • ISO-9002 Certified.

ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড
(বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)
১৩১-১৩২ টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর-১৭১০

পাশ্চাত্যের যুগশ্রেষ্ট মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের স্বীকারোক্তি
"পাশ্চাত্যের থিওরী ও প্র্যাকটিসএক হয় না"

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেহেতু এখনো এর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ম্যাকলের "রক্তে মাংসে ভারতীয়দের মন মগজে বিলেতীকরণের" ধারা অব্যাহত রয়েছে, আর এর ব্যতিক্রম করে ডক্টরেট বা উচ্চশিক্ষার সনদলাভ আজও কার্যত এক অসম্ভব ব্যাপার, তাই আমাদের শিক্ষাংগন থেকে ইসলামী বুদ্ধিজীবি বা এ ধারায় শিক্ষিতদের কাছ থেকে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব আশা করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু যাঁরা মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আধুনিক শিক্ষার অংগনে প্রবেশ করেন, ইসলামী চিন্তাচেতনার অধিকারী হওয়ায় এঁদের কাছে পাশ্চাত্যের অন্তঃসারশূণ্যতা সুস্পষ্ট। এঁদেরই মধ্যকার এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিযুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই তিনি কামিল হাদীসের শেষ ডিগ্রী নিয়ে একজন পূর্ণ আলেম। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগনে পৌঁছে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি বা তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি।

১৯৬৯ সালে তিনি তাঁর ডক্টরেটের সন্দর্ভ "তাবীলাতু আহলুস সুন্নাহ"নিয়ে লণ্ডনে ব্যস্ত । পাকিস্তান থেকে মওলানা মওদুদী ও গিয়েছেন তাঁর হার্টের অপারেশন উপলক্ষে। ক্লিনিক থেকে তিনি তখন লণ্ডনস্থ তাঁর ভক্ত প্রফেসার রশীদ সিদ্দীকীর বাসভবনে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এ যুগের শ্রেষ্ট মনীষী –যিনি একজন সেরা প্রাচ্যবিদও বটে (ডক্টর মুস্ত াফিয সাহেবের ভাষায়) বার্ট্রাণ্ড রাসেল সেখানে উপস্থিত হলেন।প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ জে বি সেকুয়েল, জন ষ্টোন,ই.ই টিম্পল প্রমুখও তাঁর সাথে এসেছেন। ড.মুস্তাফিয এ সুযোগে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভুললেন না। তাঁর যে পুস্তকটিতে রাসেল তাঁর তিন জন প্রেমিকাসহ যাঁরা তাঁর বিবাহিত স্ত্রীও ছিলের– তাঁর নিজের ফটো ছেপেছেন,এ বইটিতেও রাসেল তাঁর অটোগ্রাফ দিলেন। এবার বয়োবৃদ্ধ রাসেল তাঁর নতুন পরিচিত ভক্তের এক জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন। প্রশ্নটি ছিল, রাসেল যে তাঁর দর্শন আলোচনার এক স্থানে বলেছেন যে,ব্যক্তি মালিকানা অযৌক্তিক, তাই তা তুলে দেয়া উচিত, সে ব্যক্তি মালিকানার মূল উৎস তো হচ্ছে বিবাহপ্রথা; কেননা বিয়ে না হলে কারো সন্তান ও হতো না, ব্যক্তি মালিকানার প্রশ্নও আর থাকতো না। আপনার ঐ দর্শনে যদি আপনি সত্যিই বিশ্বাসী হয়ে থাকেন , তা 'হলে এ তিন তিনটি বিয়ে আর ঘটা করে এত প্রদর্শনীই বা কেন?

প্রাচ্যের এক নবপরিচিত যুবক ভক্তের মুখ থেকে আচমকা এমন একটি প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে যান পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রাচ্যবিদ।কালা আদমীদের দেশের এক যুবক বৃদ্ধশার্দুলকে এভাবে তাঁর জিকের তৈরী খাঁচায় বন্দী করে ফেলেছে দেখে তাঁর সংগী প্রাচ্যবিদরাও কম আনন্দিত হলেন না। তাঁরা এ জন্যে যুবক ডক্টরকে বাহবা দিওে কার্পণ্য করলেন না। সকলেই কান পেতে রইলেন যুগশ্রেষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত তার কী জবাব দেন তা, শোনার জন্যে।

অবশেষে বৃদ্ধ শার্দুল মুখ খুললেনঃ ওটা হচ্ছে আমার থিওরী আর এটা হচ্ছে আমার প্র্যাকটিস,বুঝলে হে যুবক?

এবারের বাংলা নববর্ষে সৌজন্য সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় অবস্থিত তাঁর বাসভবনে গেলে এ শিক্ষণীয় ওস্মরণীয় আকণ্ঠ নিমজ্জিত জাতিকে মহৎ ও স্থায়ী এক স্রষ্টার ইবাদত দ্বারা সংস্কার ও পরিমার্জিত ঘটনাটি তিনি আমাদেরকে অবহিত করেন। –আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী)।

www.nagorikpathagar.org

(১৬ পৃষ্ঠার পর) প্রাচ্য বিদদের ইসলাম দর্শনের মুখোশ উন্মোচন ....
পর্বতপ্রমাণ বাধা অপসারিত করার মতো সুদৃঢ় ঈমানের শক্তি মুসলমানদের রয়েছে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

এই প্রতিভাধর তরুণ–যিনি দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত ও কবি–হয়তো একথা প্রমাণ করতে সমর্থ হবেন যে, সৈয়দ রশীদ যে 'অপচ্ছায়া' 'বাস্তবায়িত' করতে সমর্থ হননি, তা' প্রকৃতই একটা বাস্তব জিনিস এবং শহরের নাগরিকের পক্ষেও মরুপ্রান্তরের বিস্তৃতি স্বীয় অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করা অসম্ভব নয়। নজ্‌দের আধুনিক যুগের যে ক্বায়েস এক্ষণে কায়রো নগরে সংসারত্যাগী দরবেশের জীবনযাপন করেছেন, তাঁর মতো যাঁরা আধ্যাত্মিক ঐক্যের জন্যে চীৎকার করে মরছেন, তাঁরা যে অবশেষে নিজেদের অন্তরের গহনেই তাঁদের কামনার ধন লাইলীর সন্ধান পেতে পারেন, হয়তো তা-ও এই কবি-দার্শনিকই প্রমাণ করতে সমর্থ হবেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে যেসব অভাবনীয় ও অশান্তিকর ঘটনা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হচ্ছে, তা' দেখে যে সময়ে অপর সকল অস্বস্তি বোধ করছেন, এরূপ সময়েও এই সত্যিকার মুসলমান তাঁর স্বধর্মীয়দের আধ্যাত্মীক প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত না হয়ে এই কামনাই পোষণ করছেন যে, আজকের অশান্তির ভেতর দিয়েই যেন আগামী কালের বিপদ কেটে যায়। সৈয়দ রশীদ ও তাঁর দলের মিশনারীরা যে দিব্যদৃষ্টি এখনও লাভ করতে পারেননি এই চারণ কবি অতি সহজেই যে সে শক্তিরও সন্ধান না পাবেন তা-ই বা কেমন করে বলা যায়?

এ পর্যন্ত 'মুসলমানদের আশাআকাঙ্খার' কথা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে এবং 'ইউরোপীয়দের আশংকা' সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু প্রফেসর মার্গোলিয়ূথ্ ইসলামের প্রতি যে বিদ্রূপাত্মক উক্তি করেছেন, তা, নিয়ে কয়েকটা কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর মতে,'উচ্চ-নৈতিকতার অধিবক্তা হিসেবে ইসলাম কখনো ইউরোপে আশংকা জাগাতে পারেনি। কাজেই সৈয়দের পরিকল্পনা ইউরোপে ঔৎসুক্য–আগ্রহ এমন কি সহানুভূতি জাগাতে পারলেও এর দ্বারা আতংক সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই।' ইসলাম ইউরোপে এমন কি ঔৎসুক্যও যে জাগাতে পেরেছে, তার কোন প্রমাণ আমরা পাইনি। দেখা গিয়েছে যে, মুসলিম দেশগুলি খ্রীস্টীয় ধর্মমত সম্বন্ধে যতটা অবহিত আছে, ইংল্যান্ড ইসলাম সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক কম জ্ঞানই রাখে। * এ জন্যেই ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে সস্তা বিদ্রূপের অবতারণা করতে পারে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্যার মার্টিমার ডোরান্ডের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। স্যার আমীর

* টীকা: এগারই সেপ্টেম্বর টুইন ধ্বংশের অভাবনীয় ঘটনার পর পাশ্চাত্য জগতে ইসলামকে জানা এবং ইসলাম গ্রহনেচ্ছু গতি অনেক বৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। আল-কুরআন এখন পাশ্চাত্য জগতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ - সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

আলী তাঁর বক্তৃতায় ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতির কথা উল্লেখ করলে তার উত্তরে স্যার মার্টিমার উল্লেখ করেন যে, একটি রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে তিনি যখন আফগানিস্তানে গমন করেন, তখন আমীর এক দরবারের অনুষ্ঠান করে তাতে চারশো বিশিষ্ট সরদারকে নিমন্ত্রণ করেন। চুক্তির শর্তাবলী তিনি তাঁদের সম্মুখে উত্থাপন করে তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে চুক্তিটির প্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করতে দ্বিধা করেনি। উপসংহারে বিদ্রূপের ভংগিতে স্যার মার্টিমার মন্তব্য করেন যে, এতেই গণতান্ত্রিক নীতির চমৎকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। স্যার মার্টিমার ডোরান্ড যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সে সমাজের মতামতের উপরই যদি কি হবে না হবে নির্ধারণ করতে হয়, তা' হলে গণতন্ত্রের কথা না বলাই ভালো। জো-হুকুম সরদারদের মতামতই যদি গণতন্ত্রহীনতার প্রমাণ হয় , তা' হলে আমাদের দেশের কানবাহাদুরগণই গভীরভাবে অনুসন্ধানের পর সঠিক বলতে পারবেন- বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে, তা' অভিজাততন্ত্র কিংবা গোষ্ঠীতন্ত্র অথবা স্বেচ্ছাতন্ত্র নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। যেখানে চরমপন্থী রাজতন্ত্রের দেশ ইংল্যাণ্ডে পর্যন্ত রাজার মুখের কথাকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয়, সেরূপ স্থলে মিছামিছি গণতন্ত্রের কথা বলে লাভ কি?

এটা সত্যি যে, 'উচ্চ-নৈতিকতার অধিবক্তা' হিসেবে ইসলাম ইউরোপে যে কোনরূপ আতংক সৃষ্টি করবে, সেরূপ সম্ভাবনা নেই। 'পাইওনিয়া'র পত্রিকার অভিমত অনুযায়ী 'ইসলাম জোর করে স্বীয় দাবী আদায় করার প্রয়াস পায় না' এবং এটা 'নিম্নতম পর্যায় থেকে কাজ আরম্ভ করে' বলেই তা' সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার মোটেই তা' নয়। ইসলামের প্রথম দাবীই হচ্ছে দৈনিক অন্ততঃ পাঁচবার নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে এবং বছরে ত্রিশ দিন রোজা রেখে উপবাস-ব্রত পালন করতে হবে। আধুনিক খ্রীস্টানদের মধ্যে যদি সততার লেশমাত্র চিহ্ন থেকে থাকে, তা' হলে নিশ্চয় তারা স্বীকার করবে যে, গীর্জায় যাওয়ার অভ্যাস তাদের কত কম এবং রবিবারে পর্যন্ত কিরূপ অনিচ্ছায় তারা উপাসনায় যোগ দিয়ে থাকে। ইসলামের অন্যতম প্রধান দাবী মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণ। মাদক-নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইসেন্স-প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে পুনঃপুনঃ আইন প্রণয়নের যে প্রচেষ্টা হয়েছে, তাতেই বুঝা গিয়েছে যে, ইসলামী নিষেধাজ্ঞার স্বতঃপ্রণোদিত বর্জন-ব্যবস্থা ইউরোপীয়দের জন্যে কিরূপ কঠোর বলে বিবেচিত হতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, খ্রীস্টীয় সমালোচকদের জন্যে তা-ও আর একটা 'দুর্বল-সূত্র' সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে মার্গোলিয়ূথের নিজের কথাই উল্লেখ করতে চাই। মহানবী মুহাম্মদ (স) এর এ সম্পর্কিত অবদান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:
"নারী-জাতির জন্যে এ ব্যবস্থা (ইসলাম) অনেক কিছুই দিয়েছে। ভাবপ্রবণতা পরিহার করে তাঁর (হযরত স. এর) প্রবর্তিত নিয়মাবলী ও নুতন ব্যবস্থসমূহকে একটা নৈরাশ্যজনক সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। সমস্যাটিকেই এ জন্যেই নৈরাশ্যজনক বলা হচ্ছে যে, এ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়ই এ সমস্যার সকল দিক সমালোচনার মতো কোন সমাধান আবিষ্কার করতে পারেনি। পর্দাপ্রথা ও নারীর অবগুণ্ঠন-ব্যবস্থা, বহুবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদে সহজসাধ্য হওয়ারই স্বাভাবিক পরিণতি। মূইরও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইন্দো-জার্মান জাতিসমূহ যে সমস্যা সমাধানের জন্যে বেশ্যাবৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে বাধ্য হয়েছে, বহুবিবাহ সে সমস্যারই ইসলামী সমাধান। প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় নারী-জাতির একটা অংশ একেবারেই অধঃপাতে যাচ্ছে, আর শেষোক্ত ব্যবস্থা সমগ্র নারী-জাতিই অংশতঃ অধঃপতিত হচ্ছে। পর্দা ও অবগুণ্ঠন-ব্যবস্থা দ্বারা যদি নারী-সমাজের স্বাধীনতা কিয়ৎপরিমাণেও ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে, হযরত (স) অপরদিক দিয়ে আইনগতভাবেই উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সম্পত্তির অধিকারিণীও করে দিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী প্রাচীন ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ধরনের সুবিধার সম্ভাবনা অনিশ্চিত ছিল।"

উক্ত অভিমতের সাথে আমরা যে সম্পূর্ণ একমত, তা' নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় চার স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সঙ্গে কতকগুলো কঠোর শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এসব শর্ত সঠিকভাবে পালনে মুসলমানদের শৈথিল্যের জন্যেই খ্রীস্টীয় সমালোচকগণ এ ব্যাপারে ইসলামের উপর কলংকারোপের সুযোগ পেয়েছেন। বহুবিবাহ সম্পর্কে ইসলামের শর্তাবলী ইসলামী আইনে এমন একটা স্থিতিস্থাপকতা এনে দিয়েছে–যা' সর্বকালে সর্বদেশে এবং সকল শ্রেণীর মুসলমানদের জন্যে অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধানের জন্যে অত্যাবশ্যক। ইসলাম যে-স্থলে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রীগ্রহণের অনুমতি দিয়েছে মাত্র–আদেশ দেয়নি, খ্রীস্টীয় ধর্মে সেরূপ কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ নেই এবং প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিধি অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ স্ত্রী গ্রহণেও কোনও খ্রীস্টান পুরুষের বাধা নেই। জোর দিয়েই আবার আমরা চলতে চাই যে, এ বিবাহই স্বাভাবিক অবস্থায় ইসলামের

www.nagorikpathagar.org

বিধান এবং যারা বহুবিবাহের সংগে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী অমান্য করে থাকে, তারা নিঃসন্দেহে খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের সেই শ্রেণীর লোকদের মতোই পাপানুষ্ঠান করছে–যারা বাস্তবে গোপনভাবে বহু-স্ত্রী গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। নিজেরা এভাবে পাপের অনুষ্ঠান করে খ্রীস্টাদের আদর্শের অবমাননা করছে যারা, তারা যে কেমন করে বহুবিবাহের প্রশ্নে মুসলমানদের কুৎসা প্রচারে অগ্রসর হয়, সত্যি তা আশ্চর্য! পর্দা-প্রথা ও মেয়েদের অবগুণ্ঠন সম্পর্কে বলা যায় যে, বহুবিবাহ-ব্যবস্থা ও সহজে বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ থেকেই এ প্রথার উদ্ভব হয়েছে, একথা মোটেই সত্যি নয়। প্রকারান্তরে বহু-স্ত্রী কিংবা বহুস্বামী গ্রহণের গোপন ও প্রকাশ্য প্রবণতা রোধ করার জন্যে ইসলামী বিবাহ-বিচ্ছেদব্যবস্থার অপব্যবহারের সুযোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই এ পর্দা ও অবগুণ্ঠন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যে সমাজ তার রচিত আনন্দবাগে 'নিষিদ্ধ ফল' নিয়ে আনন্দোল্লাসে সতত মত্ত, যারা নারীর বুক-খোলা জামা, খাটো ঘাগড়া, স্বচ্ছ মোজা এবং দেহের প্রতিটি ভাঁজ ফুটিয়ে তোলার মত আঁটসাঁট গাত্রাবরণ থেকে উত্তেজনার সন্ধান করে এসেছে, অধিকন্তু যে সমাজের লোকেরা নানাপ্রকার অর্ধনগ্ন নৃত্যের ভেতর দিয়ে তাদের কুরুচিপূর্ণ ক্ষুধা-নিবৃত্তিতে সতত চেষ্টিত, দৈনন্দিন জীবনে নারীপুরুষকে স্বতন্ত্র রাখার ব্যবস্থায় তাদের যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে বলতে হয়, নারীদের অবাধ গতিবিধির স্বাধীনতা এটা কতকাংশে খর্ব করলেও তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দানের চেষ্টা একমাত্র ইসলামই করেছে এবং আমাদের বিশ্বাস, ইসলামের এ ব্যবস্থারই কল্যাণে একদিন ইউরোপ-আমেরিকার নারীসমাজও পুরুষের তৈরি আইন ও রীতিনীতির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। বিবাহ-বন্ধন ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত ইসলামী আইনের প্রতি খ্রীস্টান ইউরোপ যতই ব্যংগ-বিদ্রূপ করুক না কেন, এ পরিষ্কারই বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষের তৈরি যেসব আইন-কানুনকে তারা আল্লাহর আইনের স্থলাভিষিক্ত করেছে, সেসব আইনের ব্যাপারে তারা নিজেরাই এখন আর পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। মিঃ হিউবার্ট ওয়েল্‌স্‌ ও ভিক্টোরিয়া ক্রসের উপন্যাসগুলো এবং ইংল্যাণ্ডের বিবাহ-বিচ্ছেদ কমিশনের কার্যবিবরণী পাঠ করলে বুঝা যায় যে, আধুনিক বিলাতী সমাজের অবাস্তব ও কঠোর রীতিনীতির বিরুদ্ধে ক্রমেই বিদ্রোহের ভাব তীব্রতর হয়ে উঠছে। তা'ছাড়া, মিঃ আলফ্রেড্‌ সার্টোর নাটক, 'রীটার' প্রবন্ধাবলী ও ফাদার বার্নার্ড ভগ্‌হানের উপদেশবাণী থেকে নারীসমাজের সামাজিক স্বাধীনতার অপর দিকের ছবিও পাওয়া যায়। প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে,

www.nagorikpathagar.org

কবি মিল্টনের সময় ইংরেজদের বিশ্বাস আর নৈতিকতার মান যা' ছিল, আজ আর তা নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যাণ্ডে ধর্মীয় সংস্কার ও রেনেসাঁ-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম পুষ্পরূপেই বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন কবি মিল্টন এবং সে সময়েই ক্রমওয়েলের উদ্ভব হয় আল্লাহ্‌র সেবক ও বৃটিশ স্বাধীনতার রক্ষকরূপে। কিন্তু শীঘ্রই পূর্বাবস্থা আবার ফিরে আসে এবং সাহিত্য ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অধঃপতনের ধারা যেভাবে নেমে আসে, তার চেয়েও দ্রুতগতিতে নেমে আসে নৈতিক পতনের ধারা। ১৬৮৮ সালের বিপ্লবের ফলে বৃটিশ-স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরো এক শতাব্দীরও বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় এবং এ বিপ্লবের দ্বারা গোঁড়া-মতবাদী ইংল্যাণ্ডে নৈতিকতার পুনরুদ্ধার মোটেই সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। আধুনিককালের ইংল্যাণ্ডে একমাত্র আশার আলো দেখা যাচ্ছে যে, মদ্যপানের ব্যয়টা সেখানে সামান্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু কোনরূপ বিরুদ্ধতার মনোভাব পোষণ না করে শুধুমাত্র নৈতিকতার খাতিরে অতি দুঃখের সংগেই আমাদের বলতে হচ্ছে, নৈতিকতার অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউরোপের দেশগুলো কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু এ অভিমতরই সমর্থন করে যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের সভ্য জাতিগুলোর জীবন যেহেতু খ্রীস্টীয় মতবাদের ধারায় অভিষিক্ত, সেজন্যে তাদের নৈতিকতার জয়গান গাওয়াই উচিত। কিন্তু তবু, নানা দিক দিয়ে ক্রমেই এরূপ লক্ষণও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, ইউরোপীয় সমাজের বেপথু তরী ভাসতে ভাসতে কূলের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। যদি এ অবস্থা অব্যাহত থাকে, তা'হলে উচ্চতর নৈতিকতার অধিবক্তা হিসেবে ইসলাম খ্রীস্টীয় জগতে আতংক বা হতাশা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে, তা নিশ্চিত। যদিও বলা হচ্ছে, ইসলাম ইউরোপে শুধুমাত্র 'ঔৎসুক্য, আগ্রহ ও সহানুভূতি' জাগ্রত করছে; কিন্তু কার্যতঃ বুঝা যাচ্ছে রাজনৈতিকভাবে এটা প্রকৃতপক্ষে আতংকও সৃষ্টি করেছে। *এ হেন আতংক নিঃসন্দেহে পরাজিতসুলভ মানসিকতা থেকেও উদ্ভূত হতে পারে।

টীকা: এ আতঙ্ক থেকেই যে মার্কিনি সাথে জোট বদ্ধ হয়ে ইতপূর্বে ১৯৬৭ সারে মিশরে এবং ইদানিং আফগানিস্তান ও ইরাকে বৃটিশ বাহিনী অমানবিক হামলা-দখল ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, তাতেই এ দিবলোকের মত স্পষ্ট। – সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতামত প্রকাশের পূর্বে ইউরোপীয়দের আশংকা নিয়েই আমরা আলোচনা করব। এ সম্পর্কে গোড়াতেই বলা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র প্যান-ইসলাম জুজুর ভয়েই ইউরোপ সন্ত্রস্ত নয়! ক্ষুদ্রাকার জাপানের সাফল্য এবং তার সাথেসাথেই চীনের নিদ্রিত দৈত্যের দুর্বলতার আবস্থা[২] দৃষ্টে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেশ ভাবনারই সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া কোথাও কোন নিগ্রো বা কাফ্রী কর্তৃক কোন প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান হলে, অথবা কোন কৃষ্ণাংগ যদি কোথাও কোন শ্বেতাংগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তা'হলে সাম্রাজ্যবাদী মহলে দস্তুরমতো হৈ-চৈ জেগে উঠতেও দেখা যায়। 'পীত-বিপদ' ও 'কৃষ্ণ-বিপদের' কথা ইউরোপীয়দের মুখ থেকে বরাবরই শোনা গিয়েছে। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের এ ধরনের 'মৃত্যুর পূর্বেই শোক-প্রকাশের' মানসিকতা দেখে এশিয়া-আফ্রিকার লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই মনে করতে পারে যে, পীত বা কৃষ্ণ-বিপদের চেয়ে সাদা-বিপদের আশংকাই বরং বেশী।

প্যান্-ইসলাম মতবাদ বা ইসলামের বিদ্রোহই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়। ইসলামী রাজ্যগুলো আজ অতি সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। ইসলাম জগতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মরক্কো ইউরোপীয়দের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ার মতো আবস্থায় নিপতিত, আর আফ্রিকাস্থ মুসলিম সাম্রাজ্যের শেষ অংশস্বরূপ যে ত্রিপোলী, তাকে অনুরূপভাবেই অধীনস্থ করার জন্যে ইটালী বিশেষ চেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। এশিয়ার আসন্ন বিপদের সম্মুখীন পারস্য দেশ ভাগাভাগি হয়ে ইউরোপীয়দের কুক্ষিগত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল এবং যদিও বর্তমানে এ বিপদ অনেকাংশে কেটে গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে, তথাপি এ দেশ ইউরোপীয়দের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ার আশংকা এখনো তিরোহিত হয়নি। মিঃ গ্লাডস্টোন তুর্কীকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে একেবারে বাগদাদে প্রেরণ করার সিদ্ধান্তই করেছিলেন এবং জার্মানীর যখন 'আকাশের নীচে মাথা-গুজার মতো একটুখানিক ঠাঁই' দরকার তখন এশিয়া-মাইনর শেষ পর্যন্ত জার্মানীকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হতে পারে। তারপর মিঃ হোগার্থের কথা যদি সত্যি হয়, তা'হলে খাস আরব রাষ্ট্র খ্রীস্টান শাসনের আওতায় আসা বিচিত্র নয়। ওদিকে খাস্ ইউরোপের অবস্থাও বেশ গোলমেলে; কখন যে কী হয় বলা যায় না। এরূপ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম জাহানের সর্বত্র যে অস্বস্তির ভাব জেগে উঠবে,

---

[২] মওলানা মুহাম্মদ আলী যে সময়ে এ প্রবন্ধ রচনা করেন, চীন তখন আফিং -এর মৌতাতে অচেতন হয়ে পড়েছিল, তার নব-জাগরণের কোন লক্ষণই তখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। -অনুবাদক

www.nagorikpathagar.org

তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কিন্তু তবু ইসলামের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে কোথাও তো মুসলমানদের হাত নেই। এ সম্পর্কে নাটালের একখানা দৈনিক-পত্রে দু'টো সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছে। একটি প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকা বলেছেন :

"সপ্তম শতক থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়ে মুসলমানদের রণশক্তি পাশ্চাত্যকে যেভাবে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, ইউরোপ আজ স্থির-নিশ্চিতভাবেই এশিয়ায় তার প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে এসেছে। .... এসব ঘটনা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, বিংশ শতাব্দীর এ দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে সংঘটিত এসব ব্যাপার কতটা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর আফ্রিকা থেকে ইসলামী শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রচেষ্টায়ই ইউরোপ মত্ত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তুর্কীদের অগ্রগতি রোধ করার পর থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ থেকেও মুসলিম–আধিপত্য ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট করার ব্যবস্থাই খ্রীস্টান ইউরোপ অবলম্বন করেছিল। এক্ষণে পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের একটি অংশকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে প্রকারান্তরে তুর্কী সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন ও পরিণামে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায়ই তারা ব্রতী হয়েছে। প্রাচ্যের আগেকার আক্রমণ কেবল প্রতিহত করেই পাশ্চাত্য ক্ষান্ত হয়নি, বরং আজ তারা প্রাচ্যের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাতেই অগ্রসর হয়েছে। মরক্কো, ত্রিপোলী ও পারস্যে আজ যা-কিছু ঘটছে, বিশ্বপরিস্থিতিতে তার গুরুত্ব কতটুকু, বিশেষভাবেই তা' ভেবে দেখা দরকার।"

ভারতে 'পাইওনিয়ার' পত্রিকাও অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করেন:

"সকল অঞ্চলেই মুসলমাদের স্বাধীন রাজ্যগুলোকে চাপ দিয়ে বিপন্ন করা হচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও কোন স্বধীন মুসলমান রাজ্যের অস্তিত্ব ভবিষ্যতে থাকবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে।"

প্রকৃত অবস্থা যেস্থলে এরূপ, সেরূপ ক্ষেত্রে প্যান্-ইসলাম আন্দোলনকে আক্রমণাত্মক অবস্থা না বলে বরং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু অধ্যাপক মার্গোলিয়ূথ্ 'আত্মরক্ষা' ও 'আক্রমণ' এ দু'য়ের পার্থক্য স্বীকার করতে রাজী নন। তিনি বলেছেন:

"এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় শাসকের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক চিন্তাধারা এবং ত্রিশ কোটি মুসলমানের আত্মরক্ষামূলক মৈত্রীর ফলেই প্যান্-ইসলাম মতবাদের 'অপচ্ছায়া' বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে আশংকা প্রকাশকারীদের ধারণা যে সত্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

www.nagorikpathagar.org

এর অন্তর্নিহিত প্রেরণা সফল হবে অথবা হবে না সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, এ হেন প্রেরণার সত্যতা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।"

এ 'অপচ্ছায়াকে' আক্রমণাত্মক বলে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, সে সম্বন্ধে মিঃ আমীর আলী বলেছেন 'ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইউরোপই এ আন্দোলনকে আক্রমণাত্মকরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। এ বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক সংগে সংগে অবশ্য এ কথাও বলেছেন 'মুসলমানেরা আপদে-বিপদে পরস্পরের প্রতি বুদ্ধিমত্তার সংগে যে সহানুভূতির পরিচয় দিয়ে আসছে, এ হেন সহানুভূতির তারিফ তাদের করতেই হবে-যাদের মধ্যে কণামাত্রও মনুষ্যত্বের সমাবেশ রয়েছে।' এ-ই যদি প্যান-ইসলাম আন্দোলন হয়ে থাকে এবং এর মধ্যেই যদি অঘটনের প্রেরণা আবিষ্কার করে ইউরোপ আতংকিত হয়ে উঠে তা'হলে বলতে হবে-নিজেদের সৃষ্ট দৈত্যের ভয়েই খ্রীস্টান ইউরোপের এ অযথা আতংক।

মিঃ আমীর আলী আরো মন্তব্য করেছেন 'ভারতে কোন মুসলমানই বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে আনুগত্যহীন হওয়ার কথা চিন্তাও করে না।' তুর্কীর বিরুদ্ধে গ্রীসের অহেতুক যুদ্ধের পরিনামে তুরস্ক বিজয়ী হলেও সে বিজয়ের সুযোগ -সুবিধা থেকে যখন অতি নির্মমভাবে তাকে বঞ্চিত করা হলো এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের গোলযোগ সৃষ্টিকারী উপজাতীয়দের মধ্যে যখন উত্তেজনা জেগে উঠল, সে সময়েও মুসলমান সৈনিকগণ–এদের মধ্যে অনেক পাঠানও রয়েছে রাজা ও দেশের জন্যে তাদের স্বধর্মীয়দের বিরুদ্ধে বীরত্বের সংগে সংগ্রাম করেছিল। লর্ড এলইগনকে তখন বাধ্য হযে মন্তব্য করতে হয়েছিলঃ 'মহারাণীর মুসলমান প্রজা ও সৈনিকদের আনুগত্য ও বীরত্বের প্রমাণ এসব অবাঞ্ছিত গোলযোগের সময় নতুন করে পাওয়া গিয়েছে এবং আগেও এর প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি।'।

এমন কি পাইওনিয়ার পত্রিকাও এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন:

"তুর্কী সাম্রাজ্যের কোথাও কোন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি দেখা দিলে বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোতে সহানুভতিসূচক উত্তেজনা জেগে উঠতে অতীতে দেখা গিয়েছে। ফরাসীরা আলজিরিয়ার এবং বৃটিশেরা ভারতে ও তাদের আফ্রিকাস্থ উপনিবেশগুলোতে মুসলমানদের এ মনোভাবের প্রমাণ পেয়েছে। এ উভয় শক্তিই স্ব-স্ব মুসলমান প্রজাদের এহেন মনোভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেনি। আজকালও অবশ্য এ ধরনের সহানুভূতিসূচক উদ্বেগের বিকাশ দেখা

www.nagorikpathagar.org

যায়, কিন্তু আলজিরিয়া বা ভারত কোন স্থানেই এ নিয়ে রাজনৈতিক অশান্তি-উপদ্রব সংঘটিত হতে আর দেখা যাায় না।"

দায়িত্বসম্পন্ন ও স্থিরমস্তিষ্কবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিই সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমানের কার্যকলাপ নিয়ে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য যা-তা মন্তব্য প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই অগ্রসর হবেন না। কিন্তু ভারতীয় মুসলিম সমাজকে আমরা যতদূর জানি, তার উপর নির্ভর করে একথা সহজেই বলা যায় যে, এখানকার বৃটিশ শাসকদের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব পুরোপুরিভাবে নির্ভর করবে এদেশে তাদের প্রতি শাসকদের আচরণের উপরই। স্যার সৈয়দ আহমদ খানও বহু বছর আগে এরূপ অভিমতই প্রকাশ করে গিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত শাসক-জাতি অতীতের মতোই মুসলমানদের শান্তিতে বাস করতে"দেবেন এবং তাদের আত্মিক মুক্তি ও বৈষয়িক উন্নতির সুযোগসুবিধা অব্যাহতভাবে প্রদান করতে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানগণ রাজানুগত্যের এক বিরাট শক্তিরূপেই যে বিরাজ করবে, এতে কোন সন্দেহই নেই। সিপাহী-বিপ্লবের পরে স্যার সৈয়দ আহমদ খান একবার মিশরে গিয়ে বসবাস করার সংকল্প করে ছিলেন। কিন্তু পরে মত পরিবর্তন করে অন্যান্য মুসলমানের সংগে দুঃখকষ্টের সমভাগী হিসেবে এদেশে বাস করেই স্বধর্মীয়দের অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টায় ব্রতী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তের সুফল আজ আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, আজ আর কোন মুসলমানই তুরস্ক বা অন্য কোন মুসলিম দেশে হিজরত করার কল্পনাও করবেন না। কারণ, ভারতীয় মুসলামাদের সঠিক আবাস-স্থল ভারত ছাড়া কোথাও হতে পারে না এবং পঞ্চাশ বছর আগে যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে আজিকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর সম্ভাবনাই তাদের সম্মুখে বিরাজ করছে। আমরা বিনা-দ্বিধায় একথাও বলতে পারি যে, ভবিষ্যতের অধিকতর আশার আলোকই আমরা আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

এক সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও থিওডোর বেক্ -এর স্বপ্ন এ ছিল যে, আলীগড় হবে হবে প্রগতিকামী কর্মীদের সূতিকাগার এবং এখান থেকে উদ্ভূত কর্মীরাই অন্যান্য দেশেও তাদের স্বধর্মীয়দের জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হবে। যদিও আলীগড় আজো এ স্বপ্নকে পরিপূর্ণভাবে সফল করে তুলতে পারেনি, তথাপি ভবিষ্যতে যে এ স্বপ্নের রূপায়ণ সম্ভবপর হবে না এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি সাধনের জন্যে অন্য দেশ থেকে

www.nagorikpathagar.org

আনওয়ার বে[৩] বা অনুরূপ কর্মীদের আমদানী করার চেয়ে আলীগড়ের কর্মীরাই যদি তাদের প্রগতির প্রচেষ্টা নিয়ে অন্য দেশে অভিযান করতে পারে, তা হলে তা দেশের শাসকদের পক্ষেও হবে বেশ ভালো ব্যবস্থা।

'পাইওনিয়ার' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এমন কতকগুলো কথাও বলা হয়েছে, যার প্রতিবাদ না করে পারা যায় না। বলা হয়েছে:

"বহু শতাব্দী যাবৎ ইসলামের মাত্র একটা রূপেরই পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিজয়ের ধর্ম হিসেবে রাজনৈতিক আধিপত্যের সংগেও এ ধর্ম নিজকে অংগাংগিভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল। মুসলমানদের ধর্ম এ শিক্ষাই তাদের দিয়েছে যে, বিরুদ্ধবাদী দেশকে হয় পদানত করতে হবে, নতুবা সে দেশ ত্যাগ করে যাওয়াই ভালো।............ ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের মধ্যে অন্য একটা রূপও বিকশিত হয়ে উঠেছে। নিজেদের নৈতিক প্রভাবের বিস্তৃতির ব্যাপারে তারা বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং যে দেশের নাগরিক তারা সে-দেশের রাজনীতিতেও কতকটা অধিকার পাওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে আগ্রহ জেগে উঠে। খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভাববাদীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ধারণা যেমন ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে গিয়েছে, তেমনি শিক্ষিত মুসলমানগণও বুঝতে পেরেছেন যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাও বাস্তবায়িত করা দুঃসাধ্য। গঠনতান্ত্রিক পন্থায় নিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী ধর্মীয় মতবাদ-নির্বিশেষে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংগে সমান নাগরিক-অধিকার ভোগ করার ব্যবস্থায় ক্রমেই তাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠছেন। কিন্তু তবু, স্বর্গীয় ধর্ম-রাষ্ট্রের ধারণা একেবারে বিসর্জন দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। কারণ, আল-কুরআনের মতবাদ পুরোপুরিভাবে এ ধারণার রঙেই অনুরঞ্জিত। কিন্তু খ্রীস্টানদের মতোই মুসলমানগণও শেষ পর্যন্ত তাদের পরিবেশের কঠোর বাস্তবতার সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন এবং এ জন্যেই ধর্ম-নিরপেক্ষ আধুনিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয় এমন নাগরিক অধিকারের নীতিতে তাঁরা অতি দ্রুত দীক্ষিত হয়ে পড়েছেন।

এসব কথা দ্বারা 'পাইওনিয়ার' যদি বুঝাতে চেয়ে থাকেন যে, অমুসলমান শাসকদের প্রতি ইসলাম যে শান্তিপূর্ণ অনুগত্যের মৌলিক শিক্ষা প্রচার করেছে, আধুনিক মুসলিম সমাজ সে শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তা'হলে বলতে হবে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে ইসলাম কোনদিনই রাজনৈতিক প্রভুত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল না। পার্থিব প্রভুত্বকে ধর্মের অনুগামী

[৩] নব্য তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধনতা -জেহাদের বীর সেনানী গাজী আনওয়ার পাশা। - অনুবাদক।

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থারূপেই সকল সময়ে বিবেচনা করা হয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই বহু শতাব্দী যাবৎ ইসলাম 'বিজয়ী' ধর্ম'রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বটে, কিন্তু এ প্রসংগে বিরাট চীন সাম্রাজ্যের কথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না। চীনদেশে কমপক্ষে চার কোটি মুসলমানের বাস। চীনা ও মাঞ্চু শাসকদের অধীনে অনুগতভাবে বাস করেই এ বিরাট মুসলিম সমাজ নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করেছে যুগে যুগে। কোনও রাজকীয় শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় চীনে ইসলামের প্রতিষ্ঠা হয়নি, বরং ক্ষুদ্র এক বীজ থেকেই ক্রমে ক্রমে বিরাট মহীরূহ রূপে ইসলাম চীনদেশে আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, মু .লমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা যেখানে রয়েছে, এমন কোন দেশকেই ইসলাম 'বিরুদ্ধবাদী' বলে মনে করে না।'

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিজয়াভিযানের সাথে সাথে যেভাবে সে সব দেশের ব্যবসাবাণিজ্যও বিজিত দেশে বিস্তার লাভ করেছে, ইসলামী শাসনযুগে তার চেয়েও অনেক বেশী স্বাভাবিকভাবে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস বিজয়-পতাকার অনুসরণ করেছিল। ধর্মপ্রচারের অধিকার সম্পর্কে এরূপ সুনিশ্চিত রক্ষাকবচকে মুসলমানগণ কিছুতেই অবহেলা করতে পারে না। তা ছাড়া, নিজেদের অতীত ইতিহাস ও ইহুদীদের পরিণতির কথা তাদের চোখের সামনেই মওজুদ রয়েছে। এর পরও তারা কেমন করে বিশ্বাস করবে যে, শাসনক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়ার পরও বিনাবাধায় ধর্মীয় প্রচারকার্য চালানো সম্ভবপর? স্পেনে মুরদের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় মন্‌রো-মতবাদের বিরুদ্ধে যে অব্যাহত আন্দোলন চলছে, তা' দেখেও কি একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না যে, 'ধ্বংসাত্মক নৈতিকতার' আদর্শপ্রচারের অপবাদ দিয়ে কুরআনের প্রচার রোধ হবে না। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের খুব বেশী দূর যেতে হবে না। বৃটিশ সরকারের পক্ষপুটে আশ্রিত অনেক হিন্দু সামন্ত-রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মাচরণের ব্যাপারেও যে মুসলমানদের নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা কি সে সব কথা জানেন না? গো-কোরবাণীর কথা এ প্রসংগে উল্লেখ না করলেও চলতে পারে। কোনও হিন্দুরাজ্যে এ হেন কোরবানীর সুযোগ তো নেই-ই, এমন কি বৃটিশ-ভারতে পর্যন্ত এ নিয়ে সময় সময় মুসলমানদের যে বহু হয়রানী সহ্য করতে হয়, মীরাটের এক সাম্প্রতিক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার জবাইকৃত পশুটিকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয় এবং যারা এ ব্যাপারের

www.nagorikpathagar.org

সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, এক ফৌজদারী মামলায় ফেলে তাদেরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নাজেহাল করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্মুক্তদ্বার-নীতি কার্যকরীকরণের মতোই 'গঠনতান্ত্রিক নিরপেক্ষ নীতি' কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যে সময়ে ইউরোপের সবগুলো বড় বড় রাষ্ট্র অস্ত্রের সাহায্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠার নীতি অবলম্বন করে পরস্পরের মধ্যে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে এবং যে সময় প্রতিশোধ গ্রহণকেই আত্মরক্ষার একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা বলে মনে করা হচ্ছে এমন দিনেও মুসলমানেরা এ দুনিয়ার সকল সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র আখেরাতের আশায় নিশ্চিত হয়ে বসে থাকবে, এরূপ আশা কেমন করে করা যায়!

অধ্যাপক মার্গোলিয়ূথের নিজস্ব অভিমত অনুযায়ী ব্যবস্থাই যদি অবলম্বিত হতো, তা' হলে এ বিশ্বে ইসলামের পরমায়ু যে স্বল্পস্থায়ী হতো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। মক্কা থেকে হিজরত করার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স) যে সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, সে সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে অধ্যাপক মহোদয়ের রচিত হযরতের জীবনীতে বলা হয়েছে:

> "মক্কাবাসীরা এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করল–যা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিরুপদ্রব। মুসলমানগণ যাতে কা'বার ধারেকাছেও যেতে না পারে, তারা সেরূপ ব্যবস্থাই করল। যখন তারা সেখানে আগমন করত, তাদের প্রার্থনায় কঠোরভাবে বাধা প্রদান করা হতো।"

ইসলামের অন্যতম উপদেষ্টা স্যার হ্যারি জনস্টন বলেছেন-'কোন সভ্য নর-নারী ধর্মীয় নির্যাতনের কোনরূপ ধারণার পুরুজ্জীবন অথবা তার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে না।' এ উক্তির সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যেসব ইউরোপীয় শক্তি মুসলিম-প্রধান দেশসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, তাদের মধ্যে কেউই বহুবিবাহ নিষেধ করে কিংবা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে বাধা সৃষ্টি করে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের অনুষ্ঠান করেনি।' স্যার হ্যারি জনস্টনের এসব উক্তির পরও প্রশ্ন করা চলে যে, বিভিন্ন দেশের মুসলমানের মধ্যে আত্মরক্ষামূলক যে মৈত্রী গড়ে উঠেছে, তার অস্তিত্ব যদি না থাকত, তা হলে তাদের ধর্মীয় নিরাপত্তার অপর কোন রক্ষাকবচ থাকত কি? যেসব ধর্ম বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নির্দয় ও মনুষ্যত্বের বিকাশের পরিপন্থী বলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে, স্যার হ্যারি সে সম্বন্ধে যে, অস্পষ্ট আপত্তি উত্থাপন করেছেন, ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানের

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে কিছুতেই তা' প্রযুক্ত হতে পারে না। অবশ্য একথা ঠিক যে, ইউরোপের নিয়ত পরিবর্তনশীল ফ্যাশনের মধ্যে ইসলামের এসব ব্যবস্থার সমর্থন পাওয়া যায় না। স্যার হ্যারির মতে –'খ্রীস্টান ও ইহুদীদের ধর্মের যেসব বিশ্বাস যুগের পরিবর্তন এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে মানুষের দৃষ্টিভংগির প্রসারতার সহিত খাপ খাচ্ছে না বলে মনে হয়েছে, সেসব প্রতিবন্ধকতা পরিহার করার ব্যবস্থা এ উভয় সমাজই কোন-না কোন ভাবে করে নিয়েছে।' কিন্তু মানুষের দৃষ্টিভংগি যেরূপই হোক না কেন, অথবা বিজ্ঞানের যত তথ্যই তাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠুক না কেন, ইসলাম কখনো এরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসেনি। প্রকৃতপক্ষে, লোকের দৃষ্টিভংগি ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবর্তন এত দ্রুত সাধিত হচ্ছে যে, এ দু'য়ের সহিত সংগতি রক্ষা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। মুসলমান আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে। নিজেদের অপরিবর্তনীয় ও দৃঢ় দৃষ্টিভংগির উপরই তারা নির্ভর করে এবং ধর্মের আদেশ-নিষেধের আলোকেই তারা নির্দেশাবলী সর্বকালের উপযোগী ও পাষাণসদৃশ সুদৃঢ় যুক্তির ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

খ্রীস্টীয় জগৎ তাদের ধর্মে পরিষ্কারভাবেই বিভেদের সুযোগ করে দিয়েছে এবং সেন্ট-পলের শিক্ষার গুণে নৈতিকতার বিরোধী যে মতবাদ বহুপূর্বেই বর্জিত হয়েছে, তার প্রতিবন্ধকতাকে পর্যন্ত পরিহার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অনেকে মনে করেন যে, কবি রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং তাঁর উদ্দীপনাময়ী কবিতার মাধ্যমে আধুনিক খ্রীস্টীয় জগতের আত্মার বাণীই প্রচার করেছেন। কিন্তু একজন ইউরোপীয় খ্রীস্টানই আবার তাঁকে তিন ভাগ বিধর্মী ও এক ভাগ-খ্রীস্টান, এ বিশেষণেও বিশেষিত করেছেন। যে স্থলে কিপলিং-এর সাম্রাজ্যবাদ আর স্যার হ্যারি জনস্টনের আন্তঃখ্রীস্টীয় মতবাদ বিশ্বের একমাত্র নিয়ামক হবে, সেরূপ স্থলে যে কুরআনকে স্যার হ্যারি 'পুরাতন নিয়মের বাইবেলের এক ধরনের নিকৃষ্ট অনুকরণ বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি', সে কুরআনের আর কি আশা থাকতে পারে! তারপর জিজ্ঞাস্য, ইউরোপীয় নৈতিকতার এ অধিবক্তা যে ধর্মকে 'কামাচারী মানুষের জন্য তের শো বছর ধরে বহুবিবাহের সনদ ও অবাধ ইন্দ্রিয়পরতার সুযোগ দানের' অভিযোগে অভিযুক্ত করতেও কুণ্ঠিত হননি, সে ধর্মের প্রতি খ্রীস্টীয় জগতের কাছ থেকে কোনরূপ সহনশীলতাই কি আশা করা যায়? এ লেখকই যখন ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অবাধে বলতে পেরেছেনে যে এ ধর্ম হচ্ছে- 'সপ্তম শতাব্দীর এক নিরক্ষর' অশিক্ষিত, দস্যু-

www.nagorikpathagar.org

মরমীর সংকীর্ণ মানসিকতার অসহনীয় ঝাঝরি বিশেষ', তখন খ্রীস্টানদের হাতে ইসলামের কী ভবিষ্যৎ আশা করা যেতে পারে, তা' সহজেই অনুমেয়।

খ্রীস্টান লেখকের রচিত হযরত মুহাম্মদ (স) এর যতগুলো জীবনীগ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে মার্গোলিয়ূথের বইখানা হচ্ছে হীনতম রচনা । এ গ্রন্থে লেখক এ কথাই প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, দস্যুতাই ছিল নবী জীবনের প্রধান ব্রত এবং মরমীবাদ ইচ্ছে তাঁর চরিত্রের একটি অপ্রধান অংশমাত্র। এ ধরনের নিজস্ব গবেষণার দ্বারাই সম্ভবত 'দস্যু মরমী' এ বিশেষনটির সৃষ্টি করেছেন লেখক। তিনি বলেছেন 'দরিদ্রদের জীবিকার একটি প্রন্থা ছিলা দস্যুতার অসদুপায়।' এরূপ উক্তির সংগে সংগেই লেখক আরো বলেছেন যে, মক্কাবাসীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে নবী যখন মদীনায় হিজরত করলেন, 'তখনো তিনি মক্কাবাসীদের কাফেলাগুলো লুণ্ঠন করা প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করতেন'। লেখকের মতে, বদরের যুদ্ধ ছিল 'দস্যুদলের লুণ্ঠন-অভিযান' এবং মদিনায় 'নবী একদল দস্যুর নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করেছিলেন।'* স্যার হ্যারি জনস্টনও বলেছেন-'অধিক আহারের দ্বারা যেমন ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, তেমনি মোহাম্মদ দস্যুতার সাফল্যকে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় রূপান্তরিত করার প্রয়াস পান।' এ উক্তির মধ্যেও নবী-চরিত্র সম্পর্কে প্রফেসর মার্গোলিয়ুথ্ -এর যুক্তিরই ছায়া দেখতে পাওয়া যায় অথচ স্যার মার্টিমার ডোরান্ড এ অধ্যাপককেই 'ইসলামের অভিজ্ঞ ব্যাখ্যাতা' বলে অভিহিত করেছেন!

মান . ্তির এক-ষষ্ঠাংশ যে মহাপুরুষকে নিষ্পাপ এবং পূণ্য ও মানবতার আদর্শ বলে বিবেচনা করে , যাঁর সম্পর্কে ত্রিশ কোটি মানুষ দৃঢ়তার সংগে ও একবাক্যে বরতে পারে যে, যে-কোন কষ্টিপাথরের বিচারে তাঁর গৌরব অক্ষুন্ন থাকবে, এমন এক মহা-মানবকে ও যদি 'দস্যু' ও 'দস্যুসম্প্রদায়ের নেতা' বলে মনে করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে ডে, যারা তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে 'লুণ্ঠনবৃত্তি'[ও 'মারমীবাদের' শিক্ষালাভ করেছে, তারা অন্যান্য লুণ্ঠনকারী -বিশেষতঃ সুসভ্য লুটেরা দলকে- বিনা-বাধায় লুটের মাল কেড়ে নেওয়ার সুযোগ দিতে সতি ক্ষুধা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, গত দু'শো বছরের স্বল্পাহারের ফলে সে ক্ষুধা এমনভাবে নিশ্চয়ই কমে যায়নি যে, ভাবী অনাহারের ্ভাবনাটাকেও বিনা-বাক্যেব্যয়েই মেনে নেওয়া হবে।

টীকা: গভীর সমুদ্রগর্ভে জলদস্যুতার জন্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিযুক্ত ক্যাপন্টেন কুক সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে স্বর্ণ বোঝাই স্পেনীয় জাহাজ লুন্ঠন করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না দেয়া পর্যন্ত যে বৃটিশ সরকারের দেউলিয়াত্ব ঘুচেনি এ কথা বোধয় পণ্ডিতপ্রবর বেমালুম ভুলে গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে ইরাক এবং আফগানিস্তানে এখন মার্কিন ও বৃটিশদের অনেক রাষ্ট্রীয় দস্যুতা নিজ চোখে দেখতে পারতেন। – সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

মক্কা-নগরীতে সেকালে হযরত মুহাম্মদ (স) এর সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, পূণ্যভূমিতে পর্যন্ত খ্রীস্টীয় পতাকা উড্ডীন হবে এমন দৃশ্যও কি মুসলমানেরা মেনে নিতে রাজী হবে? ইসলামের মহানবী তাঁর অনুসারীদের একই ধর্মীয় পতাকার তলে সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং বংশগত বন্ধনের চেয়েও মুসলমানদের এ ধর্মীয় বন্ধন অধিকতর স্থায়ী-মুসলমানদের তথাকথিত 'বন্ধু' মার্গোলিয়ুথই এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এক্ষণে প্রশ্ন করা যেতে পারে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীর মতোই ইসলামী ভ্রতৃত্বের বাণীও কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশংকা করা যায়?

আমাদের মনে হয়, ইসলাম ও প্যান্‌-ইসলাম মতবাদ বস্তুত একই জিনিস এবং এটা আদৌ আক্রমণাত্মক বা উস্কানিমূলক নয়। ইউরোপ ও খ্রীস্টীয় জগত মুসলমানদের উপর নানাস্থানে যেসব নির্যাতনমূলক কার্যের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে, শান্তিপ্রিয় মুসলমানেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরবে তা সহ্য করে নিচ্ছে দেখে যাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন, সম্ভবত তাঁরা মনে করেন যে, মানবস্বভাব খ্রীস্টীয় জগতে যেরূপ, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতের বেলায় আমরা বলতে পারি যে, নিষ্ক্রিয় আনুগত্যে আমাদের কোন বিশ্বাস নেই। যে নৃপতি সমভাবে সাত কোটি[৪] ভারতীয় মুসলমান এবং গ্রেটবৃটেন ও আয়াল্যান্ডের সাড়ে চার কোটি খ্রীস্টানের সার্বভৌম অধিপতিরূপে বিবেচিত হবেন, তাঁর প্রতি কার্যকরী আনুগত্য প্রদর্শনেরই পক্ষপাতী আমরা। এহেন আনুগত্য কেবলমাত্র যুক্তির ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে-অন্য কোনভাবে নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৃটিশ রাজনীতিকদের মানসিকতা এভাবে বিপথগামী হয়েছে যে, তাদের নির্বিচার কার্যের ফলে কেবল অনিষ্টই ডেকে আনা হচ্ছে। আমরা কিন্তু দৃঢ়-প্রত্যয়ী আশাবাদী এবং বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। ইসলামের বাণী এ পর্যন্ত মাত্র আংশিকভাবেই প্রচারিত হয়েছে এবং এ জন্যই হতাশার কালোমেঘের কোলেও আমরা আশার রূপালী আলোকচ্ছটার আভাস দেখতে পাচ্ছি।

ভবিষ্যতের এই যে আশার বাণী আমরা উচ্চারণ করলাম, তার কথা ভাবতে গেলে আর একটি বিষয়েও স্বভাবতই আলোচনা করতে হয়। ইহলোক

---

[৪] এ প্রবন্ধ রচনার সময় মুসলমানদের সংখ্যা সাত কোটি ছিল, বর্তমানে যা প্রায় পঞ্চাশ কোটি।

– সম্পাদক।

www.nagorikpathagar.org

ও পরলোকের মধ্যে কিংবা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারের মধ্যে ইসলাম কোনদিনই চুল পরিমাণ ব্যবধান সৃষ্টি করেনি। মুসলমান তার মোনাজাতে একই সঙ্গে ইহকাল ও পরকালের প্রার্থনা করে থাকে। প্রত্যেক মুসলমানই ইসলামের প্রচারক, অন্ততঃপক্ষে ইচ্ছা করলেই তারা এ প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। অনুরূপভাবেই ইসলাম-প্রচারকের কর্তব্য পালনের জন্য কোনও মুসলিম শাসককে বুদ্ধের মতো সংসার ত্যাগ করতে হয় না। মুসলমানী মতে ইসলামের আধ্যাত্মিক নীতিগুলো যথাযথভাবে পালন করলেই পারলৌকিক মুক্তির সাথে ঐহিক কল্যাণও সাধিত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, পার্থিব ক্ষমতা হারালে মুসলমানের পুণ্যার্জনের পথ স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, আবার তার আধ্যাত্মিক উন্নতিও নিশ্চিতভাবেই পার্থিব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দেয়। ইসলামী বিশ্বাসের এ দিকটার প্রতি আমাদের 'বন্ধু' ও 'উপদেষ্টাদের' নজর সম্ভবত পড়েনি এবং এ জন্যই তাঁরা মুসলমানদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশ্চয়তা বিধানের কথা বলে তাদের মোহগ্রস্থ রাখার চেষ্টা করেছেন। আধ্যাত্মিক সুশীতল শরবত সম্বন্ধে বলা যায় যে, যারা এই শরবত বিতরণ করতে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরা নিজেদের সেই মুক্তিদাতার অনুসারী বলেপরিচিত করছেন-যিনি ঘোষণা করে গেছেন যে, এ দুনিয়ার রাজত্ব তাঁর জন্য নয়।

মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই যে, দীন-দুনিয়ার মালিক যে আল্লাহ্র অনুগ্রহে ইসলাম এতদিন পর্যন্ত দুশমণদের মোকাবিলা করে টিকে আছে, সে আল্লাহ্র নির্দেশ যদি তারা সঠিকভাবে পালন করতে পারেন তা'হলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁদের সাহায্য করবেন। ঐহিক পারত্রিক সকল শক্তির মূলাধার যিনি তাঁর কাছ থেকে এহেন শর্তহীন সাহায্যের আশার সঙ্গে কোন পার্থিব শাসকের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য মোটেই খাপ খায় না। আল-কুরআনের মহত্তম একটি সত্যের কথা বিশ্ব মুসলিমের শ্রেষ্ঠতম নেতা অনেকদিন আগে থেকেই আমাদের শুনিয়ে এসেছেন। এই মহাবাণী হচ্ছে: "কোনও জাতির অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহ্ ততদিন করেন না, যতদিন না সেই জাতি নিজে তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে।" অনুবাদে: মরহুম চৌধুরী সামছুর রহমান।

(ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত মাওলানা মুহাম্মদ আলীর রচনা ও বক্তৃতাবলী থেকে উদ্বৃত। মূল রচনাটির শিরোনাম ছিল: ইসলামের ভবিষ্যৎ)

www.nagorikpathagar.org

ইয়াহূদী-নাসারা প্রভাবের কাহিনী

মহানবী ﷺ -এর শিক্ষা ও মতাদর্শ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি নাকি প্রচুর পরিমাণে ইয়াহূদী-নাসারা কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এই অভিযোগের কাহিনী লইয়া বহু লেখালেখি হইয়াছে। এই সকল রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানত দেখাইতে হইবে যে, মহানবী ﷺ পরবর্তী কালে যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কুরআন আসমানী কিতাব নহে—তাহা প্রতিষ্ঠিত করা। আবরাহাম গিয়েগার[১] যিনি একমাত্র তথাকথিত ইয়াহূদী প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তাহার আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখিয়াছিলেন। উইলিয়াম মুইর সম্ভবত প্রথম আধুনিক ঐতিহাসিক যিনি সামগ্রিকভাবে এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়াছেন এবং উহাকে জনপ্রিয় করিতে যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিয়াছেন। তাহার রচনা প্রকাশিত হইবার পর আরও অনেকেই এই বিষয়ে লিখিয়াছেন।[২] বর্তমান আলোচনায় কেবল মুইর, মারগোলিয়থ ও ওয়াট-এর অনুমানসমূহের আলোচনা এবং সারসংক্ষেপ থাকিবে।

এক ঃ অনুমানসমূহের সারসংক্ষেপ

মুইর বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা, মদীনা ও উকায মেলায় ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহাদের নিকট হইতে ইয়াহূদী ও খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে বাণিজ্য সফরে সিরিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান হইতেও ওই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এমনকি শৈশব কালেই তিনি নাকি মদীনায় ইয়াহূদীদের দেখিয়াছেন, 'তাহাদের সিনাগগের কথা, তাহাদের প্রার্থনার কথা শুনিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহভীরু মানুষ হিসাবে সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন'।[৩] খাদীজা (রা)-এর বাণিজ্য কাফেলা লইয়া যখন দ্বিতীয়বার সিরিয়া গমন করেন তখন মহানবী ﷺ -এর সহিত যে নেসতোরিয়াসের সাক্ষাতের 'বাল সুলভ' কাহিনীর কথা বলা হয় মুইর অবশ্য তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তথাপি মুইর বলেন, 'আমরা অবশ্য নিশ্চিত যে, মোহামেট যখনই কোন পাদ্রী অথবা যাজকের দেখা পাইতেন তখন তাহাদের নিকট হইতে সিরিয়ান খৃষ্টানদের উপাসনা পদ্ধতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানিবার সুযোগ হারাইতেন না'।[৪]

উদাহরণ হিসাবে মুইর মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ঃ (ক) বালক অবস্থায় তিনি উকায মেলায় কুস ইব্‌ন সাইদা-এর কথা শুনিয়াছিলেন।[৫] (খ) যায়দ ইব্‌ন হারিছার সঙ্গে পরিচয়। যায়দের পূর্বপুরুষ খৃস্টান ছিল এবং বাল্যকালে তাহাকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা

www.nagorikpathagar.org

হইয়াছিল। তিনি নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট তাহার খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে যাহা জানা ছিল তাহা বলিয়াছিলেন[৬]। (গ) ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফালের সঙ্গে পরিচয়। মুইর এই পরিচয়কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'মুহাম্মাদ ﷺ এক ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছেন এই কথা বলিয়া তাঁহাকে মানসিক তৃপ্তি দিয়াছিলেন'। [৭] মুইর আরও বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের মতপার্থক্য ও বিরোধ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তবে তিনি তাহাদের নিকট হইতেই এক ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা, ঐশ্বরিক বাণী ও কিতাব সম্পর্কে ধারণা এবং আবরাহাম-এর নাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। ইয়াহূদী ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ই আবরাহামকে অত্যন্ত সম্মান করে, যিনি কা'বাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং প্রতিটি আরব গোত্র কা'বাগৃহে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা আবরাহামই সৃষ্টি করিয়াছেন—এই সকল কথা তিনি তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবেন। মুইর আরও বলেন যে, মহানবী ﷺ যখন সিরিয়ায় ছিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, 'সেখানে খৃস্ট ধর্ম অবলম্বন করাই জাতীয় ধর্ম বা পেশা'। এই প্রকারে মুইর সমাপ্তি টানিয়াছেন যে, 'মুহাম্মাদ সম্ভবত মনে করিয়াছিলেন, তিনি বিশপের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তাহা হইবে আরও ব্যাপক ও সর্বজনীন পর্যায়ের'।[৮]

মুইর দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সঙ্গে মহানবী ﷺ-এর যোগাযোগ ঘটিয়াছিল, বিশেষ করিয়া খৃস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই কথা বলিয়া মুইর যোগ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার যোগাযোগ ছিল খৃস্টান 'গোঁড়া বা মৌলবাদী দলের' সঙ্গে যাহারা ছিল সিরিয়ার সন্ন্যাসী ও যাজক, ফলে তিনি খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে 'বিকৃত' তথ্য, বিশেষ করিয়া মেরী ও যীশু সম্পর্কে ভুল তথ্য লাভ করিয়াছিলেন।[৯] মুইর বলিতে চাহিয়াছেন যে, 'তিনি যদি সঠিক তথ্য লাভ করিতেন তাহা হইলে তিনি নূতন ধর্ম প্রচার না করিয়া নিজেই খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিতেন'। অতঃপর মুইর দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 'সাম্রাজ্যের ক্যাথোলিক নামের অপনাম সেই যুগের অনন্য প্রতিভাধর মেধাকে আকৃষ্ট করিতে ব্যর্থ হইল। কেবল তাহাই নহে, ফলে সমগ্র পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ তাহাদের হাতছাড়া হইল'।[১০]

মুইর যে ধারণা পোষণ করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন তাহাই মারগোলিয়থ গ্রহণ করিয়া নিজের মত করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে যে, মারগোলিয়থ ধরিয়া লইয়াছেন যে, মহানবী ﷺ-এর ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁহার এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডে তিনি বহু মানুষের সঙ্গে মিলিত হইতেন এবং কথা প্রসঙ্গে টুকরা টুকরা তথ্য গ্রহণ করিতেন। মারগোলিয়থ বিষয়টি এইভাবে লিখিয়াছেন, মদের দোকানে আলাপ-আলোচনা হইতে অথবা গল্প-বলিয়ের গল্প শুনিয়া, যাহাদের মধ্যে অনেকেই থাকিত ইয়াহূদী কাপড় ব্যবসায়ী,[১১] তিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিতেন। আরব ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও যোগাযোগের ফলে, বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ "এক প্রকার বাইবেলীয় বাগধারা আয়ত্ত করিয়াছিলেন"।[১২] আরও বলা হইয়াছে যে, তিনি নাকি ব্যবসায়িক কাজে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে, "তাঁহার পবিত্র গ্রন্থের সর্বত্র তাঁহার এই পেশার চিহ্ন চোখে পড়ে"।[১৩] মুইরের মতই পুনরায়

www.nagorikpathagar.org

মারগোলিয়থ বলেন যে, এই দুই পদ্ধতি সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর জ্ঞান নাকি ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং "ভাসা ভাসা"।[১৪] মারগোলিয়থ অবশ্য আরও যোগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দিনে দিনে নাকি বাইবেলীয় কাহিনী সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর জ্ঞান উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মারগোলিয়থ লিখিয়াছেন, "কুরআনের কলেবর যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল ততই" নাকি "তাঁহার বাইবেলীয় জ্ঞান ত্রুটিমুক্ত হইতেছিল ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই, যদিও এই ক্রমান্বয়ে অধিকতর সঠিক তথ্য পরিবেশনের কারণ মহানবীর স্মৃতিশক্তি। সম্ভবত তিনি সময়ের সঙ্গে অধিক তথ্য সংগ্রহের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন"।[১৫]

কিন্তু মুইর যে স্থানে ক্ষেদোক্তি করিয়াছেন যে, খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে 'বিকৃত' তথ্য প্রাপ্তির কারণে তিনি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, সেই স্থানে মারগোলিয়থ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উহা ছিল মহানবী ﷺ-এর পরিকল্পনা ও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ। মারগোলিয়থ বলেন, মহানবী ﷺ যে ভূমিকা পালন করিয়াছেন উহার ধারণা "দীর্ঘ কাল হইতেই ইয়াহূদী, খৃস্টান ও পারসিকদের সঙ্গে আলাপচারিতা হইতেই" তাঁহার মনে উপস্থিত ছিল। তিনি যাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেন তাহাদের "সকলেরই একটি জিনিস ছিল যাহা আরবদের ছিল না ঃ উহা হইল আইন প্রণয়নকারী যিনি ঐশ্বরিকভাবে আদিষ্ট.... প্রত্যেক জাতির অনুরূপ একজন নেতা থাকা আবশ্যক. এই স্থানেই ছিল একজন পয়গাম্বরের জন্য সুযোগ"।[১৬]

মুইরের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়া মার্গোলিয়থ বলেন যে, মহানবী ﷺ সিরিয়ায় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, "খৃস্টবাদের জাতীয় পেশা" এবং মহানবী ﷺ যে সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন সেখানেই দেখিয়াছিলেন "সকলেই ঈশ্বরের আইনের অধীন"। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার দেশের পশ্চাদগামিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াছিলেন এবং সেজন্য যে সংস্কার প্রয়োজন সে সম্পর্কেও নিশ্চিত হইয়াছিলেন। সেই সংস্কার তিনি পয়গাম্বর হইয়া ওহীর মাধ্যমে সাধন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ উহাই তাঁহার মতে ছিল উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত।[১৭]

তিনি খৃস্ট ধর্ম অথবা ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। কারণ মারগোলিয়থের মতে, খৃস্ট ধর্মকে "বায়যান্টাইন নাগপাশ হইতে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তাহা ছাড়া মুহাম্মাদ অনেক বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন, তিনি কখনও আপন জাতির উপর পরাধীনতার জোয়াল চাপাইয়া দিতে পারেন না"। অনন্তর তিনি যদি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণও করিতেন তাহা হইলেও তিনি "যাহারা পুরাতন খৃস্টান তাহাদিগের তুলনায় সেই ধর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে পারিতেন না"।[১৮] তিনি "ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের মানব প্রকৃতির ছাত্র" হিসাবে স্থির করিলেন যে, তিনি মূসা (আ) অথবা যীশুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। মারগোলিয়থ আরও বলেন, মুহাম্মাদ দেখিলেন, তাহারাও মানুষ ছিল, অতএব তাহারা যাহা পারিয়াছে তিনিও তাহা করিতে পারিবেন।[১৯] তাহার মতে, তদানীন্তন খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ ও মতপার্থক্য নাকি তাঁহার পরিকল্পনার জন্য সুবিধাজনক হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া খৃস্টানদের পরবর্তী কালের বিভিন্ন উপদলের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল এবং তিনি মদীনায় দাবি "করিয়াছিলেন যে, তাহারা যে সকল ক্ষেত্রে একমত পোষণ করে না সেইগুলিকে ঠিক করার জন্যই তাঁহার আগমন ঘটিয়াছে"।[২০]

মুইর ও মারগোলিয়থের এই ধারণাই ওয়াট গ্রহণ করিয়া সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তাহার রচিত গ্রন্থ Muhammad at Mekka ("মক্কায় মুহাম্মাদ")-তে। সেই গ্রন্থের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ঃ "ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সূত্রের সহিত ইসলামের শিক্ষার সম্পর্ক"। বিষয়টিকে তিনি ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের অন্যতম তত্ত্ব হিসাবে তিনি বলিয়াছেন, ইসলামের মহানুভবতার অন্যতম কারণ কতকগুলি আরব বৈশিষ্ট্যের সহিত বিশেষ কয়েকটি ইয়াহূদী-খৃস্টান ধারণার সংমিশ্রণ।[২১] তিনি একটি বিস্তৃত পরিসরে তাহার বক্তব্যকে উপস্থাপন করিয়াছেন, অতঃপর সাধারণভাবে আরবদের উপর অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর, সেইসঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এই সকল সূত্রের প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।[২২] ওয়াটও তাহার পূর্বসূরীদের ন্যায় বলিতে চাহিয়াছেন যে, খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের নিকট হইতে মুহাম্মাদ ﷺ একেশ্বরবাদ সম্পর্কিত ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সেই সময়ের হানীফ নামক একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের প্রভাবের সম্ভাবনার কথাও বলিয়াছেন।[২৩] তদুপরি তিনি আরও গুরুত্ব সহকারে বলিয়াছেন যে, "একেশ্বরবাদ সম্পর্কে আরবদের মধ্যে এক প্রকার আশঙ্কাবোধ জন্মলাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ অবশ্যই ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রভাব"।[২৪] মুইর ও মারগোলিয়থের ন্যায় ওয়াটও এই সকল প্রভাবের উৎস সন্ধান করিয়াছেন আরবদের সহিত ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সংস্পর্শের মধ্যে, বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সহিত যোগাযোগের মাধ্যমে। বায়যান্টাইনদের শক্তি ও সভ্যতার প্রতি আরবদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আবিসিনিয়া, এমনকি হীরার সহিত যে যোগাযোগ ছিল তাহার মাধ্যমে এই সকল প্রভাব আসিয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করেন। হীরা ছিল পূর্ব সিরিয়া অথবা নেস্টোরিয়ান খৃস্টানদের দূরবর্তী বসতি বা উপনিবেশ।[২৫] কেবল তাহাই নহে, মুইর ও মারগোলিয়থ যে অনুমান করিয়াছিলেন ওয়াটও সেই একই অনুমান পোষণ করিয়াছেন। তিনিও মনে করেন যে, নবুওয়াতের ধারণাও নাকি তিনি খৃস্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। ওয়াট লিখিয়াছেন, "আদ ও ছামূদ জাতির পয়গাম্বর ছিলেন হূদ (আ) ও সালিহ (আ), এই ধারণাও সম্ভবত ইয়াহূদী-খৃস্টান ধারণার প্রয়োগের একটি কুরআন-পূর্ব যুগের উদাহরণ"।[২৬]

"পরোক্ষ পারিপার্শ্বিক প্রভাব" সম্পর্কে লিখিবার পর ওয়াট "প্রত্যক্ষ" প্রভাবের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেখানে "যথেষ্ট পরিমাণে অনেক ভাল প্রমাণ" রহিয়াছে যাহাতে দৃষ্ট হয় যে, মহানবী ﷺ-এর "একজন একেশ্বরবাদী তথ্য সরবরাহকারী" ছিল।[২৭] এই "অনেক ভাল প্রমাণ" তিনি কুরআনের বাণী হইতেই দিতে চেষ্টা করিয়াছেন ১৬ ঃ ১০৩ আয়াত দ্বারা। বলা প্রয়োজন যে, মারগোলিয়থও এই একই উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ -এর একজন তথ্য সরবরাহকারী ছিল।[২৮] উক্ত উদ্ধৃতি অবিশ্বাসিগণের অভিযোগকে যেরূপ

www.nagorikpathagar.org

মিথ্যা বলিয়াছে সেইরূপ ইহাও দেখাইয়াছে যে, যে ব্যক্তির প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে সে ভিন্ন ভাষায় কথা বলিত এবং পবিত্র কুরআন স্পষ্টই আরবী ভাষায়।[২৯] ওয়াট অবশ্য মারগোলিয়থের উল্লেখ না করিয়া তাহার পরিবর্তে সি.সি. টোরির উক্ত আয়াতের অদ্ভুত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।[৩০] অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, মহানবী ﷺ -এর যে একজন মানব শিক্ষক ছিল তাহা নাকি তিনি অস্বীকার করেন নাই। তিনি নাকি কেবল জোর দিয়াছেন যে, তিনি নাকি আসমানী উৎস হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।[৩১]

"সময়ের সাথে সাথে বাইবেলের কাহিনী সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং সঠিক হইতেছিল"—এইরূপ ধারণা করিয়াছেন মারগোলিয়থ। মারগোলিয়থের সেই ধারণাকেই ওয়াট তাহার পূর্ববর্তী অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া নির্মাণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ওয়াট কুরআন শরীফের মোট সাতটি বাক্যাংশ উল্লেখ করিয়াছেন যেইগুলি আমরা অচিরেই দেখিতে পাইব। সেখানে তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, "ক্রমান্বয়ে পুরাতন নিয়মের কাহিনীর সহিত তাঁহার পরিচিতি বৃদ্ধি পাইতেছিল, বিশেষ করিয়া আবরাহাম ও লোত সম্পর্কে"।[৩২] ওয়াট আরও যোগ করিয়াছেন, "এইরূপ আরও অনেক" উদাহরণ দেওয়া যায় যাহা ক্রমান্বয়ে সঠিক হইতেছিল। কিন্তু তিনি উদাহরণগুলি দেন নাই। তিনি আবার বলিয়াছেন যে, এই সকল কারণে "পাশ্চাত্যের সমালোচকদের" পক্ষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া কঠিন ছিল যে, নবীর "এই সকল কাহিনী সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তিনি কোন একজন অথবা একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য লাভ করিতেছিলেন যিনি বা যাহারা এই বিষয়ে পরিচিত ছিলেন"।[৩৩] এই সম্পর্কে ওয়াট কুরআনের ১১ ঃ ৫১ আয়াতের বরাত দিয়াছেন যেখানে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম ﷺ ও তাঁহার জাতি ইতোপূর্বে নবীদের এই সকল কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না যাহা তাঁহার নিকট অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। ওয়াট তখন বলেন, "যাহারা নবীর আন্তরিকতায় বিশ্বাসী তাহাদের জন্য এই আয়াত বিব্রতকর"। ইহার সমাধান এই যে, ইহার অন্তর্গত শব্দ নূহী (আমরা প্রত্যাদেশ করি)-এর ব্যাখ্যা হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, কাহিনী ও শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং তাহার প্রকৃত অর্থ "ইহার মধ্যে যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দেই" ইত্যাদি।[৩৪]

ওয়াট তাহার পরবর্তী সর্বশেষ রচনায় সেই একই মনোভাব পোষণ করিয়া কুরআনের ২৫ ঃ ৪ আয়াত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সম্ভবত মুহাম্মাদ ﷺ -এর একাধিক তথ্য সরবরাহকারী ছিল এবং কুরআনও "অস্বীকার করে না যে, তিনি এই প্রকারেই সংবাদ পাইতেন"। কিন্তু সেখানে কেবল বলা হইয়াছে যে, এইভাবে যে তথ্য তিনি লাভ করিতেন তাহা কুরআন নহে। "কারণ একজন বিদেশী স্পষ্ট ভাষায় আপন বক্তব্য ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে"। এইভাবে ওয়াট পুনরায় বলেন যে, "পয়গাম্বর ﷺ যে তথ্য কোন তথ্য সরবরাহকারীর নিকট হইতে লাভ করিতেন তাহা নিছক সত্য তথ্যভিত্তিক জ্ঞান", কিন্তু ইহার অর্থ ও ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট আসিত "স্বাভাবিক প্রত্যাদেশ হিসাবে"।[৩৫]

www.nagorikpathagar.org

এমনিভাবে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্ম হইতে ধার করার বিষয় লইয়া ওয়াট যখন পুনরায় পর্যালোচনা করেন এবং মারগোলিয়থের অনুমান পুনরাবৃত্তি করেন যে, মহানবী ﷺ তাহাদের এই দুই ধর্ম সম্পর্কে কিছু বিকৃত ও ভুল তথ্য লাভ করিয়াছিলেন যাহা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। মুইরের "গোঁড়া সম্প্রদায়ের " ও সিরিয়ান চার্চ-এর বিরুদ্ধে বক্রোক্তিকে পরিহার করিয়া ওয়াট বলেন যে, "খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের যে বিশেষ সম্প্রদায় আরবদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাদের নানা প্রকার অদ্ভুত ধারণা ছিল"। ওয়াট গুরুত্ব সহকারে ওই সকল অদ্ভুত ধারণার উদাহরণ হিসাবে বলেন যে, সেগুলি কুরআনের কথা যেখানে বলা হইয়াছে, "ত্রিত্ববাদ হইতেছে পিতা, পুত্র ও মেরি"। ওয়াটের মতে এই সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে নামমাত্র খৃস্টান আরবদের সমালোচনা। তাহারাই এইরূপ ধারণা পোষণ করিত। ওয়াট আরও বলেন যে, ইয়াহূদীদের দিকেরও "অনেক বিস্তারিত বিবরণ" কুরআনে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যাহা "পবিত্র গ্রন্থ" হইতে আসে নাই, বরং "বিভিন্ন দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্র হইতে আসিয়াছে"।[৩৬]

একই কথা তিনি তাহার সর্বশেষ গ্রন্থে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "মক্কার কিছু লোক অজ্ঞতাবশত ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা পোষণ করিত"। যেমন "খৃস্টানরা যীশু ও মেরিকে দুই ঈশ্বর মনে করে তাহা ছাড়াও একজন ঈশ্বর আছেন এবং ইয়াহূদীরা মনে করে উযায়র (এযরা) ঈশ্বরের পুত্র"।[৩৭]

ওয়াট বলেন যে, কুরআনের এই বক্তব্য "সম্ভবত ভুল", "এইগুলি মক্কাবাসীর বিশ্বাস" এবং তাহার মতে, "ঈশ্বরের জন্য ইহা আবশ্যক নহে যে, তিনি এই সকল ভুল ধারণা সংশোধন করিয়া দিবেন"। কারণ ঈশ্বর প্রধানত আরবদিগকেই "তাহাদের বর্তমান বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে সম্বোধন করিতেছেন" এবং কুরআনের বাণী এই সকল বিশ্বাস সংশোধন না করিয়াই প্রচার করা যায়।[৩৮] একই অনুমানকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে গিয়া ওয়াট বলেন, "কুরআন সর্বপ্রথম আরবদিগকেই সম্বোধন করে তাহাদের যে জগত সেই জগতের প্রেক্ষিতে", এমনকি সেই ক্ষেত্রে "যদি ভুলও হয়"। এই বক্তব্যের পক্ষে তিনি পৃথিবী যে সমতল এইরূপ তৎকালীন ধারণার উল্লেখ করিয়াছেন এবং কুরআন শরীফ হইতে প্রায় সাতটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, কুরআনে সেই ভুল তথ্যই দেওয়া হইয়াছে।[৩৯]

পুনরায় মুইর ও মারগোলিয়থ, বিশেষ করিয়া মারগোলিয়থের মতই ওয়াট বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার দেশ ও জাতির অসন্তোষজনক সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সংস্কার প্রয়োজন এবং চিন্তা করিলেন যে, ইহা ধর্ম ও প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই সম্ভবপর। ওয়াট সেই কথা এরূপভাবে দিয়াছেন, মুহাম্মাদ ﷺ "হয়তো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, এই অসন্তোষজনক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে কোন এক প্রকারের ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারাই সম্ভব"।[৪০] আবার মারগোলিয়থের সঙ্গে সুর মিলাইয়া চমৎকারভাবে ওয়াট আরও অনুমান করেন, অবশ্য অতি সাবধানতার সহিত মুহাম্মাদ ﷺ একটি নূতন একেশ্বরবাদী ধর্মের সূচনা করিলেন

www.nagorikpathagar.org

যাহাতে কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা না থাকে, সে কারণে ইয়াহূদী ধর্ম বা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিলেন না। কারণ "বায়যান্টাইন ও আবিসিনিয়া সাম্রাজ্যের সহিত খৃস্ট ধর্ম জড়িত ছিল এবং পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি ইয়াহূদী ধর্মের সমর্থন ছিল।[৪১] প্রকৃতপক্ষে ওয়াট তাহার আলোচনার উপসংহার বেলের মন্তব্যকে গ্রহণ করিয়াই টানিয়াছেন, সেখানে বলিয়াছেন, "মুহাম্মাদের জীবনী অধ্যয়ন করিতে হইলে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রায়িত করার খুব কমই প্রয়োজন। কারণ তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "খুটিনাটি অনেক বিষয় বিতর্কিত"। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন, "ইহা অনুধাবন করাই প্রকৃত প্রয়োজন যে, মুহাম্মাদের নিকট কুরআন আগমনের পূর্বেই তেমন বিষয় সেখানকার বাতাসে বিদ্যমান ছিল এবং উদ্দেশ্য হাসিলের উহাই ছিল তাঁহার নিজের ও পরিবেশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের অংশ"।

পাশ্চাত্যের এই পণ্ডিতবর্গ প্রায় সকলেই একই প্রকার যুক্তি ও একই প্রকার মতামত উপস্থাপন করিয়াছেন। তাহাদের এই সকল যুক্তি ও মতামত প্রধানত নিম্নলিখিত পাঁচটি অনুমান বা ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া বিবর্তিত হইয়াছে ঃ

১. ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের অবস্থাগত বা পরিবেশগত প্রভাব।

২. কোন কোন খৃস্টান ব্যক্তির সহিত হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর যোগাযোগ ছিল বলিয়া অভিযোগ।

৩. সেই খৃস্টান ব্যক্তির / ব্যক্তিবর্গের তথ্যকে তথাকথিত কুরআনের সাক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া।

৪. ধরিয়া লওয়া যে, বাইবেলের কাহিনী নাকি সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে কুরআনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

৫. অভিযোগ করা যে, সেকালের ভুলগুলি কুরআনে ভুল হিসাবেই উদ্ধৃত।

নিম্নে প্রথম চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হইবে এবং পঞ্চম বিষয়টি লইয়া পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

দুই ঃ সাধারণভাবে পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা

ইহা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, আরবদেশে কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী ও খৃস্টান বসবাস করিত। ইয়াহূদীগণ প্রধানত মদীনায় এবং খৃস্টানগণ নাজরানে থাকিত। যতদূর জানা যায়, মহানবী ﷺ-এর জন্মভূমি মক্কা এবং তাঁহার কর্মজীবনের অবস্থা যেখানে সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন খৃস্টান বসবাস করিত এবং তাহাদের অবস্থা সামাজিক ও বিদ্যাবুদ্ধির দিক হইতে অতিশয় নিম্নমানের ছিল। কারণ তাহারা ছিল ক্রীতদাস অথবা সামান্য ফেরিওয়ালা এবং অধিকাংশই ছিল প্রবাসী। দুই-একজন ছিলেন মক্কার আদিবাসী, যেমন উছমান ইবনুল হুওয়ায়রিছ ও ওয়ারাকা ইবন নাওফাল। প্রথমজন ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক কারণে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং

www.nagorikpathagar.org

নাওফাল উন্নততর ধর্মবিশ্বাস অন্বেষণ করিতে গিয়া খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদুপরি মক্কাবাসীরা খৃস্টান অধ্যুষিত সিরিয়া ও আবিসিনিয়ার সহিত বাণিজ্য করিত। অতএব ইহা সহজেই বোধগম্য যে, মুহাম্মাদ ﷺ -সহ মক্কার ওয়াকিফহাল মহল ধর্ম হিসাবে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে কিছু অবশ্যই জানিত। তাহারা ইহাও জানিত যে, উভয় ধর্মেই বিশ্বাসের দিক হইতে কিছু মিল রহিয়াছে, তাহাদের পূজারীরা যে সকল পূজা ও আচার-অনুষ্ঠান করিত তাহাও কিছুটা জানিত। ইহাও সত্য যে, আমাদের এই তিন পণ্ডিত মুইর, মারগোলিয়থ ও ওয়াট একটি বিষয়ে একমত যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান খুব বেশি হইলেও তাহা ছিল গৌণ, 'ভাসাভাসা' ও ভ্রান্তিপূর্ণ। মারগোলিয়থ আরও বলিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ যে কারণে এই দুই ধর্মের কোন একটিও গ্রহণ করেন নাই তাহা এই যে, তিনি অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সকল ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার যে জ্ঞান আছে বলিয়া তিনি ভান করিবেন তাহা অপেক্ষা ওই সকল ধর্মের পুরাতন অনুসারীরা অনেক বেশি জ্ঞাত। অবস্থা যখন এমনই হয় যাহা প্রাচ্যবিশারদগণ মনে করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্ত ছিল, তাহা হইলে সাধারণ পাঠক প্রশ্ন তুলিতে পারেন, ইহা কি ধরিয়া লওয়া বা অনুমান করা যুক্তিসংগত যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর মত বুদ্ধিমান ও সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সর্বজনস্বীকৃত একটি নূতন ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হইবেন এবং ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের মত দুইটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্পর্কে কেবল সেই শোনা কথা ও ভাসাভাসা জ্ঞান লইয়া সেই ধর্মের ভুল-ত্রুটি দেখাইতে অগ্রসর হইবেন?

প্রাচ্যবিশারদগণ যদিও মুহাম্মাদ ﷺ যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার উচ্চাভিলাষ ও প্রস্তুতি ছিল এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, অথচ নিজেদেরকে সেই প্রশ্ন করেন নাই। প্রাচ্যবিশারদগণের সহজাত দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতা এই স্থানে চোখে পড়ে যে, তাহারা একদিকে বলিতেছেন, মহানবী ﷺ ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং সেই কারণে তিনি ইয়াহূদী ধর্ম বা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনীতিকে জড়ানোর ফলাফল সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন; অন্যদিকে তিনি এমনই উদাসীন ছিলেন যে, বাজারের গল্প ও মদের দোকানের ইয়াহূদী গল্প কথকের নিকট হইতে শ্রুত কাহিনী হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রকৃত তথ্য এই যে, যেমন অর্বাচীনের বক্তব্যের মত এই কথা বলা যে, ইসলাম হইতেছে ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কিত গৌণ তথ্যের সহিত কিছু আরব উপাদান সংমিশ্রণজাত ধর্ম। অনুরূপ অবাস্তব বক্তব্য হইতেছে তাহাদের অনুমান যে, মহানবী ﷺ ওই দুইটি ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, ইসলাম-পূর্ব যুগে নবুওয়াত, ওহী এবং আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা আরবদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই সকল ধারণার অস্তিত্ব থাকার অর্থ এই নহে যে, সেই ধারণা খৃস্টধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম হইতেই আসিয়াছিল, যদিও নিঃসন্দেহে তাহাদের মধ্যে উহা বিদ্যমান ছিল। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি বা রিসালাত সম্পর্কীয় ধারণা অবিসংবাদিতভাবে ইয়াহূদী-পূর্বকালীন ও খৃস্ট-পূর্বকালীন। ইবরাহীম ('আ) নবী ছিলেন, তিনি কা'বাঘর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইবরাহীম ('আ)-এর সময় হইতে কা'বাঘরকে কেন্দ্র করিয়া হজ্জ পালন আরবদের

www.nagorikpathagar.org

চিরকালের আপন বিষয় বলিয়া তাহারা সেইগুলি ধরিয়া রাখিয়াছিল। তদুপরি খৃস্টান ও ইয়াহূদী প্রভাব ব্যতিরেকেই আরবদের নিকট আল্লাহ যে একমাত্র মহাপ্রভু এই ধারণা পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাগুলি ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষারই অবশিষ্টাংশ এবং ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্ম আগমনের পূর্বেই সমগ্র আরবভূমিতে ছড়াইয়া ছিল, তেমনি এক আল্লাহ্‌র পূজারী হানীফ-এর ধারণাও যাহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও আছে।[৪৩] অবশ্য প্রাচ্যবিশারদগণ স্বীকার করেন যে, ইসলাম-পূর্ব কালে আরববাসিগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র ধারণা বিদ্যমান ছিল। সবশেষে ওয়াট এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।[৪৪] কিন্তু তিনি কুরআন শরীফের কয়েকটি অতি পরিচিত আয়াত, যেখানে ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল বলিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে গিয়া টেক্সিডোরের উৎকীর্ণ লিপি অধ্যয়নের উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে গ্রীক-রোমান সময়ে নিকট-প্রাচ্যে মহামহিম এক সর্বোচ্চ আল্লাহ্‌র ধারণা বিদ্যমান ছিল তাহা দেখাইয়াছেন।[৪৫] এবং এইভাবে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ তৎকালে বিদ্যমান ধারণা হইতে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অতি সাবধানতার সহিত ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মে "মহামহিম এক সর্বোচ্চ আল্লাহ্‌র" প্রভাবের বিষয় পরিহার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাও ব্যাখ্যা করেন নাই যে, কি প্রকারে এই বিশেষ প্রকৃতির ধারণার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহা বহু-ঈশ্বরবাদী আরবদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি অবশ্য ধারণা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই পুরাতন ধর্ম বা পৌত্তলিকতা (প্যাগানিজম) তখন ধ্বংসোন্মুখ ছিল; কারণ তাহার মতে, দেব-দেবীর যে কোন শক্তি নাই সেই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত ধারণা জন্মলাভ করিতেছিল।[৪৬] সেইসঙ্গে অন্যান্যদের অনুসরণ করিয়া তিনি "আল্লাহ" শব্দের উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৪৭] তথাপি না তাহার এই ব্যাখ্যা, না সেই অনুমিত প্যাগানিজমের অবক্ষয়, কোন প্রকারেই "সুমহান প্রভু" আল্লাহ্‌র ধারণার উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই।

একত্ববাদের ধারণা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন তথা মহানবী ﷺ সমকালীন আরব, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই মৌলিক একত্ববাদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সকলেই তাহাদের নবীর মূল শিক্ষা হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং বিকৃত হইয়া বহু-ঈশ্বরবাদে পরিণত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে একত্ববাদের ধারণা গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তাহারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্র গ্রন্থ একত্ববাদের যে শিক্ষা দিয়াছে সেই শিক্ষাকে বিতর্কিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রকৃত একত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন শরীফের প্রতি যদি হালকাভাবেও দৃষ্টি সঞ্চালন করা যায় তাহা হইলে দুইটি সত্য ধরা পড়ে। প্রথমত, কুরআন কোথাও কোন মৌলিকত্বের দাবি করে না ও বলে না যে, উহা এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছে। ইহার একমাত্র দাবি যে, আল্লাহ যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন জাতির নবীগণকে যে বাণী দিয়াছেন ইহা সেই একই বাণীকে কেবল পুনর্জীবিত করিয়াছে

www.nagorikpathagar.org

এবং উহাকেই সংরক্ষণ করিয়াছে। এখানেই কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব। আরও সঠিকভাবে বলিলে বলিতে হয়, কুরআন সেই একই শিক্ষা দিতেছে যাহা ইবরাহীম (আবরাহাম), মূসা ও ঈসা ('আ)-এর মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের সকলের সম্পর্কে কুরআন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বক্তব্য উচ্চারণ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কুরআন সমকালীন আরব, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত সকল প্রকার বহু-ঈশ্বরবাদী আচার-আচরণ ও বিশ্বাসকে দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কুরআনের এই দ্বিমাত্রিক বক্তব্য প্রাচ্যবিশারদগণ যাহা বলিতে চাহিতেছেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়া থাকেন যে, তাহাদের পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে সরাসরি মুহাম্মাদ ﷺ -এর ধারণা ছিল না। কারণ তিনি উহা নিজেও পাঠ করেন নাই এবং তখন আরবী ভাষায় উহা অনূদিতও হয় নাই।

অপরপক্ষে পবিত্র কুরআন এবং একই প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ নিজে বারংবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, মূলত তাঁহাদের শিক্ষা এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মূল গ্রন্থের শিক্ষা এক ও অভিন্ন। দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যবিশারদগণ বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ সমকালীন যে সকল ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তাহাদের নিকট হইতেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কুরআন এবং মুহাম্মাদ ﷺ বলেন যে, সমকালীন ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ বিভ্রান্ত ও ভুল ছিল এবং তাহারা তাহাদের নিজেদের পবিত্র কিতাব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল, বিশেষ করিয়া একত্ববাদ বিষয়ে তাহারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না।

এমতাবস্থায় যে কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া অবশ্যই বলিবেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ যেখান-সেখান হইতে শোনা কথার ভিত্তিতে আপন বক্তব্য নির্মাণ করেন নাই। তাহা হইলে তিনি মৌলিকতার ভান করিতেন, পূর্ববর্তী গ্রন্থে আপন উপদেশসমূহ অন্বেষণ করিতেন না অথবা এমন শ্রোতা বাছিয়া লইতেন যাহারা তাঁহার তথ্যের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইত না। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁহার কোন সমকালীন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন তথ্য সংগ্রহ করেন নাই। কারণ তিনি স্পষ্টতই তাহাদের মধ্যে ত্রুটি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সঠিক পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রদর্শিত পথে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, যখন তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার বক্তব্য ও শিক্ষা এবং তাঁহার পূর্ববর্তী কিতাবের বক্তব্য ও শিক্ষা একই, সেই সাথে তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, তিনি সেই কিতাবগুলি পাঠ করেন নাই এবং এই ব্যাপারে প্রাচ্যবিদগণও একমত, সেই ক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞানের উৎস উহা নিজেই পাঠ করা অথবা অন্যের মাধ্যমে সমকালীন কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতে পারে না, বরং ইহার উৎস নিশ্চয়ই ভিন্নতর কোথাও রহিয়াছে।

কয়েকজন প্রাচ্যবিশারদ, বিশেষ করিয়া ওয়াট অবশ্য ধারণা করেন যে, কোন তৃতীয় পক্ষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে এবং উহা কোন একত্ববাদী তথ্য সরবরাহকারী অথবা মহানবীর কোন তথ্য সরবরাহকারী। এই অনুমান সমস্যা সমাধান অপেক্ষা অনেক বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করে। বর্তমানে তিনি যে কুরআন ভিত্তিক প্রমাণ খাড়া করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

সেই ক্ষেত্রে বক্তব্য একটিই, মহানবী -এর একজন তথ্য সরবরাহকারী ছিল—কুরআন এই কথা সমর্থন দূরে থাক, সেখানে ঠিক বিপরীত কথাই বলা হইয়াছে এবং অবিশ্বাসিগণ যে অভিযোগ আনিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিয়াছে।

বলা হয়, বিশেষ করিয়া মারগোলিয়থ বলিতে চাহিয়াছেন যে, মহানবী নাকি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে আবরাহামের নাম জানিয়াছেন এবং আপন শিক্ষাকে তাঁহার শিক্ষার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া একটি ধারাবাহিকতা নির্মাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন যে, ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের উপর তাঁহার অগ্রবর্তী অবস্থান রহিয়াছে। তিনি নাকি ইয়াহূদী ধর্ম ও খৃস্ট ধর্মের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন। এই দুইটি ধারণার কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয় এবং যুক্তিতেও টিকে না।

আবরাহামের ঐতিহ্য কা'বা শরীফ এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত আচার-অনুষ্ঠানগুলি মহানবী -এর জন্মের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। তিনি যদি এইগুলি উদ্ভাবন করিতেন এবং ইবরাহীমের শিক্ষার সহিত সম্পৃক্ত করিতেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধাচারিগণ তো তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতই, এমনকি তাঁহার অনুসারিগণও বিদ্রূপ করিত। দ্বিতীয়ত, মদীনায় হিজরত করার পর সেখানকার ইয়াহূদীদের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বেই মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, তিনি একদিকে ঈশ্বরের পুত্রত্ব ও পিতৃত্ব জাতীয় বাইবেলীয় কাহিনী অস্বীকার করেন এবং অন্যদিকে গুরুত্ব সহকারে বলেন যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তাহাদের মূল পবিত্র গ্রন্থের প্রকৃত শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত সত্য এই যে, সমকালীন খৃস্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্মের সহিত যতই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকুক না কেন, উহাকে যতই নিবিড়ভাবে অবলোকন করা হউক না কেন তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার একত্ববাদের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। এমনকি তাহাদের সুদূর অতীতের অতি পুরাতন পবিত্র গ্রন্থ যদি উত্তমরূপে পাঠও করা হয় তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে একত্ববাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ওল্ড টেস্টামেন্টে যে ঈশ্বরের চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে সেই ঈশ্বর যেন কোন গোত্র বা জাতির ঈশ্বর, খোলাখুলিভাবে তিনি ইসরাঈল বংশোদ্ভূত জাতির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। এমন ঈশ্বর কদাচিৎ অ-ইয়াহূদী জাতির কল্পনাকে আকৃষ্ট করে, শ্রদ্ধা তো দূরের কথা।

অন্যদিকে নিউ টেস্টামেন্টের কথা ও বক্তব্য এক ঈশ্বর সম্পর্কে এমনই ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট। কারণ সেই এক ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যাখ্যার অযোগ্য ও ত্রিত্বের স্বীকৃতভাবে রহস্যময় তত্ত্ব সংযোগ এমন এক ঈশ্বরের ধারণা দিতে চেষ্টা করে যাহা একেবারেই দুর্বোধ্য। 'ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র' এবং 'ঈশ্বর পবিত্র আত্মা' সেখানে দুর্বোধ্য একত্ব একের তিনটি পৃথক বৈশিষ্ট্য বা গুণ নয়, বরং তিনটি পৃথক সত্তা। তদুপরি অবতারবাদের তত্ত্বগত মতবাদ যাহার উপর 'ঈশ্বর-ই পুত্র' এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত তাহা হিন্দু ধর্মের মতবাদ হইতে ভিন্ন কিছুই নহে। একজন খৃস্টানের ন্যায় একজন আধুনিক হিন্দু একই সঙ্গে বহু দেব-দেবী স্বীকার করেন, আবার ত্রিত্বের তত্ত্বের ন্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

www.nagorikpathagar.org

শিবেও বিশ্বাস করেন। অন্যদিকে তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে দাবি করিতে পারেন যে, তাহার মূল গ্রন্থে এক ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে এবং তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর[৪৮], তথাপি যাহারা হিন্দু নহেন তাহাদের জন্য বিশ্বাস করা কঠিন যে, হিন্দু ধর্মের মধ্যে একেশ্বরবাদ রহিয়াছে। সেই সময়ের ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের আচার-অনুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহা চরম দুর্নীতিতে অধঃপতিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং একত্ববাদ হইতে বহু দূরে ছিল। মুইর পরোক্ষভাবে ইহা স্বীকার করেন যখন তিনি রোম সাম্রাজ্যে মিথ্যা চিহ্নিত ক্যাথোলিসিজম' ও সিরিয়ায় "গোঁড়া সম্প্রদায়ের" কড়া সমালোচনা করেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পর পরিস্থিতি পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমান্বয়ে অধঃপতিতই হইতেছিল। প্রকৃতপক্ষে খৃস্ট ধর্মের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন, বিশেষ করিয়া ক্লুনিয়াক আন্দোলন, আইকোনোক্লাস্টিক আন্দোলন এবং মার্টিন লুথার কর্তৃক সংস্কার আন্দোলন প্রমাণ করে যে, খৃস্ট ধর্ম ও খৃস্টানগণ অধঃপতনের কত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। এই সকল সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তী কালে একত্ববাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদের প্রতি এবং যীশুর ঐশ্বরিকতার প্রতি বিশ্বস্ততা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া যাহা ইসলাম যে নিরঙ্কুশ একত্ববাদের (তাওহীদ) স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়াছে তাহার ফলে হইয়াছে। যাহা হউক সপ্তম ও অষ্টম শতকে সিরিয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে খৃস্ট ধর্মের যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহাতে সেই ধর্মের প্রতি কেহ আকর্ষণ বোধ করা দূরে থাকুক, বরং বিকর্ষণবোধ স্বাভাবিক ছিল। ইহা যথার্থই বলা হইয়াছে যে, সেই বিভ্রান্তকারী আত্মাভিমান যদি কাহাকেও এই ধারণা দিতে চায় যে, সিরিয়ায় খৃস্টবাদ অবলম্বনই ছিল 'জাতীয়' পেশা এবং তাহা নবীন সংস্কারক মুহাম্মাদ ﷺ -কে প্রভাবিত করিয়াছিল তবে ঐতিহাসিকভাবে উহার কোনই ভিত্তি নাই।[৪৯]

তিন ঃ ইয়াহূদী-খৃস্টান বিশেষজ্ঞদের সংস্পর্শে আসার তথাকথিত অভিযোগের উদাহরণ

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ দুইবার সিরিয়া গিয়াছিলেন। একবার তাঁহার বার বৎসর বয়সে তাঁহার চাচার সঙ্গে এবং পুনরায় পঁচিশ বৎসর বয়সে খাদীজা (রা)-র বাণিজ্য বহরের নেতা হিসাবে। প্রাচ্যবিশারদগণ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর সর্বজনবিদিত এই দুই ভ্রমণ সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেন। বলা হইয়া থাকে যে, এই দুইবার ভ্রমণকালে প্রথমবার বাহীরা নামক একজন খৃস্টান পাদ্রী এবং দ্বিতীয়বার একজন নেস্তোরিয়ান খৃস্টান সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। ইতোপূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যথেষ্ট সন্দেহ এবং সম্ভাবনাহীনতা রহিয়াছে।

বিশেষ করিয়া মুইর-সহ অনেক প্রাচ্যবিশারদ এই ঘটনাকে তুচ্ছ হিসাবে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ 'যখনই চলার পথে কোন খৃস্টান পাদ্রী বা সন্ন্যাসীর সহিত বাক্যালাপের বা যোগাযোগের সুযোগ পাইতেন তিনি সেই সুযোগ ত্যাগ করিতেন না'। মারগোলিয়থ সেই একই অনুমানকে আরও বাড়াইয়া বলিয়াছেন এবং মুইর

www.nagorikpathagar.org

তাহার সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়া বলিয়াছেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ সম্ভবত সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরকালে খৃস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন'।[৫০] ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, তিনি যে বাণিজ্য সফরে গিয়াছিলেন উহা খৃস্টানদের দেশেই বাণিজ্য সফর ছিল। সেই দেশের অধিকাংশ অথবা সকল অধিবাসী ছিল খৃস্টান। সেখানে খৃস্টানদের সঙ্গে যোগাযোগ হইবেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মহানবী ﷺ বাণিজ্য করিতে গিয়া কোন খৃস্টান ব্যক্তি অথবা কোন খৃস্টান পাদ্রীর নিকট হইতে খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ গ্রহণ করিতেন এমন কোন তথ্য-প্রমাণ উৎসগ্রন্থসমূহে নাই এবং দলীল হিসাবে উপস্থাপনও করা হয় নাই—ইহা লক্ষণীয়। এমনকি বাহীরা ও নেস্তোরিয়াসের সহিত সাক্ষাতের যে সন্দেহজনক বিবরণের উল্লেখ করা হয় সেখানেও দেখা যায় যে, তাহারাই অর্থাৎ বাহীরা ও নেস্তোরিয়াস তাঁহার সম্পর্কে জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্পর্কে মতামত দিয়াছিলেন। মহানবী ﷺ নিজে কিছুই করেন নাই। তদুপরি বাহীরার সহিত মহানবী ﷺ -এর যে সাক্ষাতের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-এর সহিত তাহার কোন প্রকার গভীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ তখন বালক মহানবীর বয়স মাত্র বার বৎসর। তাহাছাড়া তিনি যে প্রকার বাণিজ্যকর্ম উপলক্ষে সেখানে গমন করিয়াছিলেন তখন তাহার এইরূপ কোন অবসর পাওয়ার কথা নয় যখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ঐরূপ শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া নিয়োজিত হইবেন। তিনি যদি সত্যই ঐরূপ শিক্ষণীয় বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হইতেন তাহা হইলে উহা অবশ্য তাঁহার সহিত আগত বহু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। দুইবারই তাহারা তাঁহার সঙ্গে বাণিজ্যে আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের অনেকেই পরবর্তী কালে তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছেন। তথাপি আমরা পবিত্র কুরআনে দেখিতে পাই যে, অবিশ্বাসী কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, তিনি নাকি কেবল একজন বিদেশীর নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন যে মক্কায় অবস্থান করিত এবং আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সম্ভবত মক্কায় বসবাসরত একদল লোক তাঁহার ওহী রচনা করিয়া দিত এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁহাকে পাঠ করিয়া শুনাইত। মুহাম্মাদ ﷺ যদি তাঁহার সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরকালে কোন খৃস্টান পাদ্রীর সহিত অথবা সাধারণ কোন খৃস্টানের সহিত তথ্য সংগ্রহের জন্য অথবা নিছক আলোচনার জন্য যোগাযোগ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত যাহারা সিরিয়ায় গমন করিয়াছিল সেই সকল বিরোধী কুরায়শগণ ইহাকে তাঁহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিতে কাজে না লাগাইয়া ছাড়িত না। তাহারা যে অনুরূপ কোন অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনে নাই ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ যে, সিরিয়া গমনকালে কাহারও নিকট হইতে তিনি খৃস্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্ম বিষয়ে কোন প্রকার তথ্য গ্রহণ করেন নাই।

দ্বিতীয়ত, তথাকথিত উদাহরণ, কুস ইব্‌ন সাইদা সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা, মুইর যাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং মারগোলিয়থ পরোক্ষভাবে ইংগিত করিয়াছেন: উক্ত বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ শুনিয়াছিলেন, কুস নাকি উকায মেলায় প্রচার কাজ করিয়াছিলেন।[৫১] এই বর্ণনাটি সর্বজনসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, উহা বাতিল ও মিথ্যা বর্ণনা।[৫২]

[SIRAT AL-NABI AND THE ORIENTALISTS (VOL. I-A)- এর বঙ্গানুবাদ– সীরাত বিশ্বকোষ, অষ্টম খণ্ড থেকে নেয়া]

www.nagorikpathagar.org

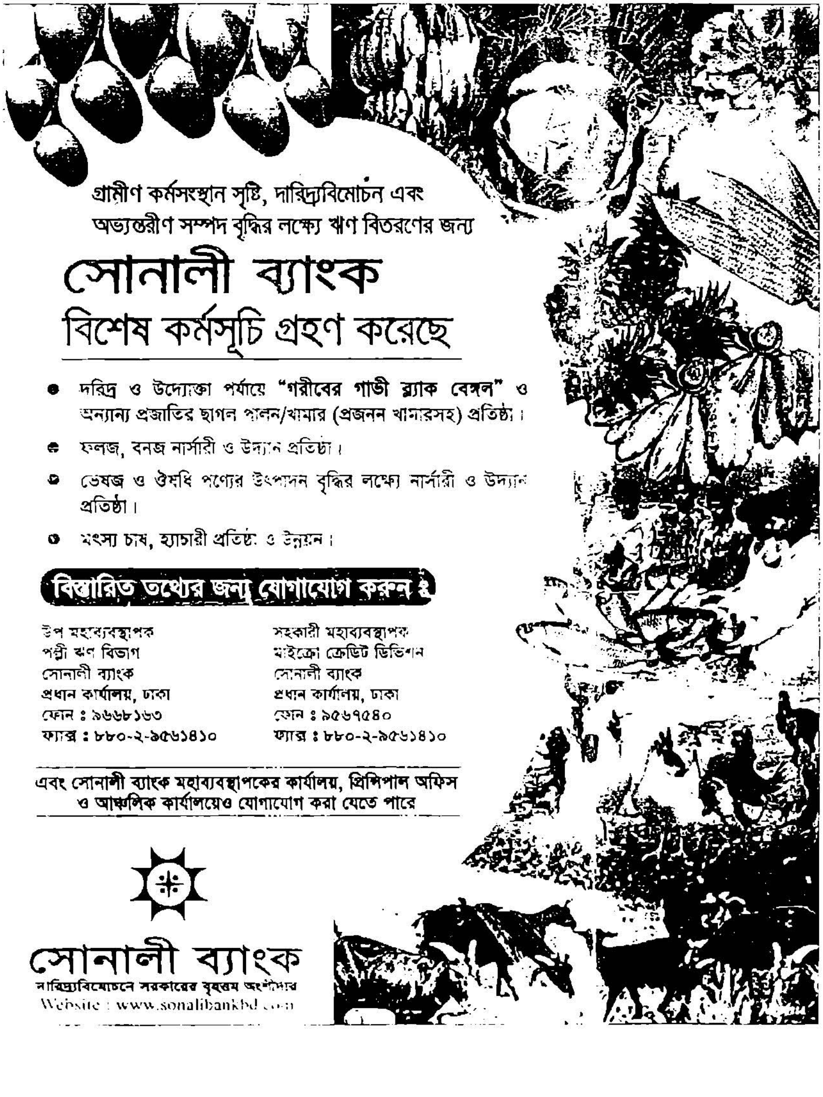

www.nagorikpathagar.org

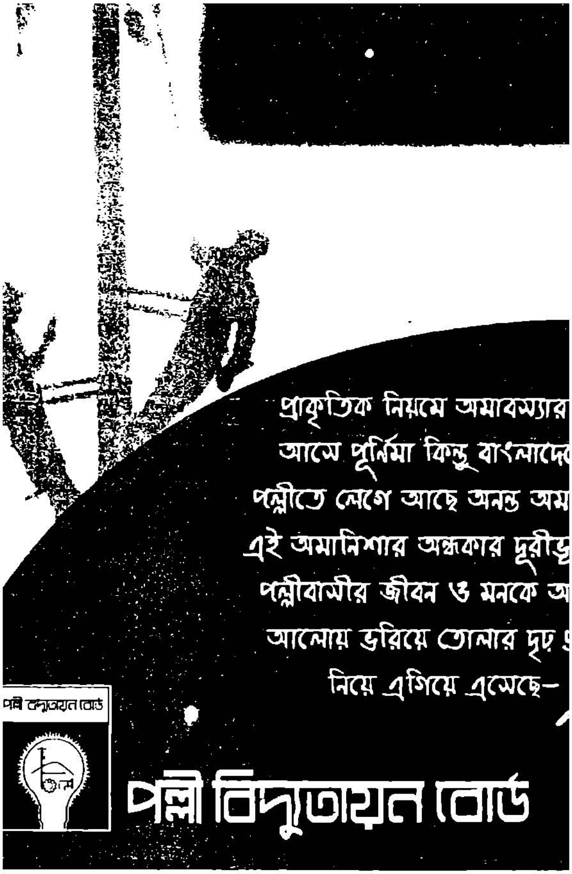

www.nagorikpathagar.org

HERO HONDA *passion*

নতুন আঙ্গিকে, অত্যাধুনিক ডিজাইন আকর্ষণীয় রঙে এখন বাংলাদেশে

- মিররের রং মোটর সাইকেল রং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- এলুমিনিয়াম ডাই কাষ্ট রিয়ার গ্রীপ
- সাইলেন্সারের উপরে হিট প্রটেক্টর.
- হেডলাইটে হ্যালোজেন ল্যাম্প সংযুক্ত
- মাল্টি রিফ্লেক্টর উইনকারস

২ বছরের ওয়ারেন্টি

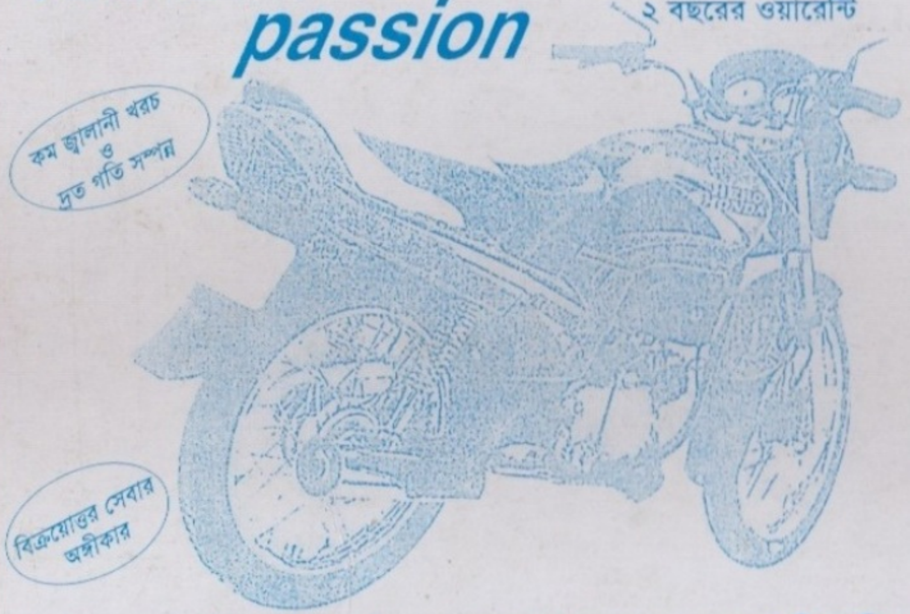

বাংলাদেশের সর্বত্র আমাদের ডিলারবৃন্দ আপনাদের সেবায় সদা নিয়োজিত

ঢাকা ★ সোনারগাঁও মটরস, ফোন : ৮৩১১৪৮২ ★ আব্দুল এন্ড ব্রাদার্স, ফোন : ৭৩১৩৫৭৮ ★ জালালাবাদ এন্টারপ্রাইজ, ফোন : ৮৩৫১৩৭৪ ★ রয়েল মটরস, ফোন : ৮৩১৭০১৮ ★ মোটরর্স সাইকেল বিতান, ফোন : ৮৩১২৪৯৯ ★ কর্ণফুলী অটোস, ফোন : ৪০৬০২৭ ★ হোন্ডা পয়েন্ট, ফোন : ৮০৭৫৭৯ ★ মেসার্স দি এটলাস ট্রেডার্স, ফোন : ৯৩৩০৫৮৯ ★ নিউ সুন্দরবন মটরস, ফোন : ৮৩১৮২৩৯ ★ পলাশ এন্টারপ্রাইজ, ফোন : ৮৩১৭৬৯৭ ★ মেসার্স এস.এস. অটো মোবাইলস, ফোন : ৯৩৫৯৬৬৩ ★ এন এন কনসোর্টিয়াম, ফোন : ৯৩৪০৭০৫ চট্টগ্রাম ★ এ, রহিম এন্ড এন্টারপ্রাইজ ২১১২৮৮ ★ এম কে পাশা, ফোন : ৫০৫১৬২ ★ হোন্ডা মিউজিয়াম, ফোন : ৭২৩৪২১ সিলেট ★ বসুন্ধরা মটরস, ফোন : ৭১৩৫৩৩ ★ পপুলার অটো ওয়ার্কস, ফোন : ৭১৪২৯১ খুলনা ★ নিউ মটর সাইকেল মার্ট, ফোন : ৭২১৮৭০ ★ মটর সাইকেল ইম্পোরিয়াম, ফোন : ৭২১০৯১ যশোর ★ যশোর অটোস, ফোন : ৬৩৩৬৮ ★ ভেনাস অটো, ফোন : ৬৩৫৫৩ জামালপুর ★ এটলাস মটরস, ফোন : ০১৭১০৫২০৫ নবাবগঞ্জ ★ নবেল ইলেক্ট্রনিক্স, ফোন : ৫৫৯৪৯ সাতক্ষীরা ★ করিম মটরস, ফোন : ৩০৩০ বগুড়া ★ হোন্ডা সেন্টার, ফোন : ৫৯১৬ ★ ঢাকা মটরস, ফোন : ৭১১১৪ ★ হোন্ডা প্যালেস ★ রুরাল মেশিনারীজ রাজশাহী ★ রহমান এন্টারপ্রাইজ, ফোন : ৭৭৪৯৭৭ ★ নুপু কর্পোরেশন, ফোন : ৭৭৩৮৭৭ নওগাঁ ★ স্টীল ইম্পেক্স, ফোন : ২১১১ পত্নীতলা ★ মেসার্স আহসান ট্রেডিং, ফোন : ৫২৯১০ দিনাজপুর ★ আহমেদ এন্ড সন্স এন্টারপ্রাইজ, ফোন : ৫৮৭৯ ★ ইসলাম এন্ড কোম্পানী, ফোন : ৪২২৭ ★ রাজু ট্রেডার্স, ফোন : ৫৮৩৭ ঠাকুরগাঁও ★ এ.কে. ট্রেডার্স, ফোন : ৫২১৪১ কুষ্টিয়া ★ ভেনাস অটো, ফোন : ৭১৮৭২ ★ এস. কে. মটরস, ফোন : ৭১৩৯৩ রংপুর ★ স্পেয়ার কর্ণার, ফোন : ৬৬৭৭৩ চুয়াডাঙ্গা ★ মোল্লা মটরস, ফোন : ৬২৩৬৮ জয়পুরহাট ★ আরাফাত ট্রেডার্স, পাবনা ★ বিজিয়া মটরস, ফোন : ৬৪১১২ ময়মনসিংহ ★ অমিমা এসোসিয়েট, ফোন : ৬২৮০১ ★ এম এম এন্টারপ্রাইজ, ফোন : ০১৭১৬৩১০৯০, ৫৫৫৪৪।

এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান

২৬৫-৬৭ টঙ্গী শিল্প এলাকা, গাজীপুর, ফোন : ৯৮০৩১৭০, ৯৮০২৩৩৭, ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৮০২৩৯৭